নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন

শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ⓒ المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
كيفية طهور النبي ﷺ./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.
١٦٠ ص؛ ١٤ × ٢١ سم
ردمك: ٥ – ٣٥ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨
١- السيرة النبوية أ. العنوان
ديوي ٢٣٩ ١٤٣٤/٤٧٧

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٧٧
ردمك: ٥ – ٣٥ – ٨٠٦٦ – ٦٠٣- ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة
إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً
بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الثانية
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন: “পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ” (মুসলিম ২২৩)

كَيْفِيَّةُ طُهُوْرِ النَّبِيِّ - ﷺ -

নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায় :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

مركز دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন

সংকলন :

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

সূচীপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	২১
পূর্বাভাষ	২৬
পবিত্রতা	২৭
পবিত্রতার প্রকারভেদ	২৭
অদৃশ্য পবিত্রতা	২৭
দৃশ্যমান পবিত্রতা	২৮
পানি কর্তৃক পবিত্রতা	২৮
পানি সংক্রান্ত বিধান	২৮
পানির সাধারণ প্রকৃতি	২৯
পানির প্রকারভেদ	৩০
পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী পানি	৩০
পবিত্র তবে পবিত্রতা বিধানকারী নয়	৩২
যা নাপাক ও ব্যবহার করা হারাম	৩২
মাটি কর্তৃক পবিত্রতা	৩২
নাপাকীর প্রকারভেদ ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন	৩৩
নাপাকীর প্রকারভেদ	৩৪
১. মানুষের মল-মূত্র	৩৪
মল-মূত্র ত্যাগের শর'য়ী নিয়ম	৩৪
শৌচাগারে প্রবেশের সময় যে দোয়া পড়তে হয়	৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় যে দোয়া পড়তে হয়	৩৫
মল-মূত্র ত্যাগ সম্পর্কীয় মাসআলা	৩৫
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হওয়া অথবা কিবলাকে পেছন দেয়া জায়েয নয়	৩৫
গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা তথা মল-মূত্র পরিস্কার করা জায়েয নয়	৩৬
পথে-ঘাটে, বৈঠকখানা অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়	৩৬
ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা না জায়িয	৩৭
ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে বেজোড় ব্যবহার করতে হয়	৩৭
ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে কমপক্ষে তিনটি ব্যবহার করতে হয়	৩৮
মল-মূত্র ত্যাগের সময় আপনাকে কেউ যেন দেখতে না পায়	৩৮
ভালভাবে ইস্তিঞ্জা করতে হয় যাতে উভয় দ্বার পরিষ্কার হয়ে যায়	৩৮
প্রস্রাব করার সময় কোন ব্যক্তি সালাম দিলে উত্তর দেওয়া যাবে না	৪০
গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষেধ	৪০
ওযু ও ইস্তিঞ্জার লোটা ভিন্ন হওয়া উচিত	৪০
মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে তা প্রথমে সেরে নিবে। অতঃপর নামায আদায় করবে	৪১
মল-মূত্র ত্যাগের সময় সম্পূর্ণরূপে বসার প্রস্তুতি নিয়ে সতর খুলবে	৪১
স্থির পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ	৪১
ইস্তিঞ্জার পর হাত খানা ঘষে ধুয়ে নিবে	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুলনামূলক নরম ও নিচু স্থানে প্রস্রাব করবে	৪২
প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বাঁচার কঠিন নির্দেশ	৪২
বিনা প্রয়োজনে বাটি বা পাত্রে প্রস্রাব করা নিষেধ	৪৩
মুসলমানদের কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ	৪৩
মল-মূত্র থেকে পবিত্রতা	৪৪
ভূমির পবিত্রতা	৪৪
নাপাক কাপড়ের পবিত্রতা	৪৪
শাড়ীর নিম্নাংশের পবিত্রতা	৪৫
দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা	৪৫
নাপাক জুতোর পবিত্রতা	৪৬
২. কুকুরের উচ্ছিষ্ট	৪৬
কুকুর কর্তৃক অপবিত্র থালা-বাসনের পবিত্রতা	৪৬
৩. প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত ও মৃত জন্তু	৪৭
মৃত পশুর চামড়া সংক্রান্ত বিধান	৪৮
৪. বীর্য	৫০
৫. মযি	৫১
মযি বের হলে গোসল করতে হয় না	৫১
৬. ওদি	৫২
মনি, মযি ও ওদির মধ্যে পার্থক্য	৫২
৭. মহিলাদের ঋতুস্রাব	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতুবতী সংক্রান্ত কিছু মাস্‌আলা	৫৩
ঋতুবতী মহিলার সাথে মেলামেশা	৫৪
ঋতুবতী মহিলার কুর'আন পাঠ	৫৫
ঋতুবতী মহিলার নামায-রোযা	৫৭
৮. লিকোরিয়া	৫৮
লিকোরিয়ায় গোসল ফরয হয় না	৫৮
৯. ইস্তিহাযা	৫৮
ইস্তিহাযা সংক্রান্ত মাস্‌আলাসমূহ	৫৮
১০. নিফাস	৫৯
নিফাস সংক্রান্ত বিধান	৫৯
১১. জাল্লালা (মল ভক্ষণকারী পশু)	৬০
১২. ইঁদুর	৬১
১৩. গোশত খাওয়া এমন যে কোন পশুর মল-মূত্র	৬১
১৪. মদ	৬২
নামাযী ব্যক্তির নাপাকী থেকে পবিত্রতা	৬২
পবিত্রতা সংক্রান্ত বিশেষ সূত্র	৬৪
সন্দেহ ঝেড়ে মুছে নিশ্চিত অতীতের দিকে প্রত্যাবর্তন	৬৪
বিড়ালে মুখ দেয়া থালা-বাসন	৬৫
প্রকৃতি সম্মত ক্রিয়াকলাপ	৬৫
খতনা বা মুসলমানি করা	৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাভির নিম্নাংশের লোম মুণ্ডন	৬৬
বগলের লোম ছেঁড়া	৬৬
নখ কাটা	৬৬
মোছ কাটা	৬৬
দাড়ি লম্বা করা	৬৭
মিসওয়াক করা	৬৮
মিসওয়াক করার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সময়	৬৯
ঘুম থেকে জেগে	৬৯
প্রত্যেক ওযুর সময়	৬৯
প্রত্যেক নামাযের সময়	৬৯
ঘরের ঢুকার সময়	৭০
মুখ দুর্গন্ধ, রুচি পরিবর্তন কিংবা দীর্ঘকাল পানাহারবশত দাঁত হলুদবর্ণ হলে	৭০
কুর'আন মাজীদ পড়ার সময়	৭০
আঙ্গুলের সন্ধিগুলো ভালভাবে ধৌত করা	৭১
ওযুর সময় নাকে পানি ব্যবহার করা	৭২
ইস্তিঞ্জা করা	৭২
ফিত্‌রাত বা প্রকৃতির প্রকারভেদ	৭২
ঘুম থেকে জেগে যা করতে হয়	৭৩
উভয় হাত তিনবার ধোয়া	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তিন বার নাক পরিষ্কার করা	৭৩
ওযু	৭৩
কি জন্য ওযু করতে হয়	৭৩
যে কোন ধরণের নামায আদায়ের জন্য	৭৩
কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য	৭৪
কুর'আন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য	৭৫
ওযুর ফযিলত	৭৬
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে ওযু করতেন	৭৯
ওযুর শুরুতে নিয়্যাত করতেন	৭৯
বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়ে ওযু শুরু করতেন	৮০
ডান দিক থেকে ওযু শুরু করতেন	৮০
দু' হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন	৮১
আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা মলে নিতেন	৮১
তিন বার কুলি ও নাকে পানি দিতেন	৮১
তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল ধুয়ে নিতেন	৮৩
দাড়ি খেলাল করতেন	৮৩
উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন	৮৩
সম্পূর্ণ মাথা একবার মাস্‌হ করতেন	৮৪
উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন	৮৫
ওযু শেষে নিচের পরিধেয় বস্ত্রে পানি ছিঁটিয়ে দিতেন	৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করতেন	৮৬
ওযু শেষে দু'রাক'আত নামায পড়তেন	৮৭
ওযুর অঙ্গগুলো দু' একবারও ধোয়া যায়	৮৮
ওযুর কোন অঙ্গ ধোয়ার সময় কেশ পরিমাণও শুষ্ক রাখা যাবে না	৯০
এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নায আদায় করা যায়	৯০
ওযুর ফরয ও রুকনসমূহ	৯১
সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা	৯১
কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা	৯২
সম্পূর্ণ মাথা মাস্হ করা	৯২
সরাসরি সম্পূর্ণ মাথা মাস্হ করা	৯৩
মাথায় দৃঢ়ভাবে বাঁধা পাগড়ীর উপর মাস্হ করা	৯৩
পাগড়ী ও কপাল উভয়টি মাস্হ করা	৯৩
উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা	৯৪
ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা	৯৪
ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা	৯৫
ওযুর শর্তসমূহ	৯৬
ওযুকারী মুসলমান হতে হবে	৯৬
জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে	৯৬
ভালমন্দ ভেদাভেদজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে	৯৬
নিয়্যাত করতে হবে	৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
শেষ পর্যন্ত নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে	৯৬
ওযু চলাকালীন ওযু ভঙ্গের কোন কারণ না পাওয়া যেতে হবে	৯৬
ওযুর পূর্বে মলমূত্র ত্যাগ করলে ইস্তিঞ্জা করতে হবে	৯৬
ওযুর পানি জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে	৯৬
পানি প্রতিবন্ধক বস্তু অপসারণ করতে হবে	৯৭
মা'যুরের জন্য নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে	৯৭
ওযুর সুন্নাতসমূহ	৯৭
মিস্ওয়াক করা	৯৭
ওযু করার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা	৯৭
অঙ্গগুলো ঘষেমলে ধৌত করা	৯৭
প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধৌত করা	৯৮
ওযু শেষে দো'আ পড়া	৯৮
ওযুশেষে দু' রাক্'আত (তাহিয়্যাতুল উযু) নামায আদায় করা	৯৮
কোন বাড়াবাড়ি ব্যতীত স্বাভাবিক পন্থায় ভালভাবে ওযু করা	৯৮
যে যে কারণে ওযু নষ্ট হয়	১০০
মল-মূত্রদ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে	১০০
ঘুম বা অন্য যে কোন কারণে অচেতন হলে	১০১
আবরণ ছাড়া হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে	১০১
উটের গোশত খেলে	১০২
মুরতাদ হয়ে গেলে	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হয় না	১০৩
নামাযের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হলে কি করতে হবে	১০৪
যখন ওযু করা মুস্তাহাব	১০৫
যিকির ও দো'আর জন্য	১০৫
ঘুমের পূর্বে	১০৫
ওযু বিনষ্ট হলে	১০৬
প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য	১০৬
মৃত ব্যক্তিকে কবরমুখে বহন করার পর	১০৬
বমি হলে	১০৭
আগুনে পাকানো কোন খাবার খেলে	১০৭
জুনুবী ব্যক্তি খাবার খেতে ইচ্ছে করলে	১০৭
দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্য	১০৮
জুনুবী ব্যক্তি গোসল না করে শোয়ার ইচ্ছে করলে	১০৮
মোজা, পাগড়ী ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ	১১০
মোজার উপর মাস্হ করার বিধান	১১০
মোজা মাস্হ করার শর্তসমূহ	১১১
সম্পূর্ণ পবিত্রাবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে	১১১
শুধু ছোট অপবিত্রতার জন্য মোজা মাস্হ করবে	১১১
শুধু শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাস্হ করতে হবে	১১২
মোজা জোড়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে	১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মোজা জোড়া টাখনু পর্যন্ত পদযুগল ঢেকে রাখতে হবে	১১৩
জায়েয পন্থায় সংগৃহীত ও শরীয়ত সম্মত হতে হবে	১১৪
মাস্হ'র সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মোজা খোলা যাবে না	১১৪
যখন মাস্হ ভঙ্গ হয়	১১৪
গোসল ফরয হলে	১১৪
মাস্হ'র পর মোজা জোড়া খুলে ফেললে	১১৪
মাস্হ'র নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে গেলে	১১৪
মাস্হ করার পদ্ধতি	১১৪
জাওরাবের উপর মাস্হ	১১৫
পাগড়ীর উপর মাস্হ	১১৫
ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ	১১৬
মোজা ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার মধ্যে পার্থক্যসমূহ	১১৬
ক্ষত বিক্ষত স্থানের শর্য়ী বিধান	১১৭
গোসল	১১৮
যখন গোসল করা ফরয	১১৮
উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে	১১৮
স্বপ্নদোষ	১১৮
ঘুম থেকে জেগে পোশাকে আর্দ্রতা দেখলে কি করতে হয়	১১৯
সে নিশ্চিত যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের	১১৯
সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের নয়	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রী সহবাস করলে	১২১
জানাবাত বিষয়ক বিধান	১২২
জুনুবী মহিলার কেশ সংক্রান্ত মাস্আলা	১২২
জুনুবী ব্যক্তির সাথে মেলামেশা	১২২
জুনুবী ব্যক্তির পানাহার, নিদ্রা ও পুনঃসহবাস	১২৩
কোন কাফির মুসলমান হলে	১২৪
যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে	১২৫
মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে	১২৫
নিফাস হলে	১২৬
জুনুবী অবস্থায় যা করা নিষেধ	১২৭
নামায পড়া	১২৭
কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা	১২৮
কুর'আন মাজীদ স্পর্শ করা	১২৮
কুর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করা	১২৯
মসজিদে অবস্থান করা	১২৯
গোসলের শর্তসমূহ	১৩১
নিয়্যাত করতে হবে	১৩১
মুসলমান হতে হবে	১৩১
জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে	১৩১
ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান থাকতে হবে	১৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত স্থির থাকতে হবে	১৩১
গোসল চলাকালীন তা ভঙ্গকারী কোন কারণ পাওয়া না যেতে হবে	১৩১
পানি জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে	১৩২
পানি পৌঁছতে বাধা এমন বস্তু অপসারিত হতে হবে	১৩২
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে গোসল করতেন	১৩২
প্রথমে নিয়্যাত করতেন	১৩২
বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে শুরু করতেন	১৩২
উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন	১৩২
বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন	১৩৩
বাম হাত ভালভাবে ঘষে বা ধুয়ে নিতেন	১৩৪
নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন	১৩৪
হাতের আঙ্গুল দিয়ে চুল খেলাল করতেন	১৩৫
পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন	১৩৬
পূর্বের জায়গা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতেন	১৩৭
খোলা জায়গায় গোসল করা নিষেধ	১৩৭
গোসলের ওযু দিয়েই নামায পড়া যায়	১৩৭
যখন গোসল করা মুস্তাহাব	১৩৮
জুমুআর দিন গোসল করা	১৩৮
হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা	১৪১
মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা	১৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবার সহবাসের জন্য গোসল করা	১৪১
মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা	১৪২
মুশ্‌রিক ও কাফিরকে মাটিচাপা দিয়ে গোসল করা	১৪২
মুস্তাহাযা মহিলার প্রতি নামাযের জন্য গোসল করা	১৪৩
অবচেতনার পর চেতনা ফিরে পেলে	১৪৫
কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে	১৪৬
দু' ঈদের জন্য গোসল করা	১৪৬
'আরাফার দিন গোসল করা	১৪৭
তায়াম্মুম	১৪৮
তায়াম্মুমের বিধান	১৪৮
যখন তায়াম্মুম জায়েয	১৫০
পানি না পেলে	১৫০
ওযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট পানি না পেলে	১৫০
পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলে	১৫০
রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে	১৫১
পানি সংগ্রহে অপারগতা প্রমাণিত হলে	১৫২
মজুদ পানি ব্যবহার করলে কঠিন পিপাসায় মৃত্যুর ভয় হলে	১৫২
তায়াম্মুমের শর্তসমূহ	১৫৩
নিয়্যাত করতে হবে	১৫৩
তায়াম্মুমকারী মুসলমান হতে হবে	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে	১৫৩
ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখতে হবে	১৫৩
শেষ পর্যন্ত নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে	১৫৩
তায়াম্মুম চলাকালীন ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয় এমন কারণ না পাওয়া যেতে হবে	১৫৩
মাটি পবিত্র হতে হবে	১৫৩
পূর্বে মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকলে ইস্তিঞ্জা করতে হবে	১৫৩
নবী (ﷺ) যেভাবে তায়াম্মুম করতেন	১৫৩
প্রথমে নিয়্যাত করতেন	১৫৩
বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু করতেন	১৫৪
উভয় হাত মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল ও কব্জিসহ হাত মাস্‌হ করতেন	১৫৪
তায়াম্মুমের রুকনসমূহ	১৫৪
সুনির্দিষ্ট নিয়্যাত করা	১৫৪
সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাস্‌হ করা	১৫৫
উভয় হাত কব্জিসহ একবার মাস্‌হ করা	১৫৫
তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কারণসমূহ	১৫৫
যে কারণগুলো ওযু বিনষ্ট করে তা তায়াম্মুমকেও বিনষ্ট করে	১৫৫
পানি পাওয়া গেলে	১৫৫
পানিও নেই মাটিও নেই তখন কি করতে হবে	১৫৬
তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর সময় থাকতে পানি পেলে	১৫৭

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

লেখকের কথা

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্বজগতের প্রভু। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তা কিয়ামত আগত সকল অনুসারীদের উপর।

মূলতঃ ধর্মীয় জ্ঞানার্জন সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম ও সর্বাধিক কল্যাণকর কাজ।

মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছে করেন তাকেই তিনি ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। কারণ, সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের উপরই একমাত্র পুণ্যময় কর্ম নির্ভরশীল"। (বুখারী ৭১, ৩১১৬ মুসলিম ১০৩৭)

আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কল্যাণকর জ্ঞান ও পুণ্যময় কর্মসহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন :

﴿هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الحقِّ﴾.

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কল্যাণকর জ্ঞান ও পুণ্যময় কর্মসহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন"। (তাওবা: ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর নিকট জ্ঞান বর্ধনের প্রার্থনা করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন :

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا﴾.

"আপনি বলুনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন"। (ত্বা-হা: ১১৪)

উক্ত আয়াত ধর্মীয় জ্ঞানার্জন সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শুধু জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যই দো'আ করতে আদেশ করেন। অন্য কিছুর জন্যে নয়।

অন্য দিকে নবী (ﷺ) শিক্ষার মজলিসকে জান্নাতের বাগান এবং আলেম সম্প্রদায়কে নবীগণের ওয়ারিশ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ কথা সবারই জানা যে, যে কোন কাজ করার পূর্বে সর্ব প্রথম সে কাজটি বিশুদ্ধরূপে কিভাবে সম্পাদন করা সম্ভব সে পদ্ধতি অবশ্যই জেনে নিতে হয়। নতুবা সে কাজটি সঠিকভাবে আদায় করা তদুপরি অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া কখনোই সম্ভবপর হয়না। যদি এ হয় সাধারণ কাজের কথা তা হলে কোন ইবাদাত যার উপর জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি ও জান্নাত লাভ নির্ভর করে তা কি করে ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে। অবশ্যই তা অসম্ভব। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তিন ভাগে বিভক্তঃ

১. যারা লাভজনক শিক্ষা ও পুণ্যময় কর্মের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে। এরাই সত্যিকারার্থে নবী, চির সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যবান লোকদের পথে উপনীত।

২. যারা লাভজনক শিক্ষা গ্রহণ করেছে ঠিকই ; অথচ তদনুযায়ী আমল করছে না। এরাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার রোষানলে পতিত ইহুদীদের একান্ত সহচর।

৩. যারা সঠিক জ্ঞান বহির্ভূত আমল করে থাকে। এরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের একান্ত অনুগামী।

উক্ত দলগুলোর কথা আল্লাহ্ তা'আলা কোরআ'ন মাজীদে উল্লেখ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ﴾.

"(হে আল্লাহ্!) আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। ওদের পথ নয় যাদের উপর আপনি রোষান্বিত ও যারা পথভ্রষ্ট"। (ফাতিহা: ৬-৭)

সর্বজন শ্রদ্ধেয় যুগ সংস্কারক শায়েখ মুহাম্মাদ বিন্ আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন :

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ﴾ فَالْمَغْضُوْبُ

عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعِلْمِهِمْ، وَالضَّالُّوْنَ الْعَامِلُوْنَ بِلاَ عِلْمٍ ؛ فَالأَوَّلُ صِفَةُ الْيَهُوْدِ وَالثَّانِيْ صِفَةُ النَّصَارَى، وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا رَأَى فِيْ التَّفْسِيْرِ أَنَّ الْيَهُوْدَ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ النَّصَارَى ضَالُّوْنَ ظَنَّ الْجَاهِلُ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوْصٌ بِهِمْ وَهُوَ يَقْرَأُ أَنَّ رَبَّهُ فَارِضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَّدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَيَتَعَوَّذَ مِنْ طَرِيْقِ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ !! فَيَا سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُعَلِّمُهُ اللهُ وَيَخْتَارُ لَهُ وَيَفْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يَّدْعُوَ رَبَّهُ دَائِمًا مَعَ أَنَّهُ لاَ حَذَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلاَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا هُوَ ظَنُّ السُّوْءِ بِاللهِ!.

"উক্ত আয়াতে "মাগযুব 'আলাইহিম" বলতে ও সকল আলেমদেরকে বুঝানো হচ্ছে যারা অর্জিত জ্ঞান মাফিক আমল করে না। আর "যাল্লীন" বলতে জ্ঞান বিহীন আমলকারীদেরকে বুঝানো হচ্ছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য ইহুদীদের আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য খ্রিস্টানদের। অনেকেই যখন তাফসীর পড়ে বুঝতে পারেন যে, ইহুদীরাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার রোষানলে পতিত আর খ্রিস্টানরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট তখন তারা মূর্খতাবশত এটাই ভাবেন যে, উক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয় শুধু ওদের মধ্যেই সীমিত ; অথচ তাদের এতটুকুও বোধোদয় হয় না যে, তাই যদি হতো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কেন নামাযের প্রতিটি রাকাতে ওদের বৈশিষ্ট্যদ্বয় থেকে নিস্কৃতি চাওয়া ফরয করে দিয়েছেন। সত্যিই তাদের এ রকম ধারণা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি চরম কুধারণার শামিল"।

উক্ত আলোচনা থেকে যখন আমরা লাভজনক জ্ঞানের অপরিহার্যতা অনুধাবন করতে পেরেছি তখন আমাদের জানা উচিত যে, এ জাতীয় জ্ঞানের সঠিক সন্ধান কোথায় মেলা সম্ভব। সত্যিকারার্থে তা কোরআ'ন ও হাদীসের পরতে পরতে লুক্কায়িত রয়েছে। তবে তা একমাত্র সহযোগী জ্ঞান ও হক্কানী আলেম সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই অর্জন করতে হয়।

তবে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমলের উপরই

ইলমের প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যতই আমল করবে ততই জ্ঞান বাড়বে। বলা হয়, যে ব্যক্তি অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করবেন যা সে পূর্বে অর্জন করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَاتَّقُوْا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾.

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। তিনি সর্বজ্ঞ"। (বাক্বারাহ : ২৮২)

আল্লাহ্ তা'আলা আমলকারী আলেমদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾.

"আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তিনি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত"। (মুজাদালাহ : ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানী মু'মিনদের মর্যাদা বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি বরং তিনি আমাদের কর্ম সম্পর্কে তাঁর পূর্ণাবগতির সংবাদ দিয়ে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয় বরং আমলও একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা জ্ঞান ও ঈমানের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব।

বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার ও গ্রহণযোগ্য আমলের পথ সুগম করার মানসেই এ পুস্তিকাটির উপস্থিতি। সাধ্যমত নির্ভুলতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এরপরও সচেতন পাঠকের চোখে নিশ্চিত কোন ভুল ধরা পড়লে সরাসরি লেখকের কর্ণগোচর করলে অধিক খুশি হবো। এ পুস্তক পাঠে কারোর সামান্যটুকুও উপকার হলে তখনই আমার শ্রম সার্থক হবে।

সর্বশেষে জনাব আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

نَسْأَلُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُّمِدَّنَا وَإِيَّاكَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَيُوَفِّقَنَا لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، كَمَا نَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يُّرِيَنَا الْحَقَّ حَقًّا وَيَرْزُقَنَا اتِّبَاعَهُ، وَيُرِيَنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَيَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ، إِنَّهُ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

পূর্বাভাষ

আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এর উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের পরপরই ইসলামের দ্বিতীয় রুকন ও বিধান হচ্ছে নামায। একমাত্র নামাযই হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিধানকারী। ইসলামের বিশেষ স্তম্ভ। সর্ব প্রথম বস্তু যা দিয়েই কিয়ামতের দিবসে বান্দাহর হিসাব-নিকাশ শুরু করা হবে। তা বিশুদ্ধ তথা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলে বান্দাহর সকল আমলই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে। নতুবা নয়। নামাযের বিষয়টি কুর'আন মাজীদে অনেক জায়গায় অনেকভাবেই আলোচিত হয়েছে। কখনো নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়া হয়েছে। আবার কখনো এর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তেমনিভাবে কখনো এটির সাওয়াব ও পুণ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার কখনো মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে আগতসমূহ বিপদাপদ সহজভাবে মেনে নেয়ার জন্য নামায ও ধৈর্যের সহযোগিতা নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ জন্যই এ নামায একদা রাসূল (ﷺ) এর অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে শীতল করে দিতো। তাই বলতে হয়, নামায নবীদের ভূষণ ও নেককারদের অলঙ্কার, বান্দাহ্ ও প্রভুর মাঝে গভীর সংযোগ স্থাপনকারী, অপরাধ ও অপকর্ম থেকে হেফাযতকারী।

তবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন ছাড়া কোন নামাযই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পবিত্রতার ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পবিত্রতা

আভিধানিক অর্থে পবিত্রতা বলতে দৃশ্য অদৃশ্য সকল ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়াকে বুঝানো হয়। শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা বলতে যে কোন ভাবে দৃশ্যমান ময়লা আবর্জনা সাফাই এবং মাটি বা পানি কর্তৃক বিধানগত অপবিত্রতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়। মূলকথা, শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা বলতে সাধারণত নামায, কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতকর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধক অপবিত্রতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়।

পবিত্রতার প্রকারভেদঃ

শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা দু'প্রকারঃ অদৃশ্য ও দৃশ্য পবিত্রতা।

অদৃশ্য পবিত্রতাঃ অদৃশ্য পবিত্রতা বলতে শিরক ও সকল পাপ থেকে নিস্কৃতি পাওয়াকে বুঝানো হয়। শিরক থেকে মুক্তি তাওহীদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং পাপ থেকে মুক্তি পুণ্যময় কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই সম্ভব। মূলতঃ অদৃশ্য পবিত্রতা দৃশ্যময় পবিত্রতার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বরং বলতে হয়ঃ শির্ক বিদ্যমান থাকাবস্থায় কোনভাবেই শারীরিক পবিত্রতার্জন সম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ﴾

"মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র"। (তাওবাঃ ২৮)

এর বিপরীতে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجُسُ

"ঈমানদার ব্যক্তি সত্যিকারার্থে কখনোই একেবারে অপবিত্র হতে পারে না"। (বুখারী ২৮৩ মুসলিম ৩৭১)

তাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, নিজ অন্তরাত্মাকে শিরক ও সন্দেহের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করা। আর তা একমাত্র সম্ভব আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও তাওহীদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তেমনিভাবে নিজ মনান্তঃকরণকে হিংসে-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ফাঁকি-ধাপ্পাবাজি, দেমাগ-আত্মগরিমা, আত্মশ্লাঘা তথা আত্মপ্রশংসা এবং যে কোন পুণ্যময় কর্ম

অন্যকে দেখিয়ে বা শুনিয়ে করার প্রবণতা জাতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজকে পরিচ্ছন্নকরণ প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আর তা একমাত্র সম্ভব সকল গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবার মাধ্যমে। ঈমানের দু'টো অঙ্গের এটিই হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর অন্যটি হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা।

দৃশ্যমান পবিত্রতাঃ দৃশ্যমান পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকে বুঝানো হয়। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"। (মুসলিম ২২৩)

আর তা অবাহ্য নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের মানসে ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম এবং শরীর, পোষাক, নামাযের জায়গা ইত্যাদি থেকে বাহ্যিক নাপাকী দূরীকরণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের দু'টি মাধ্যমঃ পানি ও মাটি

পানি কর্তৃক পবিত্রতাঃ পানি কর্তৃক পবিত্রতা অর্জনই হচ্ছে মৌলিক তথা সর্বপ্রধান। সাধারণতঃ আকাশ থেকে অবতীর্ণ এবং ভূমি থেকে উদ্গত অবিমিশ্র সকল পানি পবিত্র। তা সব ধরনের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা দূরীকরণে সক্ষম। যদিও কোন পবিত্র বস্তুর সংমিশ্রণে উহার রং, ঘ্রাণ বা স্বাদ বদলে যাক না কেন।

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَيُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"নিশ্চয়ই পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী। কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করতে পারে না"। (আবূ দাউদ ৬৭ তিরমিযী ৬৬ নাসায়ী ৩২৫)

পানি সংক্রান্ত বিধানঃ

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন তথা ওযু করা আবশ্যক । কারণ, ওযু ব্যতীত নামায আল্লাহ্'র দরবারে কবুল হয় না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"ওযু ভঙ্গকারীর নামায গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সে ওযু করে"। (বুখারী ১৩৫, ৬৯৫৪ মুসলিম ২২৫)

আর ওযুর জন্য পবিত্র পানির প্রয়োজন। তাই পানি সংক্রান্ত বিধানই আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়।

পানির সাধারণ প্রকৃতিঃ

পানির সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে পবিত্রতা। তাই পুকুর, নদী, খাল, বিল, কূপ, সাগর, বিগলিত বরফ, বৃষ্টি ইত্যাদির পানি পবিত্র।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমরা বুযা'আ কূপের পানি দ্বারা ওযু করতে পারবো কি? তা এমন কূপ যাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করা হয়। তখন তিনি বললেন :

الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"পানি বলতেই তা পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী। কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করতে পারে না"। (আবূদাউদ ৬৬.তিরমিযী ৬৬)

নদীর পানি সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন :

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"সমূদ্রের পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী এবং উহার মৃত হালাল"। (আবূ দাউদ ৮৩.তিরমিযী ৬৯ নাসায়ী ৩৩১ ইব্নু মাজাহ ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ আহমাদ ৭১৯২)

তবে কোন নাপাক বস্তু কর্তৃক পানির রং, ঘ্রাণ ও স্বাদের কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে তা নাপাক বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন দ্বিমত নেই।

মূলতঃ কূপ, নদী ইত্যাদির পানি সর্বদা এজন্য পবিত্র কেননা উহার পানি দু' কুল্লা তথা ২২৭ লিটার থেকে ও বেশী। এজন্যই কোন নাপাক বস্তু

উহাকে অপবিত্র করতে পারে না। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"যদি পানি দু' কুল্লা তথা ২২৭ লিটার সমপরিমাণ হয় তাহলে উহা কোন নাপাক বস্তু কর্তৃক অপবিত্র হবে না"।

(আবূদাউদ ৬৩ তিরমিযী ৬৭ ইবনু মাজাহ ৫২৩)

তবে দু' কুল্লা থেকে কম হলে যে কোন নাপাক বস্তু উহাকে অপবিত্র করে দেয়। এ জন্যই রাসূল (ﷺ) বলেন :

لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

"তোমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় (অর্থাৎ যখন গোসল ফরয হয়) স্থির পানিতে গোসল করবে না"। (মুসলিম ২৮৩)

তিনি আরো বলেন :

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

"তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না"। (বুখারী ২৩৯)

তিনি আরো বলেন :

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

"তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর ওযু করবে না"।

(তিরমিযী ৬৮)

পানির প্রকারভেদঃ

পানি আবার তিন প্রকারঃ

১. পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী পানিঃ

যে পানি নিজ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বহাল রয়েছে সে পানি পবিত্র ও পবিত্রতা বিধানকারী পানি। যেমনঃ বৃষ্টির পানি এবং ভূমি থেকে উদ্গত যে কোন পানি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.

"তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন"। (আন্‌ফাল : ১১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে অনুচ্চস্বরে বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ্‌গুলো পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধৌত করুন"। (বুখারী ৭৪৪ মুসলিম ৫৯৮)

এ প্রকারের পানি আবার তিন ভাগে বিভক্তঃ

ক. যা ব্যবহার করা হারাম। তবে তা বিধানগত নাপাকী (ওযু, গোসল কিংবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে যা দূর করা হয়) দূর করতে সক্ষম না হলেও বাহ্য নাপাকী (মল, মূত্র, ঋতুস্রাব ইত্যাদি) দূর করতে সক্ষম। এ পানি এমন যা জায়েয পন্থায় সংগৃহীত নয়। যেমনঃ আত্মসাৎ বা বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে আনা পানি।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐতিহাসিক 'আরাফা ময়দানে বিদায়ী ভাষণে বলেন :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا.

"নিশ্চয়ই তোমাদের খুন ও সম্পদ পরস্পরের উপর হারাম যেমনিভাবে হারাম এ দিনে, এ মাসে ও এ শহরে খুনখারাবি করা"।

(মুসলিম ১২১৮)

খ. যা বিকল্প থাকাবস্থায় ব্যবহার করা মাকরূহ। এ পানি এমন যা নাপাক জ্বালানি কাঠ বা খড়কুটো দিয়ে উত্তপ্ত করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় পানি নাপাকীর সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়।

হাসান বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

"সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করে সংশয়হীন বস্তু অবলম্বন কর"।

(তিরমিযী ২৫১৮)

তেমনিভাবে স্বচ্ছ ও নির্মল পানি থাকাবস্থায় কর্পূর, তৈল, আলকাতরা ইত্যাদি মিশ্রিত পানি ব্যবহার করা মাকরূহ।

গ. যা ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। যেমনঃ পুকুর, নদী, খাল, বিল, কূপ, সাগর, বিগলিত বরফ, বৃষ্টি ইত্যাদির পানি। এ সম্পর্কীয় প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. পবিত্র তবে পবিত্রতা বিধানকারী নয়ঃ

যে পানির রং, স্বাদ বা ঘ্রাণ পবিত্র কোন বস্তুর সংমিশ্রণে বদলে গিয়েছে। এমনকি অন্য নাম ধারণ করেছে। যেমনঃ শিরা, শুরুয়া ইত্যাদি। তা পবিত্র তবে পবিত্রতা বিধানের কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকল আলেমের ঐকমত্য রয়েছে।

৩. যা নাপাক ও ব্যবহার করা হারামঃ

যে পানিতে নাপাকী পড়েছে ; অথচ তা দু' কুল্লা থেকে কম অথবা দু' কুল্লা বা ততোধিক কিন্তু নাপাকী পড়ে উহার রং, ঘ্রাণ বা স্বাদের কোন একটির পরিবর্তন ঘটেছে। এমতাবস্থায় সে পানি নাপাক ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কীয় প্রমাণাদি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

মাটি কর্তৃক পবিত্রতাঃ

পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে পাক মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত। পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিলে অথবা ওযু-গোসলের পানি যোগানো অসম্ভব প্রমাণিত হলে পানির পরিবর্তে পবিত্র মাটি কর্তৃক পবিত্রতা অর্জন করার শরয়ী বিধান রয়েছে।

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ

"নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জনের এক বিকল্প মাধ্যম। যদিও সে দশ বছর নাগাদ পানি না পায়"।

(তিরমিযী ১২৪ আবূ দাউদ ৩৩২, ৩৩৩ নাসায়ী ৩২১)

নাপাকীর প্রকারভেদ ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জনঃ

শরীয়তের পরিভাষায় নাপাকী বলতে দূরীকরণ আবশ্যক এমন সকল ময়লা আবর্জনাকে বুঝানো হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.

"তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো"। (মুদ্দাস্সির : ৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾.

"তারা (সাহাবাগণ) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের সাথে সে পথেই সহবাস করবে যে পথে সহবাস করা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন অর্থাৎ সম্মুখ পথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন"। (বাকারা : ২২২)

নাপাকীর প্রকারভেদ

নিম্নে কিছু সংখ্যক নাপাকীর বর্ণনা তুলে ধরা হলোঃ

১. মানুষের মল-মূত্রঃ

মানুষের মল-মূত্র নাপাক।

'আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَرَّ النَّبِيُّ (ﷺ) بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَايُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ.

"নবী (ﷺ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন: কবর দু'টিতে শায়িত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে উভয়কে বড় কোন গুনাহ্'র কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী (একজনের কথা আরেক জনকে বলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া) করতো"। (বুখারী ২১৬, ২১৮ মুসলিম ২৯২)

মল-মূত্র ত্যাগের শর'য়ী নিয়মঃ

শৌচাগারে প্রবেশের সময় যে দোয়া পড়তে হয় :

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) যখন মল-মূত্র ত্যাগের জন্য শৌচাগারে প্রবেশের ইচ্ছে করতেন তখন বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অপবিত্র জ্বিন ও জ্বিন্নীর (অনিষ্টতা) থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"। (বুখারী ১৪২ মুসলিম ৩৭৫)

তিনি আরো বলেন : শৌচাগার হচ্ছে জ্বীন ও শয়তানের অবস্থানক্ষেত্র। তাই যখন তোমরা সেখানে যাবে তখন বলবেঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

"আমি আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অপবিত্র জ্বিন ও জ্বিন্নীর (অনিষ্ট) থেকে"। (আবূদাউদ ৬ ইব্নু খুযাইমা ৬৯)

শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে بِسْمِ اللهِ টুকুও পড়ে নিবে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ ؛ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ.

"মানুষের সতর (যা ঢেকে রাখা ফরয) ও জ্বিনদের চোখের মাঝে আড় হচ্ছে যখন মানুষ শৌচাগারে প্রবেশ করবে তখন বলবেঃ বিস্‌মিল্লাহি"।

(তিরমিযী ৬০৬ ইব্‌নু মাজাহ ২৯৭)

শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় যে দোয়া পড়তে হয়:

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : যখন রাসূল (ﷺ) শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ

غُفْرَانَكَ

"হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।

(আবূদাউদ ৩০ তিরমিযী ৭ ইব্‌নু মাজাহ ৩০০)

মল-মূত্র ত্যাগ সম্পর্কীয় মাস্‌আলাসমূহ:

১. মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হওয়া অথবা কিবলাকে পেছন দেয়া জায়েয নয়।

আবূ আইয়ূব আন্‌সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ

"তোমরা যখন প্রস্রাব বা পায়খানার জন্য শৌচাগারে প্রবেশ করবে তখন কিবলামুখী হবে না এবং কিবলাকে পশ্চাতে ও দেবে না"।

(বুখারী ৩৯৪ মুসলিম ২৬৪)

উক্ত হাদীস বর্ণনাকারী আবূ আইয়ূব আন্‌সারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : আমরা সিরিয়ায় সফর করলে সেখানের শৌচাগারগুলো কিবলামুখী দেখতে পাই। তখন আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে কিবলা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জাকর্ম সম্পাদন করি।

২. গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা তথা মল-মূত্র পরিস্কার করা জায়েয নয়।

সাল্‌মান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ الله (ﷺ) أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কিব্‌লামুখী হয়ে মল-মূত্র ত্যাগ, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা, তিনটি ঢিলার কমে ইস্তিঞ্জা এবং গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন"। (মুসলিম ২৬২)

হাড় হচ্ছে জ্বিনদের খাদ্য এবং মানবপালিত পশুর মল হচ্ছে জ্বিনদের পশুর খাদ্য।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: জ্বিনরা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তিনি বলেন :

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ.

"আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয়েছে এমন প্রতিটি হাড় তোমাদের খাদ্য। তা তোমরা গোশতে পরিপূর্ণ পাবে। তেমনিভাবে উটের প্রতিটি মলখন্ড তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ.

"অতএব তোমরা এ দু'টি বস্তু দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ, ওগুলো তোমাদেরই ভাই জ্বিনদের খাদ্য"। (বুখারী ৩৮৬০ মুসলিম ৪৫০)

৩. পথে-ঘাটে, বৈঠকখানা অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اِتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوْا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.

"তোমরা অভিশাপের দু'টি কারণ হতে দূরে থাকো। সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন : অভিশাপের কারণ দুটি কি? তিনি বললেন: পথে-ঘাটে অথবা ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় মল-মূত্র ত্যাগ করা"। (মুসলিম ২৬৯)

মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اِتَّقُوْا الْـمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ : اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.

"তোমরা তিনটি অভিশাপের কারণ থেকে দূরে থাকোঃ নদী বা পুকুর ঘাট, পথের মধ্যভাগ ও ছায়ায় মল ত্যাগ করা থেকে"।

(আবূ দাউদ ২৬ ইব্নু মাজাহ ৩২৮)

৪. ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ বা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয নয়।

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِيْ الإِنَـاءِ، وَإِذَا أَتَى الْـخَلاَءَ فَـلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

"তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ না করে। শৌচাগারে প্রবেশ করলে যেন ডান হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে। এমনকি ডান হাত দিয়ে যেন ঢিলা-কুলুপও না করে"। (বুখারী ১৫৩ মুসলিম ২৬৭)

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ

"এমনকি ডান হাত দিয়ে কেউ যেন ইস্তিঞ্জাও না করে"।

(বুখারী ১৫৪ মুসলিম ২৬৭)

৫. ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে বেজোড় ব্যবহার করতে হয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

"ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে বেজোড় ব্যবহার করবে"।

(বুখারী ১৬১, ১৬২, মুসলিম ২৩৭)

৬. ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করলে কমপক্ষে তিনটি ব্যবহার করতে হয়।

সাল্‌মান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিষেধ করেন ; যেন আমাদের কেউ তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার না করে"। (মুসলিম ২৬২ আবূদাউদ ৭)

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

"তোমাদের কেউ পায়খানা করতে গেলে সাথে তিনটি ঢিলা নিবে এবং তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে। কারণ, এ তিনটি ঢিলাই তার জন্য যথেষ্ট"।

(আবূ দাউদ ৪০)

এ হাদীসটি ইস্তিঞ্জার সময় শুধু ঢিলা ব্যবহার যথেষ্ট হওয়ার প্রমাণ।

৭. মল-মূত্র ত্যাগের সময় আপনাকে কেউ যেন দেখতে না পায়।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করতেন তখন এতদূর যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়"। (আবূ দাউদ ২)

৮. পানি, ঢিলা অথবা যে কোন মর্যাদাহীন পবিত্র বস্তু দিয়ে ভালভাবে ইস্তিঞ্জা করে নিবে যাতে উভয় দ্বার সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

ইস্তিঞ্জা মূলত তিন প্রকারের:

ক. প্রথমে ঢিলা অতঃপর পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা। প্রয়োজনে উভয়টি

একসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। তবে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কখনোই ঠিক হবে না। যেমনঃ প্রস্রাবের পর ঢিলা হাতে নিয়ে শৌচাগারের বাইরে চল্লিশ কদম দেয়া, লেফট-রাইট করা, বার বার উঠা-বসা করা, কেউ পানির পূর্বে ঢিলা ব্যবহার না করলে তাকে পশুর সাথে তুলনা ও ঘৃণা করা কিংবা কটু বাক্য বানে তাকে জর্জরিত করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে উপনীত হলে তা অবশ্যই বিদ্'আত বলে গণ্য হবে। কারণ, বিশুদ্ধ হাদীসে উভয়টি একসঙ্গে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ নেই।

খ. শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা।

গ. ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু ঢিলা ব্যবহার করা।

শুধু ঢিলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার প্রমাণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার ব্যাপারে আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.

"রাসূল (ﷺ) পায়খানায় গেলে আমি এবং আমার সমবয়সী একটি ছেলে এক লোটা পানি ও একটি হাতের লাঠি নিয়ে রাসুল (ﷺ) এর অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন"।

(বুখারী ১৫০, ১৫১, ১৫২, মুসলিম ২৭০, ২৭১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْ أَهْلِ قُبَاءَ ﴿فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَن يَّتَطَهَّرُوْا﴾ قَالَ: كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةُ.

"উক্ত আয়াতটি ''তাতে এমন লোক রয়েছে যারা অধিক পবিত্রতাকে পছন্দ করে" (তাওবা ১০৮) কোবাবাসীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন: তারা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতো। অতএব তাদের সম্পর্কেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে"। (আবূ দাউদ ৪৪, ইব্নু মাজাহ ৩৬৩)

উক্ত হাদীস ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু ঢিলা ব্যবহারের চাইতে কেবল পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা উত্তম হওয়ার প্রমাণ।

৯. প্রস্রাব করার সময় কোন ব্যক্তি সালাম দিলে উত্তর দেওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় কোন কথা ও বলা যাবে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَرَّ رَجُلٌ، وَرَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

"জনৈক সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। তখন সে তাঁকে সালাম দিলে তিনি কোন উত্তর দেননি"। (মুসলিম ৩৭০)

মুহাজির বিন কুনফুয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রস্রাব করছিলেন এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের উত্তর দেননি। তবে তিনি দ্রুত ওযু সেরে তার নিকট এ বলে আপত্তি জানানঃ

إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ –عَزَّوَجَلَّ– إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ.

"আমি অপবিত্র থাকাবস্থায় আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করা অপছন্দ করি"। (আবূ দাউদ ১৭)

১০. গোসলখানায় প্রস্রাব করা নিষেধ।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মুগাফ্ফাল্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

"তোমাদের কেউ গোসলখানায় প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না"। (আবূ দাউদ ২৭)

১১. ওযু ও ইস্তিঞ্জার লোটা ভিন্ন হওয়া উচিত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ.

"নবী (ﷺ) যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি জগ বা লোটায় পানি নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম। অতঃপর তিনি তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। এরপর তিনি জমিনে হাত ঘঁষে নিতেন। পুনরায় আমি আরেকটি লোটা পানি নিয়ে আসলে তিনি তা দিয়ে ওযু করতেন"। (আবূদাউদ ৪৫)

১২. মল-মূত্র ত্যাগ বা ভোজনের বেশী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা প্রথমে সেরে নিবে। অতঃপর নামায আদায় করবে। কারণ, তা প্রথমে না সেরে নামায আদায় করতে গেলে নামাযে মন স্থির হবে না বরং অস্থিরতায় ভুগতে হবে।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"খাবার উপস্থিত (প্রয়োজনও রয়েছে) এবং মল-মূত্রের চাপও রয়েছে এমতাবস্থায় নামায আদায় হবে না"। (মুসলিম, হাদীস ৫৬০)

১৩. মল-মূত্র ত্যাগের সময় সম্পূর্ণরূপে বসার প্রস্তুতি নিলেই কাপড় খুলবে ; তার পূর্বে নয়।

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ.

"নবী (ﷺ) মল-মূত্র ত্যাগের ইচ্ছে করলে ভূমির নিকটবর্তী হলেই কাপড় খুলতেন। নইলে নয়"। (তিরমিযী ১৪ আবূদাউদ ১৪)

১৪. স্থির পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

"তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব অতঃপর গোসল করবে না"। (বুখারী ২৩৯ মুসলিম ২৮২)

১৫. ইস্তিঞ্জা করার পর হাতখানা মাটি দিয়ে ঘষে অতঃপর ধুয়ে নিবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

قَضَى النَّبِيُّ (ﷺ) حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মল-মূত্র ত্যাগ করে এক লোটা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করেছেন। অতঃপর মাটি দিয়ে নিজের হাত খানা ঘঁষে নিয়েছেন"।

(আবূ দাউদ ৪৫ ইব্নু মাজাহ ৩৫৮)

১৬. বসার স্থান চাইতে তুলনামূলক নরম ও নিচু স্থানে প্রস্রাব করবে। যাতে প্রস্রাবের ছিঁটা-ফোঁটা নিজের শরীরে না পড়ে।

প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে বাঁচার কঠিন নির্দেশ:

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَرَّ النَّبِيُّ (ﷺ) بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَايُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বললেন: কবর দু'টিতে শায়িত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে উভয়কে বড় কোন গুনাহ্'র কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী (একজনের কথা আরেক জনকে বলে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া) করতো"। (বুখারী ২১৬, ২১৮ মুসলিম ২৯২)

উক্ত হাদীস থেকে এটাই বুঝা গেলো যে, প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে কঠিন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাই যারা প্রস্রাব করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে না, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদকে প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে রক্ষা

করে না, এমনকি প্রস্রাবের পর পানি না পেলে ডেলা-কুলুপ, টিসু ইত্যাদিও ব্যবহার করে না তাদের জানা উচিত, প্রস্রাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করা একদা কবরে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৭. বিনা প্রয়োজনে বাটি বা পাত্রে প্রস্রাব করা নিষেধ।

তবে কোন প্রয়োজন থাকলে তা করা যেতে পারে।

উমাইমাহ্ বিন্ত্ রুক্বাইক্বা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ، يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ.

"নবী (ﷺ) এর খাটের নীচে কাঠের একটি পেয়ালা ছিল যাতে তিনি রাত্রিবেলায় প্রস্রাব করতেন"। (আবূ দাউদ ২৪)

১৮. মুসলমানদের কবরস্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষেধ।

'উক্ববাহ্ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَا أُبَالِيْ أَوَسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ.

"আমার মতে কবরস্থানের মাঝখানে ও বাজারের মধ্যভাগে মল-মূত্র ত্যাগে কোন পার্থক্য নেই। মনুষ্যত্বের বিবেচনায় দু'টোই অপরাধ"।

(ইব্নু মাজাহ ১৫৮৯)

মল-মূত্র থেকে পবিত্রতা :

ভূমির পবিত্রতা :

বিছানা, ঘর বা মসজিদের কোন অংশে প্রস্রাব অথবা অন্য কোন নাপাক (যা দৃশ্যমান) দেখা গেলে প্রয়োজন পরিমাণ পানি ঢেলে তা দূরীভুত করবে। একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করলে সাহাবারা তার উপর ক্ষেপে যায়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে বললেন :

دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.

"তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, তাকে বাধা দিও না। তবে প্রস্রাবের উপর এক ঢোল পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে সহজতার জন্যে পাঠানো হয়েছে কঠোরতার জন্যে নয়"। (বুখারী ২২০, ৬১২৮ মুসলিম ২৮৪, ২৮৫)

তিনি ওকে ডেকে আরো বললেন :

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

"এ মসজিদগুলো প্রস্রাব ও ময়লা করার জন্যে নয়। তা হচ্ছে আল্লাহ্'র যিকির, নামায ও কোরান পড়ার স্থান"। (মুসলিম ২৮৫)

নাপাক কাপড়ের পবিত্রতা:

পোশাক-পরিচ্ছদে নাপাক লেগে গেলে তা যদি দৃশ্যমান হয় প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে (শুষ্ক হলে) অথবা যে কোন পন্থায় (শুষ্ক না হলে) পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈক মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ঋতুস্রাব কলুষিত পোষাকের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّيْ فِيْهِ.

"তোমাদের কারোর পোষাক ঋতুস্রাব কলুষিত হলে প্রথমে তা হাত দিয়ে ঘষে নিবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই তাতে নামায পড়া যাবে"। (বুখারী,হাদীস ২২৭, ৩০৭ মুসলিম ২৯১)

শাড়ীর নিম্নাংশের পবিত্রতা:

মহিলাদের বোরকা, পাজামা ও শাড়ীর নিম্নাংশে কোন নাপাকী লেগে গেলে হাঁটার সময় পরবর্তী মাটির ঘর্ষণ তা পবিত্র করে দিবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"পরবর্তী ধুলোমাটির মিশ্রণ উহাকে পবিত্র করে দিবে"।

(আবূ দাউদ ৩৮৩ তিরমিযী ১৪৩)

দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা:

যে বাচ্চার খাদ্য শুধুমাত্র মায়ের দুধ সে ছেলে হলে এবং কোন কাপড়ে প্রস্রাব করলে তার প্রস্রাবের উপর পানির ছিঁটা দিলেই কাপড়টি পাক হয়ে যাবে। আর সে মেয়ে হলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

উম্মে ক্বাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَيْتُ بِابْنٍ لِيْ صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَأَجْلَسَهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

"আমি আমার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে কোলে উঠিয়ে নেন। অতঃপর শিশুটি তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দেয়। তখন তিনি পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি তা কাপড়ে ছিঁটিয়ে দেন। তবে তিনি কাপড় ধোননি"। (বুখারী ২২৩ মুসলিম ২৮৭ আবূদাউদ ৩৭৪)

লুবাবাহ্ বিন্ত্ হারিস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حِجْرِ النَّبِيِّ (ﷺ) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَعْطِنِيْ ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى.

"একদা হুসাইন বিন 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোলে প্রস্রাব করে দিলে আমি তাঁকে বললামঃ ময়লা (প্রস্রাবকৃত) কাপড়টি আমাকে দিন এবং আপনি অন্য একটি কাপড় পরে নিন। তখন তিনি বললেন : দুগ্ধপোষ্য ছেলের প্রস্রাব পানি ছিঁটিয়ে দিলেই পাক হয়ে যায়। আর মেয়েদের প্রস্রাব ধুয়ে নিতে হয়"। (ইবনু মাজাহ ৫২৮ আবূদাউদ ৩৭৫)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন :

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.

"মেয়েদের প্রস্রাব ধুয়ে নিতে হবে। আর দুগ্ধপোষ্য ছেলের প্রস্রাব পানি ছিঁটিয়ে দিলেই চলবে"। (আবূ দাউদ ৩৭৭)

নাপাক জুতোর পবিত্রতা:

জুতো-সেন্ডেলে নাপাকী লেগে গেলে ওগুলোকে মাটিতে ভাল ভাবে ঘষে নিলেই চলবে। যাতে নাপাক দূর হয়ে যায়।

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

"তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে জুতোয় ময়লা (নাপাকী) আছে কিনা তা সর্ব প্রথম দেখে নিবে। তাতে ময়লা পরিলক্ষিত হলে ঘষে-মুছে পরিষ্কার করে নিবে এবং উক্ত জুতো পরাবস্থায়ই নামায আদায় করবে"। (আবূদাউদ,হাদীস ৬৫০)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى ؛ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.

"তোমাদের কেউ নিজ জুতো দিয়ে ময়লা (নাপাকী) মাড়িয়ে গেলে পরবর্তী পবিত্র মাটির ঘর্ষণ উহাকে পবিত্র করে দিবে"। (আবূ দাউদ ৩৮৫)

২. কুকুরের উচ্ছিষ্ট :

কুকুর কর্তৃক অপবিত্র থালা-বাসন ইত্যাদির পবিত্রতা :

কুকুর কোন থালা-বাসনে মুখস্থাপন করলে ওগুলোকে সাত বার ধুয়ে নিবে এবং উহার প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘঁষে নিবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"তোমাদের কারোর প্লেটে কুকুর মুখস্থাপন করলে উহাকে পবিত্র করতে হলে সাত বার পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে এবং উহার প্রথম বার মাটি দিয়ে ঘষে নিবে"। (মুসলিম ২৭৯)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

"তোমাদের কারোর পানপাত্রে কুকুর মুখস্থাপন করলে তাতে খাদ্য পানীয় যা কিছু রয়েছে উহার সবটুকুই ঢেলে দিবে। অতঃপর উহাকে সাতবার ধুয়ে নিবে"। (মুসলিম ২৭৯)

৩. প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত ও মৃত জন্তু:

উপরোক্ত বস্তুগুলো নাপাক। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾.

"আপনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে দিনঃ আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত বিধানের মধ্যে আহারকারীর উপর কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন পাইনি। তবে শুধু মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোস্ত যা হারাম করা হয়েছে। কেননা, তা নিশ্চিত নাপাক ও শরীয়ত গর্হিত বস্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে"। (আন্'আম : ১৪৫)

তবে মৃত মাছ ও পঙ্গপাল পবিত্র ও তা খাওয়া জায়েয।

'আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"আমাদের জন্য দু'টি মৃত জীব ও দু'ধরণের রক্ত হালাল করে দেয়া হয়েছে। মৃত দু'টি হচ্ছে; মাছ ও পঙ্গপাল এবং রক্তগুলো হচ্ছে ; কলিজা ও তিল্লী"। (ইব্নু মাজাহ ৩২৭৮, ৩৩৭৭)

এ ছাড়া সকল মৃত জীব নাপাক। তবে কোন মোসলমান সে কখনোই এমনভাবে নাপাক হতে পারে না যে নাপাকী দূরীকরণ কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।

আবূ হুরাইরাহ্ ও হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْـمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

"প্রকৃতপক্ষে মোসলমান কখনোই নাপাক হয় না"।

(বুখারী ২৮৩ মুসলিম ৩৭২)

যে জীবের রক্ত বহমান নয় সে ধরণের জীব প্রাণত্যাগ করলে তা নাপাক হয় না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِيْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً.

"তোমাদের কারোর খাদ্যপানীয়তে মাছি বসলে ওকে তাতে ডুবিয়ে অতঃপর উঠিয়ে নিবে। কারণ, তার একটি ডানায় রয়েছে রোগ এবং অপরটিতে রয়েছে উপশম"। (বুখারী ৩৩২০)

মৃত পশুর চামড়া সংক্রান্ত বিধান:

যে কোন মৃত পশুর চামড়া (যা জীবিতাবস্থায় যবাই করে খাওয়া হালাল) দাবাগত (শুকিয়ে বা কোন মেডিসিন ব্যবহার করে দূর্গন্ধমুক্ত করে নেয়া) করে নিলে তা পাক হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تُصُدِّقَ عَلَىْ مَوْلاَةٍ لِـمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ : هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

"মাইমুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর জনৈকা আযাদকৃত বান্দীকে একটি ছাগল ছাদকা দেয়া হলে তা মরে যায়। ইতোমধ্যে ছাগলটির পাশ দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা যদি এর চামড়া দাবাগত করে কাজে লাগাতে। সাহাবারা বললেন : ছাগলটি তো মৃত। তিনি বললেন : মৃত ছাগল খাওয়া হারাম। তবে তার চামড়া দাবাগত করে যে কোন কাজে লাগানো জায়েয"। (মুসলিম ৩৬৩ বুখারী,হাদীস ১৪৯২, ২২২১)

উম্মুল মু'মিনীন সাওদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا.

"আমাদের একটি ছাগল মরে গেলে ওর চামড়া দাবাগত করে আমরা একটি মশক বানিয়ে নিয়েছিলাম। যাতে আমরা নাবীয (খেজুর পানিতে ভিজিয়ে যা তৈরী করা হয়) তৈরী করতাম। এমনকি মশকটি পুরাতন হয়ে যায়"। (বুখারী,হাদীস ৬৬৮৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

"কোন কাঁচা চামড়া দাবাগত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়"।

(মুসলিম ৩৬৬)

উপরোক্ত হাদীসটি শূকর ব্যতীত যবেহ করে খাওয়া হালাল বা হারাম যে কোন ধরণের পশুর চামড়া দাবাগত করলে পবিত্র হয়ে যায় তা প্রমাণ করে।

তবে যে পশুরা নিজ শিকারকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে খায় ওদের চামড়া কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

আবূল্ মালীহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিঁড়ে-ফুঁড়ে খায় এমন পশুদের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেন"। (আবূ দাউদ,হাদীস ৪১৩২ তিরমিযী,হাদীস ১৭৭১)

মৃত পশুপাখির কেশর, পশম, পালক ইত্যাদি পবিত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ﴾.

"তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পশুদের পশম, লোম ও কেশ হতে ক্ষণকালের গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ"। (নাহ্ল : ৮০)

৪. বীর্যঃ

বীর্য বলতে উত্তেজনাসহ লিঙ্গাগ্র দিয়ে লাফিয়ে পড়া শুভ্র বর্ণের গাঢ় পানিকে বুঝানো হয়। তা নির্গত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। বীর্য পবিত্র বা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ; বীর্য পবিত্র। এতদ্সত্ত্বেও বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া এবং শুষ্ক হলে তা খুঁটিয়ে ফেলা মুস্তাহাব।

একদা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মেহমানখানায় জনৈক ব্যক্তি রাত্রিযাপন করলে তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। অতঃপর সে নিজের বীর্যযুক্ত পোশাক ধুয়ে ফেলে লজ্জা ও ঝামেলা বোধ করছিল। এমতাবস্থায় ব্যাপারটি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কর্ণগত হলে তিনি তাকে বললেন :

إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَرْكًا، فَيُصَلِّيْ فِيْهِ.

"তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যেখানে বীর্য দেখবে সে জায়গাটুকু ধুয়ে ফেলবে। আর বীর্য দেখা না গেলে সন্দেহজনক জায়গার আশপাশে পানি ছিঁটিয়ে দিবে। নিশ্চয়ই আমি রাসুল (ﷺ) এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরেই নামায পড়তে যেতেন। (মুসলিম ২৮৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَإِنِّيْ لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) يَابِسًا بِظُفُرِيْ.

"নিশ্চয়ই আমি রাসূল (ﷺ) এর কাপড় থেকে নিজের নখ দিয়ে শুষ্ক বীর্য খুঁটে ফেলতাম"। (মুসলিম ২৯০)

তিনি আরো বলেন :

كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ (ﷺ) فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِيْ ثَوْبِهِ.

"আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে নামায পড়তে যেতেন ; অথচ তাঁর কাপড়ে তখনো পানির দাগ পরিলক্ষিত হতো"। (বুখারী ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২)

৫. মযি :

মযি বলতে সঙ্গমচিন্তা বা উত্তেজনাকর যৌন মেলামেশার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানিকে বুঝানো হয়। তা অপবিত্র।

মযি বের হলে গোসল করতে হয় নাঃ

শরীরে কোন ধরনের যৌন উত্তেজনা অনুভব করলে লিঙ্গাগ্র দিয়ে অল্পসামান্য আঠালো পানি বের হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যে কোন সুস্থ পুরুষের পক্ষেই অসম্ভব। তাই ইসলামী শরীয়ত তা থেকে পবিত্রতার ব্যাপারে তেমন কোন কঠোরতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং কারোর মযি বের হলে শুধু লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ধুয়ে ওযু করে নিলেই চলবে। তবে শরীরের কোথাও লেগে গেলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার খুব মযি বের হতো। তবে আমি এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। কারণ, তাঁর কন্যা ফাতিমাহ্ আমার বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। তাই আমি মিক্দাদ বিন আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে জেনে নিতে অনুরোধ করলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন :

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ

"লিঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিবে"।

(বুখারী, হাদীস ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ মুসলিম, হাদীস ৩০৩)

অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ

"লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ধুয়ে নিবে এবং নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিবে"। (আবূদাউদ ২০৬, ২০৭, ২০৮)

লুঙ্গি, পাজামা ও প্যান্টের কোথাও মযি লেগে গেলে এক চিল্লু পানি হাতে নিয়ে সেখানে ছিঁটিয়ে দিলেই চলবে। তবে তা ধোয়াই সর্বোত্তম। কারণ, মযি তো নাপাকই। পাক তো আর নয়।

সাহ্‌ল বিন হুনাইফ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেনঃ

فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ.

"মযি কাপড়ে লেগে গেলে কি করতে হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : এক কোষ বা চিল্লু পানি নিয়ে কাপড়ের যেখানে মযি লেগেছে ছিঁটিয়ে দিবে। তাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে"।

(তিরমিযী ১১৫ আবূদাউদ ২১০)

উক্ত হাদীসে "নায্'হুন" শব্দটি হালকা ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। তাই ধোয়াই সর্বোত্তম।

৬. ওদিঃ

ওদি বলতে সাধারণত প্রস্রাবের আগে-পরে লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত শুভ্র বর্ণের গাঢ় ঘোলাটে পানিকেই বুঝানো হয়। তা থেকে পবিত্রতার জন্য লিঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিলেই চলবে। তবে শরীরের কোন জায়গায় ওদি লেগে গেলে তাও ধুয়ে নিতে হবে।

মনি, মযি ও ওদির মধ্যে পার্থক্যঃ

মযি হচ্ছে ; উত্তেজনার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানি। আর মনি হচ্ছে ; চরম উত্তেজনাসহ লিঙ্গাগ্র দিয়ে লাফিড়ে পড়া শুভ্র বর্ণের গাঢ় পানি। যা মানব সৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। এতে গোসল ফরয হয়। তেমনিভাবে ওদি হচ্ছে ; প্রস্রাবের আগে-পরে নির্গত শুভ্র বর্ণের ঘোলাটে পানি। এতে গোসল ফরয হয় না।

৭. মহিলাদের ঋতুস্রাবঃ

ঋতুস্রাব বলতে প্রতি মাসে মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত নিয়মিত স্বাভাবিক রক্তস্রাবকে বুঝানো হয়। তা কোন পোশাকে লেগে গেলে ঘষে-

মলে ধুয়ে নিলেই চলবে।

আস্‌মা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা জনৈকা মহিলা নবী (ﷺ) কে ঋতুস্রাব কলুষিত পোশাকের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন:

إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ.

"আমাদের কারো কারোর কাপড়ে কখনো কখনো ঋতুস্রাব লেগে যায়। তখন আমাদের করণীয় কি? তিনি বললেন : বস্ত্রখন্ডটি ঘষে-মলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে। অতঃপর তা পরেই নামায পড়তে পারবে"।

(বুখারী ২২৭, ৩০৭ মুসলিম ২৯১)

তবে যৎসামান্য হলে তা না ধুলেও কোন অসুবিধে নেই।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ ؛ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا.

"আমাদের কারোর একটিমাত্র কাপড় ছিল যা সে ঋতুকালেও পরতো। অতএব তাতে সামান্যটুকু রক্ত লেগে গেলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দিয়ে মলে নিতো"। (আবূ দাউদ ৩৫৮)

ঋতুবতী সংক্রান্ত কিছু মাস্‌আলা:

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা নিষেধ:

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা মারাত্মক গুনাহ্'র কাজ।

আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

"তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসেও লিপ্ত হবে না"। (বাকারাহ : ২২২)

তবে ঘটনাচক্রে এমতাবস্থায় কেউ সহবাস করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সন্তুষ্টির আশায় এক দিনার বা অর্ধ দিনার তাঁর রাস্তায় সাদাকা করে দিবে।

ইব্নি আব্বাস্ (রাযিয়ালাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ঋতুকালীন সহবাসকারী সম্পর্কে বলেন :

يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ.

"সে এক দিনার (সাড়ে চার মাশা পরিমাণ স্বর্ণ) বা অর্ধ দিনার সাদাকা করে দিবে"। (আবূদাউদ ২৬৪)

ঋতুবতী মহিলার সাথে মেলামেশা:

ঋতুবতী মহিলার সাথে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, মেলামেশা, চুমাচুমি, উত্তেজনাকর স্পর্শ বা জড়াজড়ি ইত্যাদি জায়েয।

মোট কথা, সহবাস ছাড়া যে কোন কাজ ঋতুবতী মহিলার সাথে জায়েয।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : ইহুদী সম্প্রদায় তাদের মধ্যে কোন মহিলা ঋতুবতী হলে তার সাথে খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা এমনকি একই ঘরে বসবাস করাও বন্ধ করে দিতো। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন :

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

"ঋতুবতীর সাথে সহবাস ছাড়া সব কাজই করতে পারো"।

(মুসলিম ৩০২)

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ

(ﷺ) يَمْلِكُ إِرْبَهُ .

"আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে এবং রাসূল (ﷺ) তার সাথে মেলামেশা করতে চাইলে ঋতুস্রাব চলমান থাকাবস্থায় তাকে মজবুত করে ইযার (নিম্নবসন) পরতে বলতেন। তখন তিনি তার সাথে মেলামেশা করতেন। আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন : তোমাদের কেউকি রাসূল (ﷺ) এর মতো নিজ যৌনতাড়নাকে সংবরণ করতে পারবে? অবশ্যই নয়"।

(বুখারী ৩০২, ৩০৩ মুসলিম ২৯৩, ২৯৪)

এতদসত্ত্বেও যখন রাসূল (ﷺ) এতো সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। সরাসরি তিনি স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করতে যান নি। তাহলে আমরা নিজের উপর কতটুকু ভরসা রাখতে পারবো তা আমরা ভালোভাবেই জানি।

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন :

نَاوِلِيْنِيْ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّيْ حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ.

"আমাকে মসজিদ থেকে বিছানাটা দাওতো। তিনি বলেন: আমি বললামঃ আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : স্রাব তো তোমার হাতে লেগে থাকে নি"। (মুসলিম ২৯৮)

'আয়শা (রাযিয়ালাহু আনহা) আরো বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

"রাসূল (ﷺ) আমার কোলে ভর দিয়ে কুর'আন শরীফ পড়তেন; অথচ আমি ঋতুবতী ছিলাম"। (বুখারী ২৯৭ মুসলিম ৩০১)

ঋতুবতী মহিলার কুর'আন পাঠ:

জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুর'আন শরীফ মুখস্থ তিলাওয়াত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোন হাদীস পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ﷺ) পেশাব করার সময় যখন জনৈক সাহাবি তাঁকে

সালাম দেন তখন তিনি ওযু না করে সালামের উত্তর দেয়া অপছন্দ করেন। এ থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, জুনুবী ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুর'আন তিলাওয়াত করা অবশ্যই অপছন্দনীয়।

মুহাজির বিন ক্বুনফুয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهُوَ يَبُوْلُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: إِنِّيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ -عَزَّوَجَلَّ- إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ.

"আমি নবী (ﷺ) এর নিকট আসলাম যখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। অতঃপর আমি রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিলে তিনি ওযু না করা পর্যন্ত অত্র সালামের উত্তর দেননি। এতদ্ কারণে তিনি আমার নিকট এ বলে কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, পবিত্র না হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়"। (আবূদাউদ ১৭ ইব্নু মাজাহ ২৮৫)

তবে কুর'আন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন যিকির করায় কোন অসুবিধে নেই। কেননা, 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : হজ্জ করতে গিয়ে আমি ঋতুবতী হয়ে গেলে রাসূল (ﷺ) আমাকে বললেন :

اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ

"তুমি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ ব্যতীত সব কাজই করতে পার যা হাজ্জী সাহেবানরা করে থাকেন। তবে তাওয়াফ করবে পবিত্র হয়ে"।

(বুখারী ২৯৪, ১৬৫০ মুসলিম ১২১১)

উম্মে 'আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

"রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা বয়স্কা, ঋতুবতী ও পর্দানশীন যুবতী মহিলারদেরকে নিয়ে দু' ঈদের নামাযে উপস্থিত হই। তবে ঋতুবতীরা নামাযে উপস্থিত হবে না। শুধু তারা

মোসলমানদের সাথে দো'আয় ও কল্যাণকর কাজে অংশ নিবে এবং সবার সাথে তাকবীর বলবে"। (বুখারী ৯৭৪ মুসলিম ৮৯০)

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা আলাহ্'র যিকিরে মগ্ন থাকতেন"।

(মুসলিম,হাদীস ৩৭৩)

উক্ত হাদীসগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে এ ব্যাপারটি সহজে উদঘাটিত হয় যে, জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলাদের জন্য সাধারণ যিকির করায় কোন অসুবিধে নেই। তবে কোন হাফিযা মহিলা যদি কুর'আন শরীফ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করে তা হলে সে মুখস্থ কুর'আন পড়তে ও কাউকে শুনাতে পারে।

ঋতুবতী মহিলার নামায -রোযাঃ

ঋতুবতী মহিলা ঋতু চলাকালীন সময় নামায-রোযা কিছুই আদায় করবে না। তবে যখন সে পবিত্র হবে তখন শুধু রোযাগুলো কাযা (নিদৃষ্ট সময়ে আদায় করতে না পারা কাজ পরবর্তী সময়ে হুবহু আদায় করা) করে নিবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মহিলাদের ধার্মিকতার ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"এমন নয় কি যে, মহিলাদের যখন ঋতুস্রাব হয় তখন তারা নামায-রোযা কিছুই আদায় করতে পারে না"। (বুখারী ৩০৪ মুসলিম ৭৯)

মু'আযা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ ঋতুবতী মহিলারা শুধু রোযা কাযা করবে, নামায কাযা করবে না এমন হবে কেন? তিনি বললেন : তুমি কি হারুরী তথা খারেজী মহিলা? (স্বভাবতঃ তারাই শরীয়তের ব্যাপারে এমন উদ্ভট প্রশ্ন করে থাকে) আমি বললামঃ আপনার ধারণা ঠিক নয়। তবে আমার শুধু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বলেন :

كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

"আমাদের ও এমন হতো। তবে আমাদেরকে রোযা কাযা করতে বলা হতো ; নামায নয়"। (মুসলিম ৩৩৫)

৮. লিকোরিয়া (সাদাস্রাব) :

লিকোরিয়া বলতে রোগবশত মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত সাদা স্রাবকে বুঝানো হয়।

লিকোরিয়ায় গোসল ফরয হয় নাঃ

মহিলাদের লিকোরিয়া হলে গোসল করতে হবে না। তবে তা নাপাক ও ওযু বিনষ্টকারী। তাই তা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে ধুয়ে নিতে হবে এবং ওযু করে নিয়মিত নামায আদায় করতে হবে।

৯. ইস্তিহাযা :

ইস্তিহাযা বলতে হলদে বা মাটিবর্ণ রক্তস্রাবকে বুঝানো হয় যা রোগবশত ঋতুকাল ছাড়া অন্য সময়ে মহিলাদের যোনিদ্বার দিয়ে নির্গত হয়।

ইস্তিহাযা সংক্রান্ত মাস্আলাসমূহঃ

মূলতঃ ইস্তিহাযা এক প্রকার ব্যাধি। তা চলাকালীন নামায বন্ধ রাখা যাবে না।

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : ফাতিমা বিন্ত আবূ 'হুবাইশ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) একদা নবী (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেন :

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ، ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .

"হে রাসুল! সর্বদা আমার স্রাব লেগেই আছে। কখনো পবিত্র হতে পারছিনে। তাই বলে আমি নামায পড়া বন্ধ রাখবো কি? তিনি বললেন : না, নামায পড়া বন্ধ রাখবে না। এ হচ্ছে রোগ যা কোন নাড়ি বা শিরা থেকে বের হচ্ছে। এটা ঋতুস্রাব নয়। তাই যখন ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন নামায পড়া বন্ধ রাখবে। আর যখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঋতুস্রাব শেষ হয়ে যাবে তখন স্রাব পরিষ্কার করে নামায পড়বে। তবে প্রতি ওয়াক্ত

নামাযের জন্য নুতন ওযু করবে”।

(বুখারী ২২৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৫ মুসলিম ৩৩৩)

উক্ত হাদীস থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, মুস্তাহাযা মহিলা পবিত্র মহিলাদের ন্যায়। তবে মুস্তাহাযা মহিলা প্রতি বেলা নামাযের জন্য শুধু নুতন ওযু করবে।

জানা থাকা প্রয়োজন যে, ঋতুস্রাবের রক্ত দুর্গন্ধময় গাঢ় কালো এবং ইস্তিহাযার রক্ত মাটিয়া হলদে।

ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি মুস্তাহাযা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন :

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ ؛ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

“ঋতুস্রাবের রং কালো পরিচিত। যখন তা দেখতে পাবে নামায পড়া বন্ধ রাখবে। তবে অন্য কোন রং দেখা গেলে ওযু করে নামায আদায় করবে। কারণ, তা হচ্ছে ব্যাধি”। (আবূদাউদ,হাদীস ২৮৬)

উম্মে ‘আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

“আমরা নবীযুগে পবিত্রতার পর হলদে বা মাটিয়া স্রাবকে ঋতুস্রাব মনে করতাম না”। (আবূদাউদ ৩০৭ ইবনি মাযাহ ৬৫৩)

১০. নিফাস:

সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব কে আরবীতে নিফাস বলা হয়। পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিফাস ও ঋতুস্রাবের বিধান এক ও অভিন্ন।

নিফাস সংক্রান্ত বিধানঃ

নিফাসের সর্বশেষ সময় চল্লিশ দিন। এর চাইতে কম ও হতে পারে। যখনই স্রাব বন্ধ হবে গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। স্রাব নির্গমন চল্লিশ দিনের বেশী চালু থাকলে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য করা হবে। তখন প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নুতন ওযু করে নামায পড়বে।

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

"নিফাসী মহিলারা রাসূল (ﷺ) এর যুগে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায-রোযা বন্ধ রাখতো। এ ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধানে ঋতুবতী ও নিফাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই"।

(আবূদাউদ ৩১১ তিরমিযী ১৩৯ ইবনি মাযাহ ৬৫৪)

১১. জাল্লালা (মল ভক্ষণকারী পশু):

জাল্লালা বলতে মানবমল ভক্ষণকারী সকল পশুকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় পশু অপবিত্র। তবে এ জাতীয় পশুকে যখন অতটুকু সময় বেঁধে রাখা হবে যাতে ওদের মাংস ও দুধ থেকে নাপাকীর দুর্গন্ধ চলে যায় তখন ওদের মাংস ও দুধ খাওয়া যাবে। নতুবা নয়।

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) عَنْ لُحُوْمِ الْـجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

"রাসূল (ﷺ) মলভক্ষণকারী পশুর গোস্ত ও দুধ খেতে নিষেধ করেছেন"। (আবূ দাউদ ৩৭৮৫, ৩৭৮৬ তিরমিযী ১৮২৪ ইবনু মাজাহ ৩২৪৯)

আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন :

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) عَنِ الْـجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.

"রাসূল (ﷺ) মলভক্ষণকারী উটের পিঠে চড়তে ও উহার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন"। (আবূ দাউদ ৩৭৮৭)

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত:

كَانَ ﷺ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلاَّلَةَ ثَلاَثًا.

"তিনি মলভক্ষণকারী মুরগীকে (গোস্ত খেতে ইচ্ছে করলে) তিন দিন বেঁধে রাখতেন"। (ইবনু আবী শায়বাহ ২৫০৫)

১২. ইঁদুরঃ

ইঁদুর অপবিত্র। অতএব জমাট বাঁধা কোন খাদ্যে ইঁদুর পতিত হলে ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী খাদ্য ফেলে দিবে। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য খাওয়া যাবে। মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইঁদুর পড়া ঘিয়ের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

أَلْقُوْهَا وَمَاحَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ.

"ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী ঘিটুকু ফেলে দিয়ে বাকি অংশটুকু খেতে পারবে"। (বুখারী ২৩৫, ২৩৬, ৫৫৩৮, ৫৫৩৯, ৫৫৪০)

অন্যদিকে ইঁদুর যদি তরল খাদ্য বা পানীয়তে পতিত হয় তা হলে দেখতে হবে ; যদি পূর্বের ন্যায় ইঁদুর ও উহার পার্শ্ববর্তী খাদ্য ও পানীয়টুকু ফেলে দেয়া সম্ভব হয় যাতে অন্য অংশটুকুর স্বাদে, গন্ধে বা রংয়ে ইঁদুরের কোন আলামত অনুভূত না হয় তা হলে তা পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নয়। খাদ্য-পানীয়তে এ ছাড়া অন্য কোন নাপাকী পড়লেও তাতে একই বিধান কার্যকর হবে।

১৩. গোশ্ত খাওয়া হারাম এমন যে কোন পশুর মল-মূত্রঃ

গোস্ত খাওয়া হারাম এমন যে কোন পশুর মল-মূত্র নাপাক।

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَى النَّبِيُّ (ﷺ) الْغَائِطَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে আমাকে তিনটি ঢিলা উপস্থিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমি দু'টি ডেলার ব্যবস্থা করলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তৃতীয়টি জোটাতে পারিনি। অতএব আমি একটি গাধার মল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে উপস্থিত করলে তিনি অপর দু'টি ঢেলা নিয়ে সেটি ফেলে দিলেন এবং বললেন : এটি অপবিত্র"।

(বুখারী ১৫৬)

তবে গোস্ত খাওয়া হালাল এমন সকল পশুর মল-মূত্র পবিত্র।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা উক্বল বা 'উরাইনাহ্ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূল (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলে হঠাৎ তারা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। তখন রাসূল (ﷺ) তাদেরকে বললেন :

إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوْا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا.

"তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরা সাদাকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পার"। (বুখারী ২৩৩ মুসলিম ১৬৭১)

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصَلِّيْ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

"নবী (ﷺ) মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ছাগল রাখার জায়গায় নামায পড়তেন"। (বুখারী ২৩৪ মুসলিম ৫২৪)

১৪. মদঃ

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মদ অপবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾.

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি এবং লটারীর তীর এসব অপবিত্র। শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং তোমরা এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকবে। তা হলে তোমরা সফলকাম হবে"। (মায়িদাহ্ : ৯০)

নামাযী ব্যক্তির নাপাকী থেকে পবিত্রতা:

যদি কোন নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে বা পরে নিজ কাপড়ে, শরীরে বা নামাযের স্থানে নাপাকী আছে বলে অবগত হয় তখন তা তিনের এক অবস্থা থেকে খালি হবে নাঃ

ক. নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যেই নাপাকী সম্পর্কে অবগত হয় এবং তা তখনই দূরীকরণ সম্ভবপর হয়। যেমনঃ কোন একটি কাপড়খন্ডে নাপাকী রয়েছে এবং সতর খোলা ছাড়াই তা ফেলে দেয়া সম্ভব তা হলে তখনই তা ফেলে দিবে। এতেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

খ. আর যদি নামাযের মধ্যেই তা দূরীকরণ সম্ভবপর না হয়। যেমনঃ কাপড়ের মধ্যেই নাপাকী রয়েছে তবে তা ফেলে দিলে সতর খুলে যাবে অথবা নাপাকী শরীরে রয়েছে যা দূর করতে গেলে সতর খুলতে হবে। এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে নাপাকী দূর করবে এবং পুনরায় নামায আদায় করে নিবে।

গ. আর যদি নামাযশেষে অবগত হয় যে, নামাযরত অবস্থায় তার শরীরে, কাপড়ে বা নামাযের স্থানে নাপাকী ছিল তা হলে তার আদায়কৃত নামায সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ তিনি নিজ জুতোদ্বয় পা থেকে খুলে নিজের বাম পার্শ্বে রাখলেন। তা দেখে সাহাবাগণও নিজ নিজ জুতোগুলো পা থেকে খুলে ফেললেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযশেষে সাহাবাগণকে বললেন :

مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ.

"তোমাদের কি হল? তোমরা জুতোগুলো খুলে ফেললে কেন? সাহাবাগণ বললেন: আপনাকে জুতো খুলতে দেখে আমরাও তা খুলে ফেললাম। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ: أَذًى، فَأَلْقَيْتُهُمَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِيْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيْهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

"জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, জুতোদ্বয়ে নাপাকী রয়েছে। তাই আমি জুতোদ্বয় খুলে ফেললাম। অতএব তোমাদের কেউ মসজিদে আসলে নিজ জুতোদ্বয় ভালভাবে দেখে নিবে। যদি তাতে নাপাকী পরিলক্ষিত হয় তা হলে তা মুছে ফেলে তাতেই নামায পড়বে"।

(আবূ দাউদ ৬৫০)

তবে কোন ব্যক্তি যদি নামাযশেষে জানতে পারে যে, সে ওযু বা ফরয গোসল বিহীন নামায পড়েছে তা হলে তার নামায কখনো শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে ওযু বা ফরয গোসল সেরে নামায পড়ে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

"পবিত্রতা বিহীন কোন নামাযই কবুল করা হয় না"। (মুসলিম ২২৪)

পবিত্রতা সংক্রান্ত বিশেষ সূত্রঃ

যে কোন বস্তুর মৌল প্রকৃতি হচ্ছে ; পবিত্রতা ও এর ভোজন-ব্যবহার জায়েয হওয়া যতক্ষণ না এর বিপরীত শরয়ী কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যায়। অতএব উক্ত সূত্রানুসারে যদি কোন মুসলমান কোন কাপড়, পানি ও স্থানের পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ করে তা হলে তা পবিত্র বলেই গণ্য হবে। তেমনিভাবে উক্ত সূত্রানুযায়ী যে কোন থালা-বাসনে পানাহার জায়েয। তবে স্বর্ণরৌপ্য দিয়ে তৈরী থালা-বাসনে পানাহার জায়েয নয়।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَشْرِبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ.

"তোমরা স্বর্ণরৌপ্য দিয়ে তৈরী থালা-বাসনে পানাহার করবে না। কারণ, সেগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য আর পরকালে আমাদের জন্য"।

(বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩ মুসলিম ২০৬৭)

সন্দেহ ঝেড়ে মুছে নিশ্চিত অতীতের দিকে প্রত্যাবর্তনঃ

আরেকটি সূত্র হচ্ছে; সন্দেহ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত অতীতাবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া। যেমনঃ কেউ ইতিপূর্বে পবিত্রতা অর্জন করেছে বলে নিশ্চিত। তবে বর্তমানে সে পবিত্র কি না এ ব্যাপারে সন্দিহান তা হলে সে উক্ত সূত্রানুযায়ী পবিত্র বলেই গণ্য। তেমনিভাবে কেউ যদি নিজের অপবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত। তবে কিছুক্ষণ পর সে নিজকে পবিত্র বলে সন্দেহ করছে তা হলে সে উক্ত সূত্রানুসারে অপবিত্র বলেই গণ্য হবে।

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি সর্বদা নামাযরত অবস্থায় ওযু নষ্ট হয়েছে বলে সন্দেহ করে থাকে অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন :

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

"নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ুনির্গমনধ্বনি শুনতে পায় অথবা দুর্গন্ধ অনুভব করে"। (বুখারী ১৩৭ মুসলিম ৩৬১)

কোন জিনিসে নাপাকী লেগে গেলে নাপাকী দূর হয়েছে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত ধুতে হবে। তবে নাপাকীর কোন দাগ থেকে গেলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। খাওলা বিন্ত ইয়াসার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি বললামঃ হে রাসূল! ঋতুস্রাব কলুষিত কাপড় ধোয়ার পরও দাগ থেকে যায় তখন কি করতে হবে? তিনি বললেন :

يَكْفِيْكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

"ঋতুস্রাবের রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। দাগ থেকে গেলে তাতে কোন অসুবিধে নেই"। (আবূ দাউদ ৩৬৫)

বিড়ালে মুখ দেয়া থালা-বাসনঃ

বিড়াল কোন থালা-বাসনে মুখ দিলে তা অপবিত্র হয় না।

আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"বিড়াল নাপাক নয়। কারণ, বিড়াল-বিড়ালী তোমাদের আশেপাশেই থাকে। ওদের নাগাল থেকে বাঁচা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়"। (আবূদাউদ ৭৫ তিরমিযী ৯২)

সুনানুল্ ফিত্বরাহ্ (প্রকৃতি সম্মত ক্রিয়াকলাপ):

এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিসম্মত এবং সকল নবীদের নিকট তা ছিল পছন্দনীয়। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. খাৎনা বা মুসলমানি করাঃ

খাৎনা বলতে পুরুষের লিঙ্গাগ্র ঢেকে রাখে এমন ত্বক ছেদনকেই বুঝানো হয়। তাতে পুরো লিঙ্গাগ্রটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তা পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

নবী (ﷺ) জনৈক নবমুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

"কুফুরীর কেশ ফেলে দিয়ে খাৎনা করে নাও"। (আবূ দাউদ ৩৫৬)

এ কারণেই ইব্রাহীম عليه السلام আশি বছর বয়সে নিজ খাৎনাকর্ম সম্পাদন করেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ.

"ইব্রাহীম عليه السلام আশি বছর বয়সে কুড়াল দিয়ে নিজ খাৎনাকর্ম সম্পাদন করেন"। (বুখারী ৩৩৫৬, ৬২৯৮ মুসলিম ২৩৭০)

ইসলামী শরীয়তে মহিলাদের খাৎনারও বিধান রয়েছে। তবে তা তাদের জন্য মুস্তাহাব। মহিলাদের খাৎনা বলতে ভগাঙ্কুরের উপরিভাগ একটুখানি কেটে দেয়াকেই বুঝানো হয়।

উম্মে 'আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : জনৈকা মহিলা মদীনা শহরে মেয়েদের খৎনা করাতো। নবী (ﷺ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لاَ تُنْهِكِيْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.

"ভগাঙ্কুরাগ্র একটুকরে কেটে দিবে। বেশী নয়। কারণ, ভগাঙ্কুরটি মহিলাদের জন্য আনন্দদায়ক ও সুখকর এবং স্বামীর নিকট অধিক পছন্দনীয়"। (আবূ দাউদ ৫২৭১)

১. নাভির নিম্নাংশের লোম মুণ্ডন।

২. বগলের লোম ছেঁড়া।

৩. নখ কাটা।

৪. মোচ কাটা:

মোছ কাটা ওয়াজিব।

যায়েদ বিন আর্ক্বাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে মোছ কাটবে না সে আমার উম্মত নয়"।

(তিরমিযী ২৭৬১ নাসায়ী ১৩)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন :

اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوْا اللِّحَى.

"তোমরা মোছ এমনভাবে ছোট করবে যাতে ত্বকের রং পরিলক্ষিত হয় এবং দাড়ি লম্বা কর"। (বুখারী ৫৮৯৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.

"পাঁচটি বস্তু প্রকৃতিসম্মতঃ খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম মুণ্ডন, বগলের নিচের লোম ছেঁড়া, নখ ও মোচ কাটা"।

(বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭ মুসলিম ২৫৭ তিরমিযী ২৭৫৬ নাসায়ী ৯, ১০, ১১ ইবনু মাজাহ ২৯৪)

উক্ত কাজগুলো সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মধ্যেই সম্পাদন করতে হবে।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةٍ.

"মোছ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম ছেঁড়া ও নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডনের ব্যাপারে আমাদেরকে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যেন আমরা চল্লিশ দিনের বেশি এ কর্মগুলো সম্পাদন থেকে বিরত না থাকি"।

(মুসলিম ২৫৮ তিরমিযী ২৭৫৮, ২৭৫৯ ইবনু মাজাহ ২৯৭)

৫. দাড়ি লম্বা করা:

দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

خَالِفُوْا الْـمُشْرِكِيْنَ : وَفِّرُوْا اللِّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ.

"তোমরা আচার-আচরণে মুশরিকদের বিরোধিতা কর। অতএব তোমরা দাড়ি লম্বা কর এবং মোছ এতটুকু ছোট কর যাতে ত্বকের রং পরিলক্ষিত হয়"। (বুখারী ৫৮৯২ মুসলিম ২৫৯)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন :

أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوْا اللِّحَى.

"তোমরা মোছকে গোড়া থেকেই কেটে ফেল এবং দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও"। (মুসলিম ২৫৯ তিরমিযী ২৭৬৩, ২৭৬৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوْا اللِّحَى، خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ.

"তোমরা মোছ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর। তাতে অগ্নিপূজকদের সাথে বিরোধিতা সাধিত হবে"। (মুসলিম ২৬০)

রাসূল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেনঃ

خَالِفُوْا الْـمُشْرِكِيْنَ : أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوْا اللِّحَى.

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। অতএব মোছ মূল থেকে কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর"। (মুসলিম ২৫৯)

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূল (ﷺ) চার চার বার চার ধরণের শব্দ দিয়ে দাড়ি লম্বা করার আদেশ দিয়েছেন। এ থেকে ইসলামে দাড়ির কতটুকু গুরুত্ব তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

৬. মিসওয়াক করা:

সর্বদা মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"মিসওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি প্রাপ্তির একটি বিশেষ মাধ্যম"। (নাসায়ী ৫)

মিসওয়াক করার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সময় :

(ক) ঘুম থেকে জেগে:

ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করতেন"।

(বুখারী ২৪৫ মুসলিম ২৫৫)

(খ) প্রত্যেক ওযুর সময়:

প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

"আমার উম্মতের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম"। (মালিক ১১৫ আহমাদ ৪০০, ৪৬০)

(গ) প্রত্যেক নামাযের সময়:

প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"আমার উম্মত বা সকলের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম"। (বুখারী ৮৮৭ মুসলিম ২৫২আবূ দাউদ ৪৬, ৪৭)

(ঘ) ঘরে ঢুকার সময়:

ঘরে বা মাসজিদে ঢুকার সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ(ﷺ) إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

"রাসূল (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করেই মিসওয়াক করা আরম্ভ করতেন"। (মুসলিম ২৫৩ আবূ দাউদ ৫১)

(ঙ) মুখ দুর্গন্ধ, রুচি পরিবর্তন কিংবা দীর্ঘকাল পানাহারবশত দাঁত হলুদবর্ণ হলে:

উক্ত মুহূর্তগুলোতে মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কারণ, মিসওয়াকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ; মুখগহ্বরকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখা। তেমনিভাবে যদি ঘুম থেকে জাগার পর মিসওয়াক করতে হয় তাহলে এ মুহূর্তগুলোতেও মিসওয়াক করা অবশ্যই কর্তব্য।

(চ) কুর'আন মাজীদ পড়ার সময়:

কোর'আন মাজীদ পড়ার সময়ও মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَامَ الْـمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ – أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا – حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِيْ جَوْفِ الْـمَلَكِ، فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

"বান্দাহ্ যখন মিসওয়াক করে নামাযে দাঁড়ায় তখন একজন ফিরিস্তা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাআত শ্রবণ করতে থাকে। এমনকি ফিরিস্তাটি নামাযীর খুব নিকটে গিয়ে নিজ মুখ নামাযীর মুখে রাখে। তাতে করে নামাযীর মুখ থেকে কুর'আনের কোন অক্ষর বেরুতেই তা ফিরিস্তার পেটে চলে যায়। তাই তোমরা কুর'আন পাঠের উদ্দেশ্যে নিজ মুখগহ্বর পরিচ্ছন্ন কর"। (সাহীহুত্ তারগীব ২১৫ সিলসিলা সাহীহা ১২১৩)

জিহ্বার উপর মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَيْنَا رَسُوْلَ الله (ﷺ) نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ.

"আমরা কিছু সংখ্যক সাহাবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যুদ্ধারোহণ চাওয়ার জন্যে উপস্থিত হলাম। তখন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিহ্বার উপর মিসওয়াক করতে দেখেছি"। (মুসলিম ২৫৪ আবূ দাউদ ৪৯)

মিসওয়াক ডান দিক থেকে করা মুস্তাহাব।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতার্জন তথা সর্ব ব্যাপারই"। (বুখারী ১৬৮ মুসলিম ২৬৮)

মিসওয়াক করার পর মিসওয়াকটি ধুয়ে নিতে হয়।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ نَبِيُّ الله (ﷺ) يَسْتَاكُ، فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিসওয়াক করে মিসওয়াকটি আমাকে ধোয়ার জন্য দিতেন। কিন্তু আমি মিসওয়াকটি না ধুয়ে বরং তা দিয়ে মিসওয়াক করতাম। পরিশেষে মিসওয়াকটি ধুয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ফেরত দিতাম"। (আবূ দাউদ ৫২)

উপরন্তু এ হাদীস থেকে একে অপরের মিসওয়াক ধোয়া ছাড়াই ব্যবহার করতে পারে বুঝা যায়।

(৭) আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলো ভালভাবে ধৌত করা:

আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলোর উপর ও ভেতর উভয় দিক ভালভাবে ধুয়ে নিতে হয়। তেমনিভাবে কানের ভাঁজ তথা শরীরের যে কোন স্থানে ময়লা জমে গেলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

১. ওযুর সময় নাকে পানি ব্যবহার করা।

২. ইস্তিঞ্জা করা।

উপরোক্ত সবগুলো বিষয় একই সাথে একই হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ الْمُضْمَضَةَ.

"দশটি কাজ স্বভাব ও প্রকৃতিসম্মতঃ মোছ কাটা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, ওযুর সময় নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের সন্ধিস্থলগুলো ধৌত করা, বগলের লোম ছিঁড়ে ফেলা, নাভিনিম্ন লোম মুণ্ডন ও ইস্তিঞ্জা করা। হাদীস বর্ণনাকারী যাকারিয়া বলেন : ঊর্ধ্বতন হাদীস বর্ণনাকারী মুস'আব বলেছেনঃ আমি দশম কর্মটি স্মরণ করতে পারছিনে। সম্ভবত দশম কর্মটি কুল্লি করা"।

(মুসলিম ২৬১ আবূ দাউদ ৫৩ তিরমিযী ২৭৫৭ ইবনু মাজাহ ২৯৫)

ফিত্রাত বা প্রকৃতির প্রকারভেদ:

ফিত্রাত দু'প্রকারঃ

১. হৃদয়গত:

হৃদয়গত ফিত্রাত বলতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়, ভালবাসা এবং তাঁকে তিনি ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেয়াকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় ফিত্রাত অন্তরাত্মা ও রূহ্কে নির্মল এবং বিশুদ্ধ করে তোলে।

৩. শরীরগত:

শরীরগত ফিত্রাত বলতে উপরোক্ত দশটি বিষয় তথা এ জাতীয় সকল প্রকৃতিসম্মত কর্মকে বুঝানো হয়। এ জাতীয় ফিত্রাত শরীরকে পাক ও পরিচ্ছন্ন করে। তবে উভয় ফিত্রাত একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক।

ঘুম থেকে জেগে যা করতে হয়ঃ

৪. উভয় হাত তিনবার ধোয়াঃ

ঘুম থেকে জেগেই প্রথমে উভয় হাত তিন বার ধুয়ে নিতে হয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

"তোমাদের কেউ যেন ঘুম থেকে জেগেই তার হাত খানা তিনবার না ধুয়ে কোন পানি ভর্তি পাত্রে প্রবেশ না করায়। কারণ, সে তো আর জানে না রাত্রি বেলায় তার হাত খানা কোথায় ছিলো"।

(বুখারী ১৬২ মুসলিম ২৭৮)

৫. তিনবার নাক পরিষ্কার করাঃ

ঘুম থেকে জেগে দ্বিতীয়তঃ যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে ; তিন বার ভালভাবে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ.

"তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে যেন তিন বার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ, শয়তান নাকের বাঁশিতে রাত্রিযাপন করে"।

(বুখারী ৩২৯৫ মুসলিম ২৩৮)

ওযুঃ

ওযু বলতে ছোট নাপাকী যেমনঃ মল-মূত্র ও বায়ুত্যাগ, গভীর নিদ্রা, উটের গোস্ত ভক্ষণ ইত্যাদির পর পবিত্রতার্জনের অনিবার্য পন্থাকে বুঝানো হয়।

কি জন্য ওযু করতে হয়ঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে তিনটি কর্ম যথারীতি সম্পাদনের জন্যই ওযু করতে হয়।

১. যে কোন ধরণের নামায আদায়ের জন্যঃ

ফরয, নফল তথা যে কোন ধরণের নামায আদায়ের জন্য ওযু করতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে (অথচ তোমাদের ওযু নেই) তখন তোমরা তোমাদের সমস্ত মুখমণ্ডল এবং হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। আর মাথা মাস্হ করবে ও পাগুলো টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে"। (মায়িদাহ : ৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"তোমাদের মধ্যকার কোন ওযুহীন ব্যক্তির নামায গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ না সে ওযু করে"। (বুখারী ১৩৫ মুসলিম ২২৫ আবূ দাউদ ৬০)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন :

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

"পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামায কবুল করা হবে না। তেমনিভাবে আত্মসাৎ করা গনিমতের মাল থেকে কোন সাদাকা গ্রাহ্য হবে না"। (মুসলিম ২২৪ আবূ দাউদ ৫৯ ইবনু মাজাহ ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

"পবিত্রতা নামাযের চাবি তথা পূর্বশর্ত। তাকবীর নামাযের ভেতর নামাযভিন্ন অন্য কর্ম হারামকারী এবং সালাম নামাযশেষে নামাযীর জন্য সকল হারামকৃত কর্ম হালালকারী"।

(তিরমিযী ৩ আবূ দাউদ ৬১ ইবনু মাজাহ ২৭৬, ২৭৭)

২. কা'বা শরীফ তাওয়াফের জন্য:

কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য পবিত্রতা আবশ্যক।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা নামায পড়ার ন্যায়। তবে তাওয়াফের সময় কথা বলা যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ এ সময় কথা বললে সে যেন কল্যাণমূলক কথাই বলে"। (তিরমিযী ৯৬০ নাসায়ী ২৯২৫, ২৯২৬)

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : হজ্জের সময় আমার ঋতুস্রাব হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِيْ مَايَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

"এটি তোমার হস্তার্জিত কিছু নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য একান্ত অবধারিত। তাই হাজ্জী সাহেবানরা যা করেন তুমিও তাই করবে। তবে তাওয়াফ করবে না যতক্ষণ না তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাও"। (বুখারী ৩০৫ মুসলিম ১২১১)

উক্ত হাদীস তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা অনিবার্য হওয়াকে বুঝায়। বড় পবিত্রতার প্রয়োজন হলে তো তা অবশ্যই করতে হবে। নতুবা ছোট পবিত্রতাই তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট।

২. কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য:

কোরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্যও পবিত্রতা আবশ্যক।

'আমর বিন 'হাযম, 'হাকিম বিন 'হিযাম ও আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কোরআন স্পর্শ না করে"।

(মালিক ১ দারুকুত্নী ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩)

ওযুর ফযীলত:

ওযুর ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে উহার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

ক. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوْءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

"কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতের ওযুর স্থানগুলো দীপ্তিমান ও শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিবে। তাই তোমাদের কেউ নিজ ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে"। (বুখারী ১৩৬ মুসলিম ২৪৬)

খ. 'উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি উপস্থিত সকলকে ভালরূপে ওযু দেখিয়ে বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে এমনিভাবে ওযু করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন : রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحْدِثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন"। (বুখারী ১৫৯, ১৬৪ মুসলিম ২২৬)

গ. 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، فَيُصَلِّيْ صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَاللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا.

"কোন মুসলিম ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে নামায আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে নামায ও পরবর্তী নামাযের মধ্যকার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিবেন"। (মুসলিম ২২৭)

ঘ. 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

"যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন ফরয নামাযের সময় ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে রুকু-সিজদাহ্ ঠিকঠিকভাবে আদায় করে নামাযটি সম্পন্ন করে তখন অত্র নামাযটি তার অতীত সকল গুনাহ্'র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়। যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহ্ (বড় পাপ) না করে। আর এ নিয়মটি আজীবন কার্যকর হবে"। (মুসলিম ২২৮)

ঙ. 'উক্ববা বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"যখন কোন মুসলমান ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু' রাক্'আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়"। (মুসলিম ২৩৪)

চ. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِالْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

"যখন কোন মুসলিম বা মু'মিন ব্যক্তি ওযু করে তখন তার মুখমণ্ডল ধোয়ার

সাথেসাথেই চোখ দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে দু'হাত ধুয়ে ফেলে তখন উভয় হাত দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে দু'পা ধুয়ে ফেলে তখন পা দ্বারা কৃত সকল গুনাহ্ পানি বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। অতএব ওযুশেষে সে ব্যক্তি সকল পাপপঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে যায়"। (মুসলিম ২৪৪, ৮৩২)

ছ. 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

"যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে তার সকল গুনাহ্ শরীর থেকে বের হয়ে যায় এমনকি তার নখের নীচ থেকেও"। (মুসলিম ২৪৫)

জ. 'আমর বিন আবাসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لله، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"যখন তোমাদের কেউ ওযুর পানি হাতে নিয়ে কুলি করে, নাকে পানি দেয় ও নাক ঝেড়ে নেয় তখন তার মুখমণ্ডল, মুখগহ্বর ও নাসিকাছিদ্র থেকে সকল গুনাহ্ ঝরে পড়ে। আর যখন সে নিয়মানুযায়ী মুখমণ্ডল ধৌত করে

তখন তার মুখমণ্ডলের সকল গুনাহ্ দাড়ির অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। আর যখন সে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করে তখন তার উভয় হাতের গুনাহ্গুলো আঙ্গুলাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। আর যখন সে মাথা মাস্হ করে তখন তার মাথার গুনাহ্গুলো কেশাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। অনন্তর যখন সে পদযুগল উপরের গ্রন্থিসহ ধৌত করে তখন তার উভয় পায়ের গুনাহ্গুলো আঙ্গুলাগ্র দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর সে যখন নামায পড়ে আল্লাহ্'র প্রশংসা, গুণকীর্তন ও কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে তখন সে সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়ে যায় যেমনিভাবে সে পাপমুক্ত ছিল জন্মলগ্নে"। (মুসলিম ৮৩২)

ঝ. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

"আমি তোমাদেরকে এমন কিছু 'আমলের সংবাদ দেবো কি? যা সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। সাহাবাগণ বললেন : হাঁ, হে আল্লাহ্'র রাসুল! উত্তরে তিনি বললেন : কষ্টের সময় ওযুর অঙ্গগুলো ভালভাবে ধৌত করবে, মসজিদের প্রতি অধিক পদক্ষেপণ করবে এবং এক নামায শেষে অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। পরিশেষে তিনি বলেন : তোমরা উপরোক্ত কর্মগুলো করতে কখনো ভুলো না। তোমরা উপরোক্ত কর্মগুলো করতে কখনো ভুলো না"। (মুসলিম ২৫১ তিরমিযী ৫১ ইব্নু মাজাহ ৪৩৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে ওযু করতেনঃ

১. ওযুর শুরুতে নিয়্যাত করতেন।

নিয়্যাত বলতে কোন কর্ম সম্পাদনের দৃঢ় মনোপ্রতিজ্ঞাকে বুঝানো হয়।

তা মুখে উচ্চারণ করার কিছু নয়। যে কোন পুণ্যময় কর্ম সম্পাদনের পূর্বে নিয়্যাত আবশ্যক। নিয়্যাত ব্যতীত কোন পুণ্যময় কর্ম আল্লাহ্'র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এবং নিয়্যাতের উপরই প্রতিটি কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল। ভালয় ভাল মন্দে মন্দ।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"প্রতিটি কর্ম নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজ্‌রত (নিজ আবাসভূমি ত্যাগ) করে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজ্‌রত করেছে"। (বুখারী ১ মুসলিম ১৯০৭)

২. "বিস্‌মিল্লাহ্" পড়ে ওযু শুরু করতেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

"আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ তথা বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া ব্যতিরেকে ওযু করা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না"। (তিরমিযী ২৫ আবূ দাউদ ১০১ নাসায়ী ৭৮ ইবনু মাজাহ ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬)

৩. ডান দিক থেকে ওযু শুরু করতেন।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"নবী (ﷺ) সর্ব কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন তথা সর্ব ব্যাপারই"। (বুখারী ১৬৮ মুসলিম ২৬৮)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ

"যখন তোমরা ওযু করবে তখন তা ডান দিক থেকে শুরু করবে"।

(ইবনু মাজাহ ৪০৮)

৪. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন।

হুম্‌রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَفْرَغَ عُثْمَانُ (ﷺ) عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا.

"উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়েছেন"। (বুখারী ১৫৯, ১৬৪ মুসলিম ২২৬)

৫. হাত ও পদযুগল ধোয়ার সময় আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে মলে নিতেন।

লাক্বীত বিন সাবিরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ

"আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো মলে নাও"।

(আবূ দাউদ ১৪২ তিরমিযী ৩৮ ইবনু মাজাহ ৪৫৪)

মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.

"আমি রাসূল (ﷺ) কে ওযু করার সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়ে দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করতে দেখেছি"।

(আবূ দাউদ ১৪৮ তিরমিযী ৪০ ইবনু মাজাহ ৪৫২)

৬. এক বা তিন চিল্লু (করতলভর্তি পরিমাণ) পানি ডান হাতে নিয়ে তিন তিন বার একই সাথে কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে নাকের ছিদ্রদ্বয় ভালভাবে ঝেড়ে নিতেন।

'আমর বিন আবূ হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَضْمَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيْ

رِوَايَةٍ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ .

"আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) এক বা তিন করতলভর্তি পানি দিয়ে একইসাথে তিন বার কুল্লি ও নাক পরিষ্কার করেছেন"। (বুখারী ১৮৬, ১৯১, ১৯৯ মুসলিম ২৩৫)

'আব্দে খায়ের থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَضْمَضَ عَلِيٌّ ﷺ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِيْ يَأْخُذُ فِيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ.

"'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) একই করতলভর্তি পানি দিয়ে একইসাথে কুল্লি করেছেন ও নাক ঝেড়ে নিয়েছেন"। (আবূ দাউদ ১১১, ১১৩)

'আব্দে খায়ের থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন :

دَعَا عَلِيٌّ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللهِ (ﷺ).

"আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পানি চাইলে তা আনা হয়। অতঃপর তিনি তা দিয়ে কুল্লি করেন ও নাকে পানি দেন এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এ কাজগুলো তিনি তিন তিন বার করেন। অতঃপর তিনি বলেন : এ হচ্ছে নবী (ﷺ) এর পবিত্রতা"। (নাসায়ী ৯১)

রাসূল (ﷺ) ভালরূপে ওযু করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তবে রোযাদার হলে তিনি শুধু প্রয়োজন মাফিক কুল্লি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। এর চেয়ে বেশি নয়।

লাক্বীত বিন সাবিরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"ভালভাবে ওযু কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো মলে নাও এবং ভালভাবে নাকে পানি দাও। তবে রোযাদার হলে তখন তা করতে যাবে না"। (আবূ দাউদ ১৪২)

৭. তিন বার সমস্ত মুখমণ্ডল (কান থেকে কান এবং মাথার সম্মুখবর্তী চুলের গোড়া থেকে চিবুক ও দাড়ির নীচ পর্যন্ত) ধুয়ে নিতেন।

'আমর বিন আবূ হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﷺ وَجْهَهُ ثَلاَثًا.

"আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) সমস্ত মুখমন্ডল তিন বার ধুয়েছেন"। (বুখারী ১৮৫, ১৮৬, ১৯২ মুসলিম ২৩৫)

৮. দাড়ি খেলাল করতেন।

'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি খেলাল করতেন"। (তিরমিযী ৩১ ইবনু মাজাহ ৪৩৬)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ওযু করতেন তখন এক চিল্লু পানি নিয়ে থুতনির নীচে প্রবাহিত করে দাড়ি খেলাল করতেন এবং বলতেনঃ আমার প্রভু আমাকে এমনই করতে আদেশ করেছেন"। (আবূ দাউদ ১৪৫)

৯. উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন।

হুমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ عُثْمَانُ ﷺ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا.

"'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) নিজ হস্তযুগল কনুইসহ তিনবার ধুয়েছেন"। (বুখারী ১৬৪ , ১৯৩৪ মুসলিম ২২৬)

নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান হাত ধুয়েছেন এমনকি তিনি বাহু ধোয়া শুরু করেছেন। তেমনিভাবে তিনি বাম হাত ধুয়েছেন এমনকি তিনি বাহু ধোয়া শুরু করেছেন"। (মুসলিম ২৪৬)

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাস্হ করতেন।

মাস্হ'র নিয়ম হচ্ছে; উভয় হাত পানিতে ভিজিয়ে মাথার অগ্রভাগে স্থাপন করে তা ঘাড়ের দিকে টেনে নিবে। তেমনিভাবে পুনরায় উভয় হাত ঘাড় থেকে মাথার অগ্রভাগের দিকে টেনে আনবে। অতঃপর উভয় হাতের তর্জনী কর্ণযুগলে প্রবেশ করাবে এবং উভয় কর্ণের পৃষ্ঠদেশে বৃদ্ধাঙ্গুলি বুলিয়ে দিবে। 'আমর বিন আবূ হাসান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَسَحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَرَّةً وَاحِدَةً، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ.

"আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উভয় হাত আগে পিছে টেনে একবার মাথা মাস্হ করেছেন। মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে টেনে নিয়েছেন। পুনরায় উভয় হাত ঘাড় থেকে মাথার অগ্রভাগের দিকে টেনে এনেছেন"। (বুখারী ১৮৫, ১৮৬ মুসলিম ২৩৫ আবূ দাউদ ১১৮ তিরমিযী ৩২, ৩৪ ইব্নু মাজাহ ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩)

মিক্দাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيْ صِمَاخِ أُذُنَيْهِ.

"রাসূল (ﷺ) মাথা ও কর্ণদ্বয়ের ভেতর ও উপরিভাগ মাস্হ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ রাসূল (ﷺ) নিজ অঙ্গুলীটি কর্ণগহ্বরে প্রবেশ করিয়েছেন"।

(আবূ দাউদ ১২১, ১২২, ১২৩ তিরমিযী ৩৬ ইব্নু মাজাহ ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮)

১১. উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধুয়ে নিতেন।

হুমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ عُثْمَانُ ﷺ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

"উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুয়েছেন। তেমনিভাবে বাম পাও"।

(বুখারী ১৯৩৪ মুসলিম ২২৬)

নু'আইম বিন 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (ﷺ) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) ডান পা ধুয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর পায়ের জঙ্ঘাটুকুও ধোয়া শুরু করেছেন। তেমনিভাবে তিনি বাম পা ধুয়েছেন এমনকি তিনি তাঁর পায়ের জঙ্ঘাটুকুও ধোয়া শুরু করেছেন"। (মুসলিম ২৪৬)

১২. ওযু শেষে নিচের পরিধেয় বস্ত্রে পানি ছিঁটিয়ে দিতেন।

তাতে করে পবিত্রতা সংক্রান্ত মনের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

'হাকাম বিন সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.

"রাসূল (ﷺ) প্রস্রাব করে ওযু করতেন এবং নিচের পরিধেয় বস্ত্রে পানি ছিঁটিয়ে দিতেন"। (আবূ দাউদ ১৬৬)

১৩. ওযু শেষে নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করতেন।

উক্‌বা বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

"তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযু করে যখন পড়বেঃ ''আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুল্লাহি ওয়ারাসূলুহু" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্'র বান্দাহ্ ও রাসূল) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তখন তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন"। (মুসলিম ২৩৪ ইব্‌নু মাজাহ ৪৭৫)

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"যে ব্যক্তি ওযু করে পড়বেঃ ''আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ্‌'আল্‌নী মিনাত্ তাওআবীনা ওয়াজ্‌আল্‌নী মিনাল্ মুতাতাহ্‌হিরীন (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ; তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্'র বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন) তখন তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে। তার ইচ্ছে সে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করুক না কেন"। (তিরমিযী ৫৫)

এ ছাড়াও নবী (ﷺ) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তেন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ ‘‘সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

“হে আল্লাহ্! আপনি পূতপবিত্র এবং সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। উপরন্তু আমি আপনার নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি”।

(আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ ৮১)

১৪. ওযু শেষে তিনি দু’ রাক্‘আত নামায পড়তেন।

যে ব্যক্তি ওযু শেষে কায়মনোবাক্যে দু’ রাক্‘আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা‘আলা তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাত হবে তার জন্য অবধারিত।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

“যে ব্যক্তি আমার ওযুর ন্যায় ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু’ রাক্‘আত নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা‘আলা তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন”। (বুখারী ১৬৪ মুসলিম ২২৬)

উক্বা বিন ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

“যে কোন মুসলমান যখন ভালভাবে ওযু করে কায়মনোবাক্যে দু’ রাক্‘আত নামায আদায় করে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়”। (মুসলিম ২৩৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ফজরের সময় বললেন :

يَابِلاَلُ! حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ بِلاَلُ: مَاعَمِلْتُ عَمَلًا فِي الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِيْ مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّيْ لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا تَامًّا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ اللهُ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ .

"হে বিলাল! তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সবচেয়ে বড় আশাব্যঞ্জক এমন কি আমল করলে তা আমাকে বল। কারণ, আমি জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখদিক থেকে তোমার জুতোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন কোন অধিক আশাব্যঞ্জক ও লাভজনক কাজ করেছি বলে মনে হয় না। তবে একটি কাজ করেছি বলে মনে পড়ে তা হলঃ আমি দিবারাত্রি যখনই ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করেছি তখনই সে পবিত্রতা দিয়ে যথাসাধ্য নামায পড়েছি"। (বুখারী ১১৪৯ মুসলিম ২৪৫৮)

ওযুর অঙ্গগুলো দু' একবারও ধোয়া যায়ঃ

ওযুর অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধোয়া পরিপূর্ণ ওযুর নিয়ম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সাধারণত প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুতেন। এ কারণেই অধিকাংশ ওযুর বর্ণনায় তিন বারের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। তবে কেউ প্রতিটি অঙ্গ এক এক বার বা দু' দু' বার অথবা কোন অঙ্গ দু'বার আবার কোন অঙ্গ তিনবার ধুলেও তার ওযু হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) مَرَّةً مَرَّةً .

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি অঙ্গ এক এক বার ধুয়ে ওযু করেছেন"।

(বুখারী ১৫৭ তিরমিযী ৪২ আবূ দাউদ ১৩৮ ইবনু মাজাহ ৪১৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি অঙ্গ দু' দু' বার ধুয়ে ওযু করেছেন"।

(তিরমিযী ৪৩ আবূ দাউদ ১৩৬)

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে ওযু করেছেন ; নিজ মুখমণ্ডল তিন বার ধুয়েছেন। উভয় হাত দু' দু' বার ধুয়েছেন। মাথা মাস্হ করেছেন এবং পদযুগল দু' দু' বার ধুয়েছেন"। (তিরমিযী ৪৭)

তবে প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুলেই ওযু পরিপূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমর বিন 'আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ (ﷺ) فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله! كَيْفَ الطُّهُوْرُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ .

"জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে হস্তদ্বয় তিন তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর মুখমণ্ডল তিন বার ও হস্তযুগল তিন তিন বার ধৌত করেন। এরপর মাথা মাস্হ করেন। পুনরায় শাহাদাত আঙ্গুল দুটো উভয়কানে ঢুকিয়ে কান মাস্হ করেন। উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দু'কানের উপরিভাগ ও দুই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে দু'কানের ভেতরের অংশ মাস্হ করেন। তারপর দুই পা তিন তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন: এভাবেই ওযু করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চাইতে কম বা বেশি করল সে নিজের উপর অত্যাচার ও অন্যায় করল"। (আবূ দাউদ ১৩৫)

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে রচিত কোন কোন বইপুস্তকে ওযুর প্রতিটি

অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্টভাবে পাঠ্য কিছু দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যা পাঠ করা কুর'আন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্'আত। কারণ, তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আন্হুম), তাবেয়ীন ও তাব্য়ে তাবেয়ীনের কোন স্বর্ণ যুগে প্রচলিত ছিলনা।

ওযুর কোন অঙ্গ ধোয়ার সময় চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনা রাখা যাবে নাঃ

ওযুর কোন অঙ্গ ধোয়ার সময় চুল পরিমাণ জায়গাও যদি শুকনা থেকে যায় তাহলে ওযু কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মক্কা থেকে মদিনা রওয়ানা করেছিলাম। পথিমধ্যে পানি মিলে গেলে কেউ কেউ তড়িঘড়ি আসরের নামাযের জন্য ওযু সেরে নেয়। অথচ আমরা তাদের পায়ের কিছু অংশ শুকনা দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ .

"ধ্বংস! এই গোড়ালিগুলোর জন্যে তা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। অতএব তোমরা ভালভাবে ওযু কর"। (বুখারী ৬০, ৯৬, ১৬৩ মুসলিম ২৪১ ইব্নু মাজাহ ৪৫৬)

উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ (ﷺ) فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .

"ওযু করার সময় জনৈক ব্যক্তির পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা থেকে গেলে তা দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যাও ভালভাবে ওযু করে এস। অতঃপর সে ওযু করে এসে পুনরায় নামায আদায় করল"। (মুসলিম ২৪৩)

এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়ঃ

এক ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করা যায়।

বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

صَلَّى النَّبِيُّ (ﷺ) الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ! .

"নবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন এবং দুই মোজার উপর মাস্হ করেছেন। উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা দেখে রাসূল (ﷺ) কে বললেন : আজ আপনি এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে কখনো করেন নি। তিনি বললেন: হে উমর! আমি তা ইচ্ছা করেই করেছি"। (মুসলিম ২৭৭)

ওযুর ফরয ও রুকনসমূহ:

ধর্মীয় কোন কাজ বা আমলের ফরয বা রুকন বলতে এমন কিছু ক্রিয়াকর্মকে বুঝানো হয় যা না করা হলে ঐ কাজ বা আমলটি সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না যতক্ষণ না সে ঐ কর্মগুলো সম্পাদন করে। ওযুর ফরয বা রুকন ছয়টি যা নিম্নরূপ:

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা:

কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ﴾ .

"তোমরা নিজ মুখমণ্ডল ধৌত কর"। (মায়িদাহ : ৬)

লাক্বীত বিন সাবিরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"খুব ভালভাবে নাকে পানি দিবে। তবে রোযাদার হলে একটু কম করে দিবে"। (আবূ দাউদ ১৪২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

"ওযু করার সময় কুলি করবে"। (আবূ দাউদ ১৪৪)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ.

"যে ব্যক্তি ওযু করবে তার জন্য আবশ্যক সে যেন নাক ঝেড়ে নেয়"। (বুখারী ১৬১ মুসলিম ২৩৭)

অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন।

২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা:

প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ .

"তোমরা উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর"। (মায়িদাহ : ৬)

হুম্‌রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ عُثْمَانُ ﷺ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

"উস্‌মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওযু দেখাতে গিয়ে) উভয় হাত কনুই সহ তিনবার ধৌত করেন"। (বুখারী ১৫৯ মুসলিম ২২৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِمَيَامِنِكُمْ .

"তোমরা ডান হাত ধোয়ার মাধ্যমে ওযু শুরু করবে"। (আবূ দাউদ ৪১৪১ ইব্‌নু মাজাহ ৪০৮)

১. সম্পূর্ণ মাথা মাস্‌হ করা:

সম্পূর্ণ মাথা একবার মাস্‌হ করা ওযুর রুকন। এ ছাড়া মাথা মাস্‌হ করার ক্ষেত্রে কানদ্বয় মাথার অধীন হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ﴾ .

"তোমরা মাথা মাস্‌হ কর"। (মায়িদাহ : ৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

"কানদ্বয় (মাস্হ করার ক্ষেত্রে) মাথার অন্তর্ভুক্ত"।

(আবূ দাউদ ১৩৪ ইব্নু মাজাহ ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১)

অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা মাথা মাস্হ করার সাথে সাথে কানদ্বয়ও মাস্হ করতেন।

হাদীসে মাথা মাস্হ করার তিনটি ধরণ উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক. সরাসরি সম্পূর্ণ মাথা মাস্হ করা।

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَسَحَ النَّبِيُّ(ﷺ) رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ .

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত দিয়ে নিজ মাথা মাস্হ করেন। উভয় হাত মাথার উপর রেখে সামনে ও পেছনে টেনে নেন। অর্থাৎ মাস্হ এভাবে করেন; উভয় হাত মাথার অগ্রভাগে রেখে ঘাড়ের দিকে টেনে নিয়েছেন। পুনরায় হস্তদ্বয় পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে এনেছেন"। (বুখারী ১৮৫ মুসলিম ২৩৫)

খ. মাথায় দৃঢ়ভাবে বাঁধা পাগড়ীর উপর মাস্হ করা।

'আমর বিন উমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাগড়ীর উপর মাস্হ করতে দেখেছি"।

(বুখারী ২০৫)

তবে পাগড়ীর উপর মাস্হ করা শর্ত সাপেক্ষ যেমনিভাবে মোজা মাস্হ করা শর্ত সাপেক্ষ।

গ. পাগড়ি ও কপাল উভয়টি মাস্হ করা।

মুগীরাহ বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় কপাল, পাগড়ি ও মোজা মাস্‌হ করেছেন"। (মুসলিম ২৭৪)

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মোজাদ্বয় ও মস্তকাবরণ মাস্‌হ করেছেন"।

(মুসলিম ২৭৫)

১. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা:

পদযুগল ধোয়ার সময় গোড়ালির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। যেন তা ভালভাবে ধোয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

"তোমরা পদযুগল টাখনুসহ ধৌত কর"। (মায়িদাহ : ৬)

আবূ হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর এবং আয়েশা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

"ধ্বংস! গোড়ালিগুলোর জন্যে তা জাহান্নামের আগুনে বিদগ্ধ হবে"। (বুখারী ৬০, ৯৬, ১৬৩ মুসলিম ২৪১ ইবনু মাজাহ ৪৫৬)

অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা পাযুগল গোড়ালি ও টাখনুসহ ধৌত করতেন।

১. ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা:

ধোয়ার সময় অঙ্গগুলোর মাঝে পর্যায়ক্রম বজায় রাখা ওযুর রুকন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদের মধ্যে ওযুর অঙ্গগুলো সারিবদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ পর্যায়ক্রম বজায় রাখার জন্যই মাস্‌হ'র অঙ্গটি পরিশেষে উল্লেখ না করে ধোয়ার অঙ্গগুলোর মাঝেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ .

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে (অথচ তোমাদের ওযু নেই) তখন সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করবে এবং মাথা মাস্হ করবে ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত ধৌত করবে"।

(মায়িদাহ : ৬)

রাসূল (ﷺ) অঙ্গগুলোর পর্যায়ক্রম বজায় রেখে ওযু করতেন।

তিনি বলতেনঃ

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

"আমি শুরু করছি যেভাবে আল্লাহ তা'আলা শুরু করেছেন"।

(মুসলিম ১২১৮)

১. ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা:

ওযুর সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বলতে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অন্য অঙ্গ ধুতে এতটুকু দেরী না করাকে বুঝানো হয় যাতে করে প্রথম অঙ্গটি শুকিয়ে যায়। কোন কারণে এতটুকু দেরী হয়ে গেলে আবার নতুনভাবে ওযু করবে।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍعَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ(ﷺ) فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

"জনৈক ব্যক্তি ওযু করেছে ঠিকই তবে তার পায়ে নখ সমপরিমাণ জায়গা শুষ্ক থেকে যায়। তা দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন : যাও ভালভাবে ওযু করে আসো। অতঃপর সে ভালভাবে ওযু করে পুনরায় নামায আদায় করল"। (মুসলিম ২৪৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

رَأَى النَّبِيُّ(ﷺ) رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ(ﷺ) أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন ; অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম সমপরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করতে আদেশ করেন"। (আবূ দাউদ ১৭৫)

যদি ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব না হতো তাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু শুষ্ক স্থানটি ধোয়ার আদেশ করতেন। সম্পূর্ণ ওযু পুনরাবৃত্ত করার আদেশ করতেন না। তা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম, ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ফরয বা রুকন।

ওযুর শর্তসমূহ:

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জন্য দশটি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. ওযুকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফির বা মুশরিক ওযু করলেও তার ওযু শুদ্ধ হবে না। তাই সে ওযু বা গোসল করে কখনোই পবিত্র হতে পারবে না।

২. ওযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের ওযু শুদ্ধ হবে না যতক্ষণনা তাদের চেতনা ফিরে আসে।

৩. ওযুকারী ভালমন্দ ভেদাভেদজ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের ওযু শরীয়তে ধর্তব্য নয়। তাদের ওযু করা না করা সমান।

৪. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত ওযু গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. ওযু শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত বহাল থাকতে হবে। অতএব ওযু চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে ওযু শুদ্ধ হবে না।

৬. ওযু চলাকালীন ওযু ভঙ্গের কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে ওযু তৎক্ষণাৎই ভেঙ্গে যাবে।

৭. ওযুর পূর্বে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকলে ঢিলাকুলুপ বা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

৮. ওযুর পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৯. ওযুর অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।

১০. ওযু ভঙ্গের কারণ সর্বদা পাওয়া যাচ্ছে এমন ব্যক্তির জন্য নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হতে হবে।

" মূলতঃ নামাযের সময় হলেই কেবল এমন ব্যক্তিরা ওযু করবে"

ওযুর সুন্নাতসমূহঃ

ওযুর মধ্যে যেমন ফরয রয়েছে তেমনিভাবে সুন্নাতও রয়েছে। ওযুর সুন্নাতগুলো নিম্নরূপঃ

১. মিসওয়াক করাঃ

ওযু করার সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

"আমার উম্মতের জন্য আদেশটি মানা যদি কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম"। (মালিক ১১৫)

২. ওযু করার পূর্বে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করাঃ

তবে ঘুম থেকে জেগে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া ওয়াজিব। এ সংক্রান্ত হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. ওযুর অঙ্গগুলো ঘষেমলে ধৌত করা।

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أُتِيَ النَّبِيُّ (ﷺ) بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَهُ.

"নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এক মুদ (দু' করতলভর্তি সমপরিমাণ) এর দু' তৃতীয়াংশ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে নিজ হস্ত মর্দন করেন"।

(ইব্নু খুযাইমা ১১৮)

৪. ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধোয়া। কারণ, রাসূল (ﷺ) ওযুর অঙ্গগুলো বেশির ভাগ সময় তিন তিন বার ধুয়েছেন। তেমনিভাবে তিনি কখনো ওযুর অঙ্গগুলো দু' দু'বার আবার কখনো এক একবার এবং কখনো কোন অঙ্গ দু'বার আবার কোন অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন। এ সম্পর্কীয় সকল হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৫. ওযুর শেষে দো'আ পড়া। এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৬. ওযুশেষে দু' রাক্'আত (তাহিয়্যাতুল উযু) নামায আদায় করা। এ সম্পর্কীয় হাদীসও পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৭. কোন বাড়াবাড়ি ব্যতীত স্বাভাবিক পন্থায় ভালভাবে ওযু করা। অতএব উত্তম পন্থা হচ্ছে ; বাড়াবাড়ি ছাড়া প্রতিটি অঙ্গ তিন তিনবার ধোয়া। চাই তা ওযুর মধ্যে হোক বা গোসলে।

'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ – هُوَالْفَرَقُ – مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ.

"রাসূল (ﷺ) তিন সা' তথা সাড়ে সাথ লিটার সমপরিমাণ পানি দিয়ে ফরয গোসল করতেন"। (বুখারী ২৫০ মুসলিম ৩১৯)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

"নবী (ﷺ) এক মুদ্ দিয়ে ওযু এবং চার বা পাঁচ মুদ্ দিয়ে গোসল করতেন"। (বুখারী ২০১ মুসলিম ৩২৫)

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ (ﷺ) فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ.

"তিনি ও নবী (ﷺ) কমবেশি তিন মুদ্ পানি দিয়ে একত্রে গোসল করতেন"। (মুসলিম ৩২১)

উম্মে 'উমারাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ.

"নবী (ﷺ) এর নিকট এক মুদের দু' তৃতীয়াংশ পানি আনা হলে তিনি তা দিয়ে ওযু করেন"। (আবূ দাউদ ৯৪)

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ভালভাবে ওযু করতে হবে ঠিকই তবে পানি ব্যবহারে কোন ধরণের বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا وَقَامَ يُصَلِّيْ.

"একদা আমি আমার খালা মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর নিকট রাত্রিযাপন করেছিলাম। রাত্রের কিছু অংশ পেরিয়ে গেলে নবী (ﷺ) ঘুম থেকে জেগে টাঙ্গানো এক পুরাতন মশক থেকে পানি নিয়ে হালকাভাবে ওযু করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান"। (বুখারী ১৩৮)

'আমর বিন শু'আইব (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার দাদা বলেছেন:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.

"জনৈক গ্রাম্য সাহাবী নবী (ﷺ) কে ওযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে প্রতিটি অঙ্গ তিন তিন বার ধুয়ে ওযু করে দেখিয়েছেন। এর পর বললেন : এভাবেই ওযু করতে হয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল সে যেন অন্যায়, সীমাতিক্রম ও নিজের উপর অত্যাচার করল"। (নাসায়ী ১৪০ ইব্নু মাজাহ ৪২৮)

আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় জন্ম নিবে যারা পবিত্রতা ও দো'আর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে"। (আবূ দাউদ ৯৬)

যে যে কারণে ওযু বিনষ্ট হয়:

ওযু করার পর নিম্নোক্ত কারণগুলোর কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. মল-মূত্রদ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে:

বায়ু, বীর্য, মযী, ওদী, ঋতুস্রাব, নিফাস ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বস্তু মল বা মূত্রদ্বার দিয়ে বের হলে ওযু বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾.

"তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে মলমূত্র ত্যাগ করে আসলে অথবা স্ত্রী সহবাস করলে (পানি পেলে ওযু বা গোসল করে নিবে) অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে"। (মায়িদাহ : ৬)

সাফ্ওয়ান্ বিন 'আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুম যাওয়ার কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাস্হ করতে বলতেন। তবে শুধু জানাবাতের গোসলের জন্য মোজা খুলতে বলতেন"। (তিরমিযী ৯৬ ইব্নু মাজাহ ৪৮৩)

'আব্বাদ বিন তামীম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার চাচা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, কারো কারোর ধারণা হয় নামাযের মধ্যে ওযু নষ্ট হয়েছে বলে। তখন তাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন :

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"সে নামায ছেড়ে দিবে না যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনধ্বনি বা দুর্গন্ধ পায়"। (বুখারী ১৩৭ মুসলিম ৩৬১ ইব্নু মাজাহ ৫১৯)

মিক্দাদ বিন আস্ওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

"তোমাদের কারোর এমন হলে সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিবে"।

(বুখারী ১৩২, ১৭৮, ২৬৯ মুসলিম ৩০৩ আবূ দাউদ ২০৬, ২০৭)

ইস্তিহাযা হলেও ওযু করতে হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে তার ইস্তিহাযা হলে বলেন :

ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

"অতঃপর প্রতি নামাযের জন্য ওযু করবে"। (বুখারী ২২৮)

২. ঘুম বা অন্য যে কোন কারণে অচেতন হলে।

বিশুদ্ধ মতে গভীর নিদ্রায় ওযু ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে সাফ্ওয়ান বিন 'আস্সালের হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের পাহারাদার। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে তাকে অবশ্যই ওযু করতে হবে"। (আবূ দাউদ ২০৩ ইব্নু মাজাহ ৪৮২)

এ ছাড়া উন্মাদনা, সংজ্ঞাহীনতা ও মত্ততা ইত্যাদির কারণে চেতনাশূন্যতা দেখা দিলেও সকল আলেমের ঐকমত্যে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

৩. কোন আবরণ ছাড়াই হাত দিয়ে লিঙ্গ বা গুহ্যদ্বার স্পর্শ করলে।

বুস্রা বিন্তে সাফ্ওয়ান ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"যে ব্যক্তি নিজ লিঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়"। (আবূ দাউদ ১৮১ নাসায়ী ১৬৩ তিরমিযী ৮২ ইব্নু মাজাহ ৪৮৪, ৪৮৫)

উম্মে হাবিবা ও আবূ আইয়ূব আন্সারী (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : আমরা রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযু করে নেয়"।
(ইব্নু মাজাহ ৪৮৬, ৪৮৭ ইব্নু হিব্বান ১১১৪, ১১১৫, ১১১৭)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"তোমাদের কেউ কোন আবরণ ছাড়াই নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন ওযু করে নেয়"।

আরবীতে গুহ্যদ্বারকেও ফার্জ বলা হয়। তাই লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের বিধান একই। (ইব্নু হিব্বান ১১১৮ মাওয়ারিদ ২১০ দারাকুত্বনী ৬ বায়হাকী ৬৩০)

৪. উটের গোস্ত খেলে।

বারা' বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لاَ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا.

"রাসূল (ﷺ) কে উটের গোস্ত খেয়ে ওযু করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : উটের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে। তেমনিভাবে তাঁকে ছাগলের গোস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ছাগলের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে না"।
(আবূ দাউদ ১৮৪ ইব্নু মাজাহ ৪৯৯)

৫. মুরতাদ (যে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছে) হয়ে গেলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾.

"যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করবে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। (মায়িদাহ : ৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.

"আপনি যদি শির্ক করেন তাহলে আপনার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে"। (যুমার : ৬৫)

শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হয় না:

শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হলে ওযু নষ্ট হবে না।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ الله (ﷺ) فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَأَصَابَ رَجُلٌ اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهْرِيْقَ دَمًا فِيْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَنَزَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) مَنْزِلًا، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اِضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيْئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوْا بِهِ هَرَبَ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ الله! أَلاَ أَنْبَهْتَنِيْ أَوَّلَ مَا رَمَى؟ قَالَ: كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ أَقْرَأُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

"আমরা রাসূল এর সাথে যাতুর্ রিকা' যুদ্ধে গিয়েছিলাম। অতঃপর জনৈক সাহাবী জনৈক মুশরিকের স্ত্রীকে আঘাত করলে মুশরিকটি কসম করে বসে এ কথা বলে যে, সাহাবাদের রক্ত প্রবাহিত না করা পর্যন্ত আমি কখনো

ক্ষান্ত হবো না। এতটুকু বলেই সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছু নিয়েছে। ইতিমধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক গুহায় অবস্থান নিয়ে বললেন : তোমরা কে আছো আমাদের পাহারাদারী করবে? মুহূর্তেই জনৈক মুহাজির ও জনৈক আনসারী এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমরা উভয়ে গুহার মুখে অবস্থান কর। তারা উভয়ে গুহার মুখে পৌঁছুলে মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়েন এবং আনসারী সাহাবী নামায পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে মুশরিকটি পৌঁছুল। সে আনসারী সাহাবীকে দেখেই বুঝতে পারল যে, সে পাহারাদার। তাই সে সাহাবীকে লক্ষ্য করে পাকা হাতে একটি তীর ছুঁড়তেই তা সাহাবীর শরীরে বিঁধে গেল। তবে বীর সাহাবী তীরটি হাতে টেনে খুলে ফেলতে সক্ষম হলেন। এমনকি মুশরিকটি তাকে তিনটি তীর মারতে সক্ষম হয়। অতঃপর তিনি দ্রুত রুকু সিজ্‌দাহ আদায় করেন। ইতোমধ্যে মুহাজির সাহাবী জেগে যান। মুশরিকটি সাহাবাদ্বয় তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়েছে বুঝতে পেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। তখন মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর গায়ে রক্ত দেখে বললেন : আশ্চর্য! প্রথম তীরের আঘাতের পরপরই আমাকে জাগালে না কেন? আনসারী বললেন : আমি একটি সূরাহ পড়ায় মগ্ন ছিলাম। তাই তা মাঝ পথে বন্ধ করে দেয়া পছন্দ করিনি"। (আবূ দাউদ ১৯৮)

এমন হতে পারে না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে কিছুই জানেননি অথবা জেনে থাকলেও রক্ত বের হলে যে ওযু চলে যায় তা তাকে বলে দেননি বা বলে থাকলেও তা আমাদের নিকট এখনো পৌঁছেনি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীর থেকে রক্ত নির্গমন ওযু ভঙ্গ করে না।

নামাযের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হলে কি করতে হবে:

নামাযের মধ্যে কারোর ওযু বিনষ্ট হলে সে নাকে হাত রেখে নামাযের কাতার থেকে বের হয়ে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করবে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ ؛ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

"নামাযের মধ্যে তোমাদের কারোর ওযু বিনষ্ট হলে সে নিজের নাকের উপর হাত রেখে নামায থেকে বের হয়ে যাবে"। (আবূ দাউদ ১১১৪)

যখন ওযু করা মুস্তাহাবঃ

কতিপয় কারণ বা প্রয়োজনে ওযু করা মুস্তাহাব। সে কারণ ও প্রয়োজনগুলো নিম্নরূপঃ

১ যিক্‌র ও দো'আর জন্যঃ

যিক্‌র ও দো'আর জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

আবূ মূসা 'আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : যখন আমি আবূ 'আমেরকে দেয়া ওয়াদানুযায়ী তার পক্ষ থেকে রাসূল (ﷺ) এর নিকট সালাম, আল্লাহ্'র নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন ও তার শাহাদাত সংবাদ পৌঁছালাম তখন রাসূল (ﷺ) পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি দু'হাত উঁচিয়ে বললেন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِيْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.

"হে আল্লাহ্! আপনি 'উবাইদ্ আবূ 'আমেরকে ক্ষমা করে দিন। রাসূল (ﷺ) হাত খানা খুব উচিয়ে দো'আ করেন। এমনকি তার বগলের শুভ্রতাও তখন দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি দো'আয় আরো বললেন : হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিবসে অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন"। (বুখারী ৪৩২৩ মুসলিম ২৪৯৮)

২. ঘুমানোর পূর্বেঃ

ঘুমানোর আগে ওযু করা মুস্তাহাব।

বারা' বিন 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ.

"যখন তুমি শোয়ার ইচ্ছে করবে তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। অতঃপর ডান কাত হয়ে শয়ন করবে"।

(বুখারী ৬৩১১ মুসলিম ২৭১০)

৩. ওযু নষ্ট হলে:

ওযু ভঙ্গ হলেই ওযু করা মুস্তাহাব।

বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) يَوْمًا فَدَعَا بِلاَلًا فَقَالَ: يَابِلاَلُ! بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنَّنِيْ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ فَقَالَ بِلاَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ.

"একদা ভোর বেলায় রাসূল (ﷺ) বেলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ডেকে বললেন : হে বেলাল! কিভাবে তুমি আমার আগে জান্নাতে পদার্পণ করলে? গত রাত্রিতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সম্মুখ থেকে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন : হে রাসুল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু' রাক্'আত নামায পড়েছি। আর যখনই ওযু নষ্ট হয়েছে তখনই ওযু করেছি"। (তিরমিযী ৩৬৮৯ তারগীব ২০১)

৪. প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য:

ওযু থাকাবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য আবারো ওযু করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ.

"আদেশটি মানা যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি ওদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য ওযু করতে আদেশ করতাম। তেমনিভাবে প্রত্যেক ওযুর সঙ্গে মিস্ওয়াক"। (তারগীব ২০০)

৫. মৃত ব্যক্তিকে কবরমুখে বহন করার পর:

মৃত ব্যক্তিকে কবরমুখে বহন করার পর ওযু করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয় তার জন্য উচিত এই যে, সে যেন গোসল করে। আর যে ব্যক্তি মৃতকে বহন করে তার উচিত সে যেন ওযু করে"। (আবূ দাউদ ৩১৬১ তিরমিযী ৯৯৩ ইব্নু মাজাহ ১৪৮৫)

৯. বমি হলেঃ

বমি হলে ওযু করা মুস্তাহাব।

আবূ দারদা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

قَاءَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَّأَ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বমি করার পর রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর ওযু করেন"। (আবূ দাউদ ২৩৮১ তিরমিযী ৮৭)

৯. আগুনে পাকানো কোন খাবার খেলেঃ

আগুনে পাকানো কোন খাবার খেয়ে ওযু করা মুস্তাহাব।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَوَضَّؤُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"তোমরা আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে কিন্তু ওযু করবে"।

(মুসলিম ৩৫৩)

এর বিপরীতে আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস, 'আম্র বিন উমাইয়া, মাইমূনা ও আবূ রাফি' থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন :

أَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাগলের উপরিস্থ মাংসল বাহুমূল খেয়ে ওযু না করে নামায পড়েছেন"। (বুখারী ২০৭, ২০৮, ২১০ মুসলিম ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭)

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আগুনে পাকানো কোন খাবার খেয়ে ওযু করা মুস্তাহাব ; ওয়াজিব নয়।

৮. জুনুবী ব্যক্তি কোন খাবার খেতে ইচ্ছে করলেঃ

জুনুবী (সহবাসের কারণে অপবিত্র) ব্যক্তি কোন খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছে করলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

‘আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

“রাসূল (ﷺ) জুনুবী হলে এবং তিনি ঘুমানো বা খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছে করলে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন”। (মুসলিম ৩০৫)

৯.দ্বিতীয়বার সহবাসের জন্য:

একবার স্ত্রী সহবাস করে গোসল না সেরে দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নেয়া মুস্তাহাব।

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

“তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাস করে পুনর্বার সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নিবে”। (মুসলিম ৩০৮)

উপরন্তু প্রতিবার সহবাসের জন্য গোসল করতে হয় না। পরিশেষে শুধু একবার গোসলই যথেষ্ট।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

“নবী (ﷺ) সকল বিবিদের সাথে সহবাস করে একবারই গোসল করতেন”। (বুখারী ২৬৮, ২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫ মুসলিম ৩০৯)

১০. জুনুবী ব্যক্তি গোসল না করে শোয়ার ইচ্ছে করলে:

জুনুবী ব্যক্তি গোসল না করে শোয়ার ইচ্ছে করলে তার জন্য ওযু করা মুস্তাহাব।

আবূ সালামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি ‘আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ

أَكَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতেন? তিনি বললেন : হাঁ, তবে ওযু করে নিতেন"। (বুখারী ২৮৬ মুসলিম ৩০৫)

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ.

"আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হাঁ, তবে ওযু করে ঘুমাবে। পরে যখন মন চায় গোসল করে নিবে"। (বুখারী ২৮৭, ২৮৯ মুসলিম ৩০৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো সহবাস করে ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আবূ 'কাইস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে জিজ্ঞাসা করলাম:

كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুনুবী হলে কি করতেন? ঘুমানোর আগে গোসল করতেন নাকি গোসলের আগে ঘুমাতেন। 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন : উভয়টাই করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন। আর কখনো ওযু করে ঘুমাতেন। আমি বললামঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্যে যিনি ইসলাম ধর্মে সহজতা রেখেছেন"। (মুসলিম ৩০৭)

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ঘুমানোর পূর্বে জুনুবী ব্যক্তির তিনের এক অবস্থাঃ

ক. জুনুবী ব্যক্তি ওযু-গোসল ছাড়াই ঘুমুবে। তা সুন্নাত বহির্ভূত ও মাক্রূহ।

খ. ইস্তিঞ্জা ও নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে ঘুমুবে। এটি সুন্নাত সম্মত।

গ. ওযু ও গোসল করে ঘুমুবে। এটি সুন্নাত সম্মত ও সর্বোত্তম পন্থা।

মোজা, পাগড়ী ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হঃ

ক. মোজার উপর মাস্হ করার বিধানঃ

মোজার উপর মাস্হ করা কোরআ'ন, হাদীস ও ইজমা' কর্তৃক প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

"তোমরা মাথা ও পদযুগল টাখনু পর্যন্ত মাস্হ কর"। (মায়িদাহ্ : ৬, লামের নীচে যেরের ক্বিরাত অনুযায়ী)

সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস, মুগীরা বিন শো'বা, 'আমর বিন উমাইয়া, জারীর, হুযাইফা (رضي الله عنهم) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন :

مَسَحَ النَّبِيُّ (ﷺ) عَلَى الْخُفَّيْنِ.

"নবী (ﷺ) মোজা জোড়ার উপর মাস্হ করেছেন"। (বুখারী ২০২)

এ ছাড়াও কমবেশি সত্তর জন সাহাবা মোজা মাস্হ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে যার জন্য যা সহজ তার জন্য তাই করা উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি মোজা পরিধান করাবস্থায় রয়েছে এবং তার মোজায় মোজা মাস্হ'র শর্তগুলোও পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য উচিত মোজা জোড়া না খুলে মোজার উপর মাস্হ করা। কারণ, তাতে নবী (ﷺ) ও সাহাবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ পাওয়া যাচ্ছে। আর যে ব্যক্তির পা উন্মুক্ত মোজা পরিহিতাবস্থায় নয় তার জন্য উচিত পদযুগল ধুয়ে ফেলা।

আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন তাঁর দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তিনি অপছন্দ করেন তাঁর শানে কোন পাপ সংঘটন করা"।

(ইব্নু খুযাইমাহ ৯৫০, ২০২৭)

আব্দুল্লাহ বিন মাস্উদ ও 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন তাঁর দেয়া সুবিধাদি গ্রহণ করা। যেমনিভাবে তিনি পছন্দ করেন তাঁর দেয়া ফরযগুলো পালন করা"।

(ইব্নু হিব্বান ৩৫৬৮)

খ. মোজা মাস্হ করার শর্তসমূহঃ

১. সম্পূর্ণ পবিত্রতাবস্থায় (ওযু অবস্থায়) মোজা জোড়া পরিধান করতে হবে।

মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ(ﷺ) فِيْ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

"আমি কোন এক সফরে নবী (ﷺ) এর সাথে থাকাবস্থায় তিনি ওযু করার সময় তাঁর মোজা জোড়া খুলতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন : খুলো না। কারণ, আমি মোজাদ্বয় পবিত্রতাবস্থায়ই পরেছি। অতঃপর তিনি মোজা জোড়ার উপর মাস্হ করেন"। (বুখারী ২০৬, ৫৭৯৯ মুসলিম ২৭৪)

২. ছোট অপবিত্রতার জন্য মোজা মাস্হ করতে হবে। বড় অপবিত্রতার জন্যে নয়। অতএব গোসল ফরয হলে মোজার উপর মাস্হ করা যাবে না। বরং মোজাদ্বয় খুলে পদযুগল ধুয়ে নিতে হবে।

সাফ্ওয়ান বিন 'আস্সাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ الله(ﷺ) يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

"রাসূল (ﷺ) এর সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ ও ঘুমের কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন। বরং মোজার উপর মাস্হ করতে বলতেন। তবে জুনুবী হলে মোজা খুলতে বলতেন"।

(তিরমিযী ৯৬ নাসায়ী ১২৭ ইব্নু মাজাহ ৪৮৩)

৩. শুধু শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাস্‌হ করতে হবে।

তা হচ্ছে ; মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীমের (যিনি আশি বা ততোধিক কিলোমিটার পথ ভ্রমণের নিয়্যাত করে ঘর থেকে বের হননি) জন্য এক দিন এক রাত।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

"রাসূল (ﷺ) মোজা মাস্‌হ'র সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীম বা গৃহবাসীর জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন"। (মুসলিম ২৭৬)

আবূ বাক্‌রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

"রাসূল (ﷺ) মুসাফিরকে তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীমকে এক দিন এক রাত মোজা মাস্‌হ করার অনুমতি দিয়েছেন যখন তা পবিত্রতাবস্থায় পরা হয়"। (ইব্‌নু খুযাইমাহ ১৯২ ইব্‌নু হিব্বান ১৩২৪)

তবে এ সময়সীমা শুরু হবে মাস্‌হ'র পর ওযু ভাঙলে পুনরায় ওযু করার পর থেকে। তখন থেকে মুক্বীমের জন্য ২৪ ঘন্টা এবং মুসাফিরের জন্য ৭২ ঘন্টা মাস্‌হ'র জন্য নির্ধারিত।

৪. মোজা জোড়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র হলে তা যদি মূলগত হয় যেমনঃ মোজাগুলো গাধার চামড়া দিয়ে তৈরী তাহলে ওগুলোর উপর মাস্‌হ চলবে না। আর যদি মূলগত না হয় তাহলে নাপাকী দূরীকরণের পর ওগুলোর উপর মাস্‌হ করা যাবে।

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) صَلاَتَهُ قَالَ: مَاحَمَلَكُمْ

عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوْا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) : إِنَّ جِبْرِيْلَ عليه السلام أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ: أَذىً، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِيْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذىً، فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

"একদা রাসূল (ﷺ) সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি নামাযের মধ্যেই নিজ জুতো জোড়া পা থেকে খুলে নিজের বাঁ দিকে রাখলেন। তা দেখে সাহাবাগণও নিজ নিজ জুতোগুলো খুলে ফেলেন। রাসূল (ﷺ) নামায শেষে সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাদের কি হলো জুতোগুলো খুলে ফেললে কেন? সাহাবাগণ বললেন : আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেলেছি। তা শুনে রাসূল (ﷺ) বললেন : জিব্রীল আলাইহিস সালাম আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার জুতো জোড়ায় ময়লা (নাপাকী) রয়েছে। তাই আমি জুতো জোড়া খুলে ফেললাম। অতএব তোমাদের কেউ মসজিদে আসলে প্রথমে নিজ জুতো জোড়া ভালভাবে দেখে নিবে। অতঃপর তাতে কোন ময়লা বা নাপাকী পরিলক্ষিত হলে তা জমিনে ঘষে নিবে এবং তা পরেই নামায আদায় করবে"। (আবূ দাউদ ৬৫০)

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে, অপবিত্র কোন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না। বরং তা যে কোন ভাবে পবিত্র করে নিতে হবে। আর মোজা মাস্হ কিন্তু বাহ্যিক নাপাকী দূরীকরণের জন্য কোনমতেই যথেষ্ট নয়।

৫. মোজা জোড়া টাখনু পর্যন্ত পদযুগল ঢেকে রাখতে হবে। তেমনিভাবে ঘন সুতোর হতে হবে যাতে পায়ের রং বুঝা না যায়। চামড়ার মোজা হলে তো আরো ভালো। কারণ, তাতে মাস্হ'র ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তবে তা শর্ত করা অমূলক। কারণ, মোজা মাস্হ শরীয়তে যে সুবিধার জন্য চালু করা হয়েছে তা অন্য মোজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে ঘন সুতোর হওয়ার শর্ত এ জন্যই করা হয়েছে যে, যেন তা প্রয়োজনের কারণেই পরা হয়েছে তা বুঝা যায়। শুধু ফ্যাশনের জন্য শরীয়ত এ সুযোগ দিতে পারে না। মোজা সামান্য ছেঁড়া থাকলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে বেশি ছেঁড়া হলে চলবে না।

৬. মোজা জোড়া জায়েয পন্থায় সংগৃহীত ও শরীয়ত সম্মত হতে হবে।

এ জন্যেই চোরিত, অপহৃত, জীবন্ত পশুপাখির ছবি বিশিষ্ট ও পুরুষের জন্য রেশমি কাপড়ের তৈরি মোজার উপর মাস্‌হ করা যাবে না। কারণ, মোজার উপর মাস্‌হ করা শরীয়ত প্রদত্ত একটি সুবিধা। তাই এ সুবিধা গ্রহণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। তেমনিভাবে হারাম মোজা খুলে ফেলা আবশ্যক। কারণ, উহার উপর মাস্‌হ করার সুবিধে দেয়া মানে হারাম কাজে রত থাকায় সহযোগিতা করা। আর তা কখনোই ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না।

৭. মাস্‌হ'র সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মোজা খোলা যাবে না। মোজা খুলে ফেললে পুনরায় পা ধুয়ে ওযু করতে হবে। মাস্‌হ করা চলবে না।

যখন মাস্‌হ ভঙ্গ হয় ঃ

১. গোসল ফরয হলে। তখন গোসলই করতে হবে। মাস্‌হ'র কোন প্রশ্নই আসে না।

২. মাস্‌হ'র পর মোজা জোড়া খুলে ফেললে। তখন পা ধুয়ে ওযু করতে হবে। মাস্‌হ করা যাবে না।

৩. মাস্‌হের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে।

মাস্‌হ করার পদ্ধতিঃ

মোজা বা জাওরাবের উপরিভাগ মাস্‌হ করবে। তলা নয়।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

"যদি ইসলাম ধর্মটি মানব বুদ্ধিপ্রসূত হতো তাহলে মোজার উপরিভাগের চাইতে নিম্নভাগই মাস্‌হ'র জন্য উত্তম বিবেচিত হতো। কিন্তু আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মোজার উপরিভাগ মাস্‌হ করতে দেখেছি"।

(আবূ দাউদ ১৬২)

মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.

"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোজার উপরিভাগ মাস্হ করতেন"। (আবূ দাউদ ১৬১)

মোজা মাস্হ'র নিয়ম হচ্ছে ; ডান হাত ডান পায়ের অগ্রভাগে এবং বাম হাত বাম পায়ের অগ্রভাগে রেখে উভয় হাত জঙ্ঘার দিকে একবার টেনে নিবে।

জাওরাবের উপর মাস্হ:

আরবী ভাষায় জাওরাব বলতে মোজার পরিবর্তে পায়ের উপর পরা বস্তুকে বুঝানো হয়। মোজা মাস্হ'র ন্যায় জাওরাবের উপরও মাস্হ করা যায়। মুগীরা বিন্ শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করার সময় জাওরাব ও জুতোর উপর মাস্হ করেছেন"। (আবূ দাউদ ১৫৯)

পাগড়ীর উপর মাস্হ:

চিবুকের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে মজবুত করে মাথায় বাঁধা পাগড়ীর উপরও মাস্হ করা যায়।

'আমর বিন উমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাগড়ীর উপর মাস্হ করতে দেখেছি"।

(বুখারী ২০৫)

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোজা ও পাগড়ীর উপর মাস্হ করেছেন"।

(মুসলিম ২৭৫)

সাউবান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

"রাসূল (ﷺ) একদল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পাঠালে (মাথা ও পা উন্মুক্ত করে মাথা মাস্হ ও পা ধোয়ার কারণে) তাদের ঠান্ডা লেগে যায়। অতঃপর তারা রাসূল (ﷺ) এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও জাওরাবের উপর মাস্হ করার আদেশ করেন"। (আবূ দাউদ ১৪৬)

পাগড়ীর উপর মাস্হ করার নিয়ম হচ্ছে; পুরো পাগড়ীর উপর মাস্হ করবে অথবা কপাল ও পাগড়ী উভয়টাই মাস্হ করবে।

মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ (ﷺ) فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

"নবী (ﷺ) ওযু করার সময় কপাল, পাগড়ী ও মোজা মাস্হ করেছেন"। (মুসলিম ২৭৪ আবূ দাউদ ১৫০)

জাওরাব ও পাগড়ী মাস্হ'র ক্ষেত্রে মোজা মাস্হ'র শর্তগুলো প্রযোজ্য।

ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হঃ

ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার হাদীসগুলো দুর্বল হলেও উহাকে মোজা মাস্হ'র সাথে তুলনামূলক বিবেচনা করলে ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার যুক্তিযুক্ততা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, মোজা মাস্হ'র চাইতে ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। অতএব সহজতার জন্য যদি শরীয়তে মোজা মাস্হের বিধান থাকতে পারে তাহলে ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার বিধানও শরীয়তে অবশ্যই রয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে **মোজা ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্হ করার মধ্যে পার্থক্য** রয়েছে। তা নিম্নরূপঃ

১. ব্যাণ্ডেজ খোলা ক্ষতিকর হলেই উহার উপর মাস্হ করা যায়। নতুবা নয়। মোজা মাস্হ'র ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়।

২. ব্যাণ্ডেজ পুরোটার উপরই মাস্হ করতে হয়।

তবে ধোয়া আবশ্যক এমন স্থানে ব্যাণ্ডেজটি বাঁধা না হলে উহার উপর মাস্হ করতে হবে না। কারণ, ব্যাণ্ডেজ পুরোটা মাস্হ করতে কোন অসুবিধে

নেই। এর বিপরীতে মোজা পুরোটা মাস্‌হ করা কষ্টকর। এ জন্য সুন্নাত অনুযায়ী মোজার উপরিভাগ মাস্‌হ করলেই চলে।

৩. ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্‌হ করার নির্ধারিত কোন সময়সীমা নেই। কারণ, তা প্রয়োজন বলেই করতে হয়। সে জন্য প্রয়োজন যতক্ষণই থাকবে ততক্ষণই মাস্‌হ করবে।

৪. উভয় নাপাকীর সময় ব্যাণ্ডেজের উপর মাস্‌হ করা যায়। কিন্তু মোজা মাস্‌হ শুধু ছোট নাপাকীর জন্যে।

৫. পবিত্রতার বহুপূর্বে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলেও উহার উপর মাস্‌হ করা যাবে। কিন্তু মোজা মাস্‌হ'র জন্য পবিত্রতার পরেই মোজা পরতে হয়।

৬. ব্যাণ্ডেজ প্রয়োজনানুসারে যে কোন অঙ্গে বাঁধা যায়। কিন্তু মোজা শুধু পায়েই পরতে হয়। অন্য কোথাও নয়।

ক্ষত বিক্ষত স্থানের শরয়ী বিধানঃ

ধোয়া আবশ্যক এমন কোন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হলে তা চারের এক অবস্থা থেকে খালি হবে না। তা নিম্নরূপঃ

১. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত এবং তা ধোয়া ক্ষতিকরও নয়। তা হলে অঙ্গটি ধুতে হবে।

২. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত তবে তা ধোয়া ক্ষতিকর।

এমতাবস্থায় উহার উপর মাস্‌হ করতে হবে।

৩. ক্ষত স্থানটি এখনো উন্মুক্ত তবে উহা ধোয়া বা মাস্‌হ করা উভয়ই ক্ষতিকর।

এমতাবস্থায় উহার উপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মাস্‌হ করতে হবে। তাও সম্ভবপর না হলে তায়াম্মুম করবে।

৪. ক্ষত স্থানটি ব্যাণ্ডেজ করা আছে।

এমতাবস্থায় উহার উপর মাস্‌হ করবে। ধুতে হবে না। তেমনিভাবে কোন অঙ্গ মাস্‌হ করলে উহার বিকল্প তায়াম্মুমের কোন প্রয়োজন থাকে না।

গোসলঃ

যখন গোসল করা ফরযঃ

নিম্নোক্ত চারটি কারণের যে কোন একটি কারণ সংঘটিত হলে যে কোন পুরুষ বা মহিলার উপর গোসল করা ফরয। উপরন্তু মহিলাদের গোসল ফরয হওয়ার জন্য আরো দু'টি বাড়তি কারণ রয়েছে। সে কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলেঃ

উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়। তেমনিভাবে স্বপ্নদোষ হলেও। তবে তাতে উত্তেজনার শর্ত নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾.

"তোমরা জুনুবী হলে ভালভাবে গোসল করে নিবে"। (মায়িদাহ : ৬)

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

"বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়"। (মুসলিম ৩৪৩)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

"মযি দেখতে পেলে লিঙ্গটি ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। আর বীর্যপাত হলে গোসল করে নিবে"। (আবূ দাউদ ২০৬)

স্বপ্নদোষঃ

যে কোন ব্যক্তির (পুরুষ হোক বা মহিলা) স্বপ্নদোষ হলে তদুপরি কাপড়ে বা শরীরে বীর্যের কোন দাগ পরিলক্ষিত হলে তাকে গোসল করতে হবে। তবে কোন দাগ পরিলক্ষিত না হলে তাকে গোসল করতে হবে না। যদিও স্বপ্নদোষের পুরো চিত্রটি তার মনে পড়ে। পুরুষের যেমন স্বপ্নদোষ

হয় তেমনিভাবে মহিলাদেরও হয়।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে কি? তিনি বললেন :

نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

"হাঁ, যদি সে (কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখতে পায়। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এ কথা শুনে লজ্জায় মুখ ঢেকে নিলেন এবং বলেন : হে রাসুল! মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন তিনি বললেন ":

نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

"হাঁ, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক, (যদি তাদের স্বপ্নদোষ নাই হয়) তাহলে সন্তান কিভাবে তাদের রং ও রূপ ধারণ করে"।

(বুখারী ১৩০, ২৮২ মুসলিম ৩১৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ فَإِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ.

"পুরুষের বীর্য গাঢ় শুভ্র। আর মেয়েদের বীর্য পাতলা হলদে। যদি মহিলার বীর্য পুরুষের বীর্যের আগে ও অধিকহারে পতিত হয় তাহলে বাচ্চাটি মামাদের রং ও গঠন ধারণ করবে। আর যদি পুরুষের বীর্য মহিলার বীর্যের আগে ও অধিকহারে পতিত হয় তাহলে বাচ্চাটি চাচাদের রং ও গঠন ধারণ করবে"। (মুসলিম ৩১১,৩১৪)

ঘুম থেকে জেগে পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পেলে:

কেউ ঘুম থেকে জেগে নিজ পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পেলে তা তিনের এক অবস্থা থেকে খালি হবে না। তা নিম্নরূপঃ

১. সে নিশ্চিত যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের।

এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে। স্বপ্নদোষের কথা স্মরণে আসুক বা নাই আসুক।

যুবাইদ বিন সাল্‌ত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ، وَصَلَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِيْ إِلاَّ قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ، وَمَا اغْتَسَلْتُ، فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِيْ ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ اِرْتِفَاعِ الضُّحَى.

"'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সাথে জুরুফের দিকে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ তিনি পোশাকের দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পরও তিনি গোসল না করে নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে; অথচ আমার খবর নেই। এমতাবস্থায় আমি গোসল না করে নামায পড়েছি। এরপর তিনি গোসল করেন এবং কাপড়ের দৃষ্ট নাপাকীটুকু ধুয়ে ফেলেন ও অদৃষ্ট নাপাকীটুকুর জন্য পানি ছিঁটিয়ে দেন। পরিশেষে তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্তে আযান-ইকামাত দিয়ে উক্ত নামায আদায় করেন"। (বায়হাকী, হাদীস ৭৭২)

২. সে নিশ্চিত যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের নয়।

এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে না। বরং দৃষ্ট নাপাকীটুকু ধুয়ে ফেলবে।

৩. সে নিশ্চিতভাবে জানে না যে, এ আর্দ্রতা বীর্যের না মযির।

এ প্রকার আবার দু'য়ের এক অবস্থা থেকে খালি নয়। তা নিম্নরূপঃ

ক. সে স্মরণ করতে পারছে যে, সে ঘুমানোর পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে কোলাকুলি, চুমাচুমি ইত্যাদি করেছে অথবা সে সহবাসের চিন্তা ও কামোত্তেজনার সহিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছে। এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে না। বরং সে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। কারণ, সাধারণত এ সকল পরিস্থিতিতে মযিই বের হয়ে থাকে।

খ. সে স্মরণ করতে পারছে যে, সে ঘুমের পূর্বে উপরোক্ত আচরণ করেনি; যাতে মযি বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় তাকে গোসল করতে হবে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَذْكُرُ اِحْتِلاَمًا ؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ ؟ قَالَ: لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ.

"রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, জনৈক ব্যক্তি নিজ পোশাকে আর্দ্রতা পেয়েছে। তবে স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণে নেই। সে কি করবে? তিনি বললেন : গোসল করবে। অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে ঠিকই। তবে সে নিজ পোশাকে আর্দ্রতা দেখতে পায়নি। সে কি করবে? তিনি বললেন : তাকে গোসল করতে হবে না"। (আবূ দাউদ ২৩৬ তিরমিযী ১১৩ ইব্নু মাজাহ ৬১৭)

২. স্ত্রীসহবাস করলে:

স্ত্রীসঙ্গম করলে গোসল করতে হয়। বীর্যপাত হোক বা নাই হোক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا﴾.

"তোমরা জুনুবী হলে ভালভাবে গোসল করে নিবে"। (মায়িদাহ : ৬)

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় এবং পুরুষের লিঙ্গাগ্র স্ত্রীর যোনিদ্বারকে অতিক্রম করে (বীর্যপাত হোক বা নাই হোক) তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়"। (মুসলিম,হাদীস ৩৪৯)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

"যখন কোন পুরুষ স্ত্রীসঙ্গমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। অতঃপর রমণের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় তার বীর্যপাত হোক বা নাই হোক তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে"। (বুখারী ২৯১ মুসলিম ৩৪৮)

জানাবত (বীর্যপাত সংক্রান্ত অপবিত্রতা) বিষয়ক বিধান :

জুনুবী মহিলার কেশ সংক্রান্ত মাস্আলা:

জানাবতের গোসলের সময় মহিলাদের (মজবুত করে বাঁধা) বেণী খুলতে হয় না।

উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমি খুব মজবুত করে বেণী বেঁধে থাকি। জানাবতের গোসলের সময় তা খুলতে হবে কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তদুত্তরে বললেন :

لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَىْ رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

"বেণী খুলতে হবে না। তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, মাথার উপর তিন কোষ পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। তাতেই পবিত্র হয়ে যাবে। তবে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য যে গোসল করা হয় তাতে বেণী খোলা মুস্তাহাব"। (মুসলিম,হাদীস ৩৩০)

আয়শা (রাযিয়ালাহু আনহা)থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ঋতুশেষে গোসল করার সময় আদেশ করের।

اُنْقُضِيْ شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِيْ

"বেণী খুলে গোসল সেরে নাও"। (ইব্নু মাজাহ ৬৪৬)

জুনুবী ব্যক্তির সাথে মেলামেশা বা মোসাফাহা:

জুনুবী ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে এমনভাবে নাপাক হয় না যে, তাকে ছোঁয়া যাবে না। শুধু এতটুকু যে, ইসলামী শরীয়ত তাকে বিধানগতভাবে নাপাক সাব্যস্ত করে গোসল করা ফরয করে দিয়েছে। সুতরাং তার সাথে উঠা-বসা, মেলামেশা, খাওয়া-পান করা, মোসাফাহা ইত্যাদি জায়েয।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ الله (ﷺ) وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا

هِرٍّ؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَقِيْتَنِيْ وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

"একদা জুনুবী অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার হাত ধরলে আমি তাঁর সাথে চলতে থাকি। অতঃপর তিনি এক জায়গায় বসলেন। ইত্যবসরে আমি চুপে চুপে ঘরে এসে গোসল সেরে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখনো বসা ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ; অথচ আমি জুনুবী। অতএব গোসল করার পূর্বেই আপনার সাথে উঠাবসা করবো তা আমি পছন্দ করি নি। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ্! (আশ্চর্য) মু'মিন ব্যক্তি (বাস্তবিকপক্ষে) কখনো নাপাক হয় না"। (বুখারী ২৮৩, ২৮৫ মুসলিম ৩৭১)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ): لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوَضُوْءَ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক আনসারীকে ডেকে পাঠালে সে দ্রুত গোসল সেরে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তখনো তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে বললেন : মনে হয় আমি তোমাকে তাড়াহুড়োয় ফেলে দিয়েছি। সে বললোঃ জী হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যখন সঙ্গম সম্পন্ন অথবা বীর্যপাত না হয় তখন ওযু করলেই চলবে গোসল করতে হবে না। তবে নামাযের জন্য অবশ্যই গোসল করতে হবে"। (বুখারী ১৮০ মুসলিম ৩৪৫)

জুনুবী ব্যক্তির পানাহার, নিদ্রা ও পুনঃসহবাসঃ

জুনুবী ব্যক্তি লজ্জাস্থান ধৌত করে শুধু ওযু সেরেই ঘুমুতে বা কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

একদা 'উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করেনঃ আমরা কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারবো কি? তিনি বললেন :

نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ

"হ্যাঁ, তবে অযু করে নিলে"। (বুখারী ২৮৯ মুসলিম ৩০৬)

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুনুবী অবস্থায় যখন ঘুমুতে অথবা কিছু খেতে ইচ্ছে করতেন তখন নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিতেন"।

(বুখারী ২৮৮ মুসলিম ৩০৫)

জুনুবী অবস্থায় আবারো সহবাস করতে চাইলে ওযু করে নিতে হয়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ.

"তোমাদের কেউ একবার স্ত্রীসহবাস করে আবারো করতে চাইলে তখন সে ওযু করে নিবে"। (মুসলিম ৩০৮)

৩. কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে। চাই সে আদতেই কাফির থেকে থাকুক অতঃপর মুসলমান হয়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (পুনরায় কাফির) হয়ে অতঃপর মুসলমান হয়েছে।

ক্বাইস্ বিন 'আসিম্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন"। (আবূ দাউদ ৩৫৫ তিরমিযী ৬০৫ নাসায়ী ১৮৮)

তেমনিভাবে যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজ অন্তরকে নিষ্কলুষ করে নিল তখন তার শরীরকেও গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করে নিতে হবে।

৪. যুদ্ধক্ষেত্রের শহীদ ব্যতীত যে কোন মুসলমান ইন্তেকাল করলে।

আব্দুল্লাহ্ বিন ‘আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ(ﷺ) بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(ﷺ) فَقَالَ: اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ، وَ سِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

“একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর সাথেই হজ্জ মৌসুমে আরাফায় অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উট থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মারা গেলে তার ব্যাপারটি রাসূল (ﷺ) এর কর্ণগোচরে আনা হলে তিনি বললেন: তাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও। অতঃপর তাকে খোশবু লাগিয়ে ইহ্রামের কাপড় দু’টিতেই কাফন দিয়ে দাও। কিন্তু তার মাথা ঢেকে দিবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়্যাহ্ পড়াবস্থায়ই পুনরুত্থিত করবে”। (বুখারী ১২৬৬ মুসলিম ১২০৬)

উম্মে ‘আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (ﷺ) وَ نَحْنُ نَغْسِلُ اِبْنَتَهُ فَقَالَ: اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ.

“নবী (ﷺ) আমাদের নিকট এসেছেন যখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন: তোমরা ওকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে তিন বার, পাঁচ বার অথবা যতবার প্রয়োজন গোসল দাও”। (বুখারী ১২৫৩ মুসলিম ৯৩৯)

৫. মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে। তবে গোসল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পূর্ব শর্ত।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ، وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾.

"তারা (সাহাবাগণ) আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে ; আপনি বলুনঃ তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না ও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। তবে যখন তারা (গোসল করে) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়ে যাবে তখনই তোমরা তাদের সাথে সম্মুখ পথে সহবাস করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাকারী ও পবিত্রতা অন্বেষণকারীদের ভালবাসেন"। (বাকারাহ্ : ২২২)

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ (ﷺ) فَقَالَ: ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

"ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবাইশ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এর ইস্তিহাযা হতো। তাই তিনি নবী (ﷺ) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ এ হচ্ছে রোগ যা কোন নাড়ি বা শিরা থেকে বের হচ্ছে। ঋতুস্রাব নয়। তাই যখন ঋতুস্রাব শুরু হবে তখন নামায বন্ধ রাখবে। আর যখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী ঋতুস্রাব শেষ হয়ে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে। (বুখারী ৩২০ মুসলিম ৩৩৪)

৬. নিফাস বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব নির্গত হলে।

তবে নিফাস থেকে গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়া পূর্ব শর্ত। নিফাস ঋতুস্রাবের ন্যায়। বরং তা ঋতুস্রাবই বটে। বাচ্চাটি মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার নাভিকূপের মধ্য দিয়ে তন্ত্রী যোগে এ ঋতুস্রাবই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাই বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর

ঋতুস্রাবটুকু কোন বিতরণক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন যোনিপথে বের হয়ে আসছে। নিফাস সন্তান প্রসবের সাথে সাথে অথবা উহার পরপরই বের হয়। তেমনিভাবে তা সন্তান প্রসবের এক দু' তিন দিন পূর্ব থেকেও প্রসব বেদনার সাথে বের হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ঋতুস্রাবকেও নিফাস বলা হয়।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ)، وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ (ﷺ)، وَ أَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِيْ.

"আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ইতিমধ্যে আমরা সারিফ্ নামক স্থানে পৌঁছুলে আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায়। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কাঁদতে দেখে বললেন : কি হলো, তোমার কি নিফাস্ তথা ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে? আমি বললামঃ জি হ্যাঁ! তিনি বললেন : এ ব্যাপারটি পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ ﷻ মহিলাদের জন্য অবধারিত করে রেখেছেন। অতএব তুমি হাজ্জীসাহেবানরা যাই করে তাই করবে। তবে তুমি পবিত্র হয়ে গোসলের পূর্বে তাওয়াফ করবে না"।

(বুখারী ২৯৪ মুসলিম ১২১১)

উক্ত হাদীসে ঋতুস্রাবকে নিফাস্ বলা হয়েছে। অতএব বুঝা গেলো, উভয়ের বিধান একই।

সমস্ত আলেম সম্প্রদায় নিফাসের পর গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত।

জুনুবী অবস্থায় যা করা নিষেধঃ

জুনুবী ব্যক্তি পাঁচটি কাজ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়। সে কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. নামায পড়াঃ

জুনুবী অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا﴾.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত বা জুনুবী অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বোধ শক্তি ফিরে পাও এবং গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তোমরা মসজিদের উপর দিয়ে চলতে পার"। (নিসা : ৪৩)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"ওযু ভঙ্গকারী কোন ব্যক্তির নামায আদায় হবে না যতক্ষণ না সে ওযু করে"। (বুখারী ১৩৫ মুসলিম ২২৫)

২. কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা:

জুনুবী অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা নাজায়েয।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"কা'বা শরীফ তাওয়াফ্ করা নামাযের ন্যায়। তবে তাতে কথা বলা যায়। অতএব তোমরা কথা বলতে চাইলে কল্যাণকর কথাই বলবে"।
(তিরমিযী ৯৬০ নাসায়ী ২৯২৫)

৩. কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা:

জুনুবী অবস্থায় কোরআন মাজীদ স্পর্শ করা নাজায়েয।

'আমর বিন্ হায্ম, হাকীম বিন্ হিযাম ও আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَمَسُّ الْقُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের কেউ কোরআন স্পর্শ করবে না"।
(মালিক ১ দারাক্বুত্বনী ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩)

৪. কোরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা:

জুনুবী অবস্থায় কোরআন মাজীদ পড়া যাবে না।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ.

"রাসূল (ﷺ) জুনুবী অবস্থা ছাড়া যে কোন সময় আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ রাসূল (ﷺ) শৌচাগার সেরে আমাদেরকে কোরআন পড়াতেন ও গোস্ত খেতেন। অর্থাৎ জুনুবী অবস্থা ছাড়া তিনি কখনো আমাদেরকে কোরআন পড়ানো বন্ধ করতেন না"।
(তিরমিযী ১৪৬ আবূ দাউদ ২২৯ নাসায়ী ২৬৬, ২৬৭ ইব্নু মাজাহ ৬০০)

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি ওযু শেষে বললেন : এভাবেই রাসূল (ﷺ) ওযু করেছেন। অতঃপর তিনি সামান্যটুকু কোরআন পাঠ করলেন। এরপর বললেন :

هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ، وَلاَ آيَةً.

"জুনুবী ব্যক্তি ছাড়া সবাই কোরআন পড়তে পারবে। তবে জুনুবী ব্যক্তি একেবারেই পড়তে পারবে না। এমনকি একটি আয়াতও নয়"। (আহ্মাদ ৮৮২)

৫. মসজিদে অবস্থান করা:

জুনুবী অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা না জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا﴾.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত বা জুনুবী অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বোধ শক্তি ফিরে পাও এবং গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের উদ্দেশ্যে তোমরা মসজিদের উপর দিয়ে চলতে পার"। (নিসা : ৪৩)

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.

"তোমরা মসজিদমুখী ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ, ঋতুবতী বা জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নয়"। (আবূ দাউদ ২৩২)

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। তবে উহার শেষাংশের সমর্থন উক্ত আয়াতে রয়েছে।

তবে জুনুবী ব্যক্তি মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারে যা পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

ঋতুবতী এবং নিফাসী মহিলাও মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারে। যদি মসজিদ নাপাক হওয়ার ভয় না থাকে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ: تَنَاوَلِيْهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ.

"আমাকে রাসূল (ﷺ) বললেন : মসজিদ থেকে নামাযের বিছানাটি দাও দেখি। আমি বললামঃ আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন : দাও, ঋতুস্রাব তো আর তোমার হাতে লাগেনি"। (মুসলিম ২৯৮ নাসায়ী ২৭২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِيْنِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ: إِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ.

"একদা রাসূল (ﷺ) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : হে 'আয়েশা! (মসজিদ থেকে) আমাকে কাপড়টি দাও দেখি।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন : আমি ঋতুবতী। রাসূল (ﷺ) বললেন: ঋতুস্রাব তো আর তোমার হাতে লাগেনি"।

(মুসলিম ২৯৯ নাসায়ী ২৭১)

মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا، وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَقُوْمُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ.

"রাসূল (ﷺ) আমাদের কোন একজন ঋতুবতী থাকাবস্থায় তার নিকট এসে কোলে মাথা রেখে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তেমনিভাবে আমাদের কোন একজন ঋতুবতী থাকাবস্থায় রাসূল (ﷺ) এর নামাযের বিছানাটি মসজিদে রেখে আসতো"।

(নাসায়ী ২৭৪, ৩৮৫ হুমাইদী ৩১০)

গোসলের শর্তসমূহ:

গোসলের শর্ত আটটি তা নিম্নরূপঃ

১. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত গোসল শুদ্ধ হবে না।

২. গোসলকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফিরের গোসল শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়।

৩. গোসলকারী জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের গোসল শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না তার চেতনা ফিরে আসে।

৪. গোসলকারী ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের গোসল শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য নয়। তাদের গোসল করা বা না করা সমান।

৫. গোসল শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত স্থির থাকতে হবে। অতএব গোসল চলাকালীন নিয়্যাত ভঙ্গ করলে গোসল শুদ্ধ হবে না।

৬. গোসল চলাকালীন গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোন কারণ যেন পাওয়া না যায়। তা না হলে গোসল তৎক্ষণাৎই নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. গোসলের পানি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৮. গোসলের অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছুতে বাধা প্রদান করে এমন বস্তু অপসারণ করতে হবে।

রাসূল (ﷺ) যেভাবে গোসল করতেন:

পরিপূর্ণ গোসলের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১. প্রথমে গোসলের নিয়্যাত করতেন।

উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"প্রতিটি কর্ম নিয়্যাত নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত (নিজ আবাসভূমি ত্যাগ) করে তাহলে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজরত করেছে। (বুখারী ১ মুসলিম ১৯০৭)

২. "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে গোসল শুরু করতেন। যেমনিভাবে তা বলে ওযু শুরু করতেন।

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

"নবী (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন প্রথমে উভয়

হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুয়ে নিতেন। অতঃপর বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন। এরপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। অতঃপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ভিজিয়ে কেশমূল খেলাল করতেন। অনন্তর মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢালতেন। পরিশেষে পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন"। (বুখারী ২৪৮ মুসলিম ৩১৬)

মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ الله (ﷺ) غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ يَقُوْلُ: بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِيْ يَنْفُضُهُ.

"আমি রাসূল (ﷺ) কে জানাবাতের গোসলের জন্য পানি দিলে তিনি নিজ হস্তযুগল দু' বা তিন বার ধৌত করেন। অতঃপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে নিজ লজ্জাস্থান পরিষ্কার করেন। এরপর ভূমিতে হস্তস্থাপন করে তা ভালভাবে ঘষে নেন। অতঃপর নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করেন। তবে পদযুগল ধোননি। অনন্তর তিনি নিজ মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢেলে দেন এবং পুরো শরীর ভালভাবে ধৌত করেন। অতঃপর পূর্বস্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পদযুগল ধুয়ে ফেলেন। পরিশেষে আমি তাঁর নিকট তোয়ালে নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। বরং হাত দিয়ে পানিটুকু ঝেড়ে ফেলেন"।

(বুখারী ২৪৯, ২৭৪ মুসলিম ৩১৭)

৪. বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন।

মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَفْرَغَ النَّبِيُّ (ﷺ) عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ.

"নবী (ﷺ) একদা বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করেন"। (বুখারী ২৫৭)

৫. বাম হাতটি পবিত্র মাটি দিয়ে বা দেয়ালে ঘষে নিতেন অথবা পানি দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে নিতেন ।

মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَفْرَغَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ.

"রাসূল (ﷺ) একদা বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করেন। অতঃপর হাত খানা ভূমিতে বা দেয়ালে ঘষে নেন"।

(বুখারী ২৬৬, ২৭৪)

৬. নামাযের ওযুর ন্যায় ভালভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করতেন অথবা ওযুর সময় পদযুগল না ধুয়ে গোসল শেষে তা ধৌত করতেন। তবে ওযু করার সময় মাথা মাস্হ করেননি।

মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

غَسَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

"নবী (ﷺ) (গোসল করার সময়) উভয় হাত দু' বা তিন বার ধুয়েছেন। অতঃপর কুলি করেছেন। নাকে পানি দিয়েছেন। মুখ মণ্ডল ও হস্তদ্বয় ধৌত করেছেন। মাথা তিন বার ধুয়েছেন। পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর পূর্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়ে পদযুগল ধুয়েছেন"। (বুখারী ২৫৭, ২৫৯, ২৬৫, ২৭৪, ২৭৬)

'আয়েশা ও আব্দুল্লাহ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ الله (ﷺ) يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا، وَيُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

"রাসূল (ﷺ) (গোসল করার সময়) উভয় হাত তিন বার ধুয়ে নিতেন। তিন বার কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। তিন বার মুখ মণ্ডল ও হস্তযুগল ধৌত করতেন। তবে মাথা মাস্হ না করে তৎপরিবর্তে তিনি মাথায় পানি ঢেলে দিতেন"। (নাসায়ী ৪২২)

৭. পানি দ্বারা হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে তা দিয়ে চুল খেলাল করতেন। যাতে কেশমূল তথা চর্ম পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। অতঃপর দু'হাতে তিন চিল্লু পানি নিয়ে তা মাথায় ঢেলে দিতেন। প্রথমে মাথার ডান ভাগ অতঃপর মাথার বাম অংশ এবং পরিশেষে মাথার মধ্য ভাগে পানি প্রবাহিত করতেন।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ الله (ﷺ) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) যখন জানাবাতের গোসলের ইচ্ছে করতেন তখন দুগ্ধদোহনপাত্রের ন্যায় এক পাত্র পানি আনতে বলতেন। এরপর তিনি হাতে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পার্শ্বে অতঃপর বাম পার্শ্বে প্রবাহিত করতেন। পুনরায় দু' হাতে পানি নিয়ে তা মাথায় ঢেলে দিতেন।

(বুখারী ২৫৮ মুসলিম ৩১৮)

জানাবাতের গোসলের সময় মহিলাদের মাথার বেণী খুলতে হবে না।

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَارَسُوْلَ الله! إِنِّيْ اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.

"আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভালভাবে মাথায় বেণী বেঁধে থাকি। তা জানাবাতের গোসলের সময় খুলতে হবে কি? অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তা জানাবাত ও ঋতুস্রাবের গোসলের সময় খুলতে হবে কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : বেণী খুলতে হবে না। তোমার জন্য যথেষ্ট এই যে, তুমি তোমার মাথায় তিন চিল্লু পানি ঢেলে দিবে। পুনরায় পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তবে ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসলের সময় বেণী খোলা মুস্তাহাব"। (মুসলিম ৩৩০)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ঋতুশেষে গোসল করার সময় আদেশ করেনঃ

أُنْقُضِيْ شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلِيْ

" (হে আয়েশা!) তুমি বেণী খুলে গোসল সেরে নাও"।

(ইব্নু মাজাহ ৬৪৬)

৮. পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। প্রথমে ডান পার্শ্বে অতঃপর বাম পার্শ্বে প্রবাহিত করতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। এমনকি জুতো পরা, মাথা আঁচড়ানো, পবিত্রতার্জন তথা সর্ব ব্যাপারই"।

বিশেষকরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বগল, কুঁচকি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাঁজসমূহ ভালভাবে ধুয়ে নিতেন। (বুখারী ১৬৮ মুসলিম ২৬৮)

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوْءَ، وَيُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছে করলে প্রথমে দু'হাত ধুয়ে নিতেন। অতঃপর পানি ঢেলে বগল ও কুঁচকি ধৌত করতেন। এরপর

উভয় হাত পরিষ্কার করে দেয়ালে ঘঁষে নিতেন। অনন্তর ওযু করে মাথায় পানি ঢালতেন"। (আবূ দাউদ ২৪৩)

ঘষা মলার প্রয়োজন হলে তা করে নিবে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আস্মা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) রাসূল (ﷺ) কে ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا.

"বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে খুব ভালভাবে পবিত্রতার্জন করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে খুব ভালভাবে মলবে"। (মুসলিম ৩৩২)

৯. পূর্বের জায়গা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে উভয় পা ধুয়ে নিতেন। তবে রাসূল (ﷺ) গোসল শেষে তোয়ালে দিয়ে শরীর শুকিয়ে নিতেন না। এ সংক্রান্ত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খোলা জায়গায় গোসল করা নিষেধঃ

খোলামেলা জায়গায় গোসল করা অনুচিত। বরং পর্দার ভেতরে গোসল করবে।

উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ.

"আমি মক্কাবিজয়ের বছর রাসূল (ﷺ) এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন।" (বুখারী ২৮০ মুসলিম ৩৩৬)

মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

سَتَرْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

"আমি রাসূল (ﷺ) কে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এমতাবস্থায় তিনি জানাবাতের গোসল করেছেন"। (বুখারী ২৮১ মুসলিম ৩৩৭)

গোসলের ওযু দিয়েই নামায পড়া যায়ঃ

গোসলের ওযু দিয়ে নামায পড়া, কোরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি

সম্ভব। এ জন্য নতুন ওযু করতে হবে না।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ الله (ﷺ) يَغْتَسِلُ، وَيُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ، وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

"রাসূল (ﷺ) গোসল সেরে দু' রাকআত সুন্নাত ও ফজরের ফরয নামায পড়তেন। কিন্তু তিনি গোসলের পর নতুন ওযু করতেন না"। (আবূ দাউদ, হাদীস ২৫০ তিরমিযী, হাদীস ১০৭ নাসায়ী, হাদীস ২৫৩ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৫৮৫)

যখন গোসল করা মুস্তাহাবঃ

কিছু কিছু কারণ ও সময়ে গোসল করা মুস্তাহাব। তা নিম্নরূপঃ

১. জুমুআ র দিন গোসল করাঃ

জুমুআ র দিন গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

আবূ সাঈদ্ খুদ্রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"জুমুআর দিন গোসল করা প্রত্যেক সাবালকের উপর ওয়াজিব"।

(বুখারী ৮৭৯ মুসলিম ৮৪৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"তোমাদের কেউ জুমুআ পড়ার ইচ্ছে করলে সে যেন গোসল করে নেয়"। (বুখারী ৮৭৭ মুসলিম ৮৪৪)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ.

"জুমুআর দিন গোসল করা প্রত্যেক সাবালকের উপর ওয়াজিব। সম্ভব

হলে মিসওয়াক ও খোশবু গ্রহণ করবে”।

(বুখারী ৮৮০ মুসলিম ৮৪৬)

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন :

حَقٌّ لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَّغْتَسِلَ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

“প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ্’র অধিকার এই যে, সে প্রতি সপ্তাহে একদিন গোসল করবে। তখন সে নিজ মাথা ও পুরো শরীর ধৌত করবে”। (বুখারী ৮৯৭, ৮৯৮ মুসলিম ৮৪৯)

উক্ত হাদীসগুলো থেকে জুমুআর দিন গোসল ওয়াজিব হওয়া বুঝা যাচ্ছে এবং তা ইব্নুল জাওযী, ইব্নু হায্ম্ ও ইমাম শাওকানীর নিজস্ব মত। তবে এর বিপরীত হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে জুমুআর দিন গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হিসেবেই প্রমাণিত হয়।

সামুরা এবং আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

“জুমুআর দিন ওযু করা যথেষ্ট এবং ভালো কাজ। তবে গোসল করা আরো ভালো”। (আবূ দাউদ ৩৫৪ তিরমিযী ৪৯৭ নাসায়ী ১৩৮১ ইব্নু মাজাহ ১১০০)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

“যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে জুমুআয় উপস্থিত হয়। অতঃপর নীরবে খুতবা শ্রবণ করে আল্লাহ্ তা'আলা গত জুমুআ থেকে এ জুমুআ পর্যন্ত এবং বাড়তি আরো তিন দিনের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কঙ্কর স্পর্শ করল সে যেন অযথা কর্মে লিপ্ত হল”।

(মুসলিম ৮৫৭ তিরমিযী ৪৯৮)

জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব না হলেও তাতে অনেক ফযীলত রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْـجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُـمَّ أَنْـصَتَ حَتَّى يَفْـرُغَ مِـنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْـجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"যে ব্যক্তি গোসল করে জুমুআ উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর যতটুকু সম্ভব নামায পড়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকেছে। এরপর ইমাম সাহেবের সাথে নামায পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এ জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত এবং আরো বাড়তি তিন দিনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন"। (মুসলিম ৮৫৭)

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِـنْ طِيْـبٍ – إِنْ كَـانَ عِنْدَهُ – ثُمَّ أَتَى الْـجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَـا كَتَـبَ اللهُ لَـهُ، ثُـمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَـا وَبَـيْنَ جُمُعَتِـهِ الَّتِيْ قَبْلَهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে এবং খোশবু থাকলে তা ব্যবহার করে জুমুআয় উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর সে মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে সামনে যেতে চায়নি এবং যতটুকু সম্ভব নফল নামায পড়েছে। অনন্তর ইমাম সাহেব মিম্বারে উঠার পর হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থেকেছে। তার এ কর্মকলাপ পূর্ববর্তী জুমুআ থেকে এ জুমুআ পর্যন্ত এবং বাড়তি আরো তিন দিনের গুনাহ্ মোচনের জন্য যথেষ্ট হবে"। (আবূ দাউদ ৩৪৩)

আউস বিন আউস সাক্বাফী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِـنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"যে ব্যক্তি জুমুআ র দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালভাবে ধৌত করে গোসল করেছে। অতঃপর খুব সকাল-সকাল ঘর থেকে বের হয়ে পায়ে হেঁটে মসজিদে উপস্থিত হয়েছে। এরপর ইমামের নিকটবর্তী হয়ে অনর্থ কর্মে মগ্ন না হয়ে সর্বান্তঃকরণে খুতবা শুনেছে ; তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এক বছর যাবৎ নামায-রোযা পালনের সাওয়াব দিবেন"। (আবূ দাউদ ৩৪৫ তিরমিযী ৪৯৬ নাসায়ী ১৩৮২)

২. হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রামের জন্য গোসল করাঃ

হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

যায়েদ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য জামা-কাপড় খুলে গোসল করতে দেখেছি"। (তিরমিযী ৮৩০ দারামী ১৮০১ ইব্‌নু খুযাইমাহ ২৫৯৫)

৩. মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করাঃ

মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِيْ طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّيْ بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ (ﷺ) كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

"আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) হারাম শরীফের নিকটবর্তী হলে তাল্‌বিয়্যা পড়া বন্ধ করে যু-ত্বুয়া নামক স্থানে রাত্রিযাপন করতেন। অতঃপর ভোরের নামায পড়ে সেখানে গোসল করতেন এবং বলতেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই করতেন"। (বুখারী ১৫৭৩ মুসলিম ১২৫৭)

৪. প্রতিবার স্ত্রীসঙ্গমের জন্য গোসল করাঃ

প্রতিবার স্ত্রীসহবাসের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে একে সকল বিবিদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছেন। প্রত্যেক সঙ্গমের পর গোসল করেছেন। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি যদি

শুধু একবার গোসল করতেন! তখন তিনি বললেন :

هَذَا أَزْكَى، وَأَطْيَبُ، وَأَطْهَرُ.

"এটি অধিকতর নির্মল, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর্ম"।

(আবূ দাউদ ২১৯ ইব্নু মাজাহ ৫৯৬)

৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা:

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিয়েছে সে যেন গোসল করে নেয়"।

(আবূ দাউদ ৩১৬১ তিরমিযী ৯৯৩ ইব্নু মাজাহ ১৪৮৫)

আস্মা বিন্ত 'উমাইস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) নিজ স্বামী আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে মৃতের গোসল দিয়ে উপস্থিত মুহাজিরদেরকে এ বলে প্রশ্ন করেন যে, আমি রোযাদার। অন্যদিকে আজকের দিনটি সীমাতিরিক্ত হিমশীতল। এমতাবস্থায় আমাকে গোসল করতে হবে কি? উত্তরে মুহাজিররা বললেন: না, গোসল করতে হবে না। (মুয়াত্তা মালিক ৩)

৬. মুশরিক ও কাফির ব্যক্তিকে মাটিচাপা দিয়ে গোসল করা:

মুশরিক ও কাফির ব্যক্তিকে মাটিচাপা দিয়ে গোসল করা মুস্তাহাব।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ (ﷺ): إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ!، قَالَ: اِذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِيْ، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِيْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সংবাদ দিলাম যে, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা মৃত্যুবরণ করেছে। তখন তিনি বললেন : যাও, তাকে মাটিচাপা দিয়ে আসো এবং আমার নিকট আসা পর্যন্ত নতুন করে কিছু করতে যাবে না। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন: আমি মাটিচাপা দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলে তিনি

আমাকে গোসল করতে আদেশ করেন এবং আমার জন্য দোয়া করেন"। (আবূ দাউদ ৩২১৪ নাসায়ী ১৯০, ২০০৮)

৭. মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য অথবা দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করা:

মুস্তাহাযাহ্ মহিলার ক্ষেত্রে প্রতি বেলা নামাযের জন্য অথবা দু'বেলা নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

اسْتُحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ(ﷺ)، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

"রাসূল (ﷺ) এর যুগে উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহ্শ্ মুস্তাহাযা হলে তিনি তাকে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করতে আদেশ করেন"। (আবূ দাউদ ২৯২)

হাম্না বিন্ত জাহ্শ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমার ইস্তিহাযা হলে আমি রাসূল (ﷺ) কে আমার করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، حَتَّى أَنْ قَالَ: وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيْ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيْ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنِ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ؛ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِيْ، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ، وَصُوْمِيْ إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكِ، وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ.

"আমি তোমাকে দু'টি কাজের আদেশ করবো। তার মধ্য হতে যে কাজটিই তুমি করো না কেন তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টাই করতে পার সে ব্যাপারে তুমিই ভাল জানো। পরিশেষে তিনি বলেন : আর যদি তুমি জোহরকে পিছিয়ে এবং আসরকে এগিয়ে একবার গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পার তাহলে তা করবে। তেমনিভাবে যদি মাগরিবকে পিছিয়ে এবং 'ইশাকে এগিয়ে একবার গোসল

করে উভয় নামায একত্রে পড়তে পার তাহলে তা করবে। অনুরূপভাবে যদি ফজরের জন্য গোসল করে ফজরের নামাযটুকু পড়তে পার তাহলে তা করবে এবং সম্ভব হলে রোযা রাখবে। তবে উভয় কাজের মধ্যে এটিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়"। (আবূ দাউদ ২৮৭)

জানা আবশ্যক যে, মুস্তাহাযা মহিলার জন্য ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময়টি পার হয়ে গেলে একবার গোসল করা ওয়াজিব। এরপর প্রতি বেলা নামায অথবা দু'বেলা নামায একত্রে পড়ার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। তা না করলে প্রতি বেলা নামাযের জন্য অবশ্যই ওযু করতে হবে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

اسْتُحِيْضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ(ﷺ): إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

"আব্দুর রহমান বিন্ 'আউফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিন্ত্ জাহ্শ সাত বছর যাবৎ ইস্তিহাযার পীড়ায় পীড়িত ছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময় আসলে তুমি নামায বন্ধ রাখবে। আর যখন ঋতুস্রাবের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায় তখন গোসল করে নামায পড়বে"। (বুখারী ২২৮ মুসলিম ৩৩৩ আবূ দাউদ ২৮৫)

যায়নাব বিন্ত আবী সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) أُمَّ حَبِيْبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنْ قَوِيْتِ فَاغْتَسِلِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ ؛ وَإِلاَّ فَاجْمَعِيْ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু হাবীবাকে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করে নামায আদায় করতে আদেশ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ যদি পার তাহলে প্রতি বেলা নামাযের জন্য গোসল করবে। তা না পারলে দু' বেলা নামাযের জন্য একবার গোসল করে তা একসঙ্গে আদায় করবে"।

(বুখারী ৩২৭ আবূ দাউদ ২৯৩)

ফাতিমাহ্ বিন্ত আবী 'হুবাইশ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

নবী (ﷺ) আমাকে মুস্তাহাযা থাকাবস্থায় ইরশাদ করেন:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: اغْتَسِلِيْ، ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّيْ.

"ঋতুস্রাব মহিলাদের নিকট পরিচিত। তা কালো বর্ণের। অতএব ঋতুস্রাব চলাকালীন নামায বন্ধ রাখবে। আর ইস্তিহাযা হলে ওযু করে নামায পড়বে। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ ঋতুস্রাব শেষে গোসল করবে। এরপর প্রতি বেলা নামাযের জন্য ওযু করে নামায আদায় করবে"।

(আবূ দাউদ ২৯৮, ৩০৪)

৮. অবচেতনার পর চেতনা ফিরে পেলে:

অবচেতনার পর চেতনা ফিরে পেলে গোসল করা মুস্তাহাব।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

ثَقُلَ النَّبِيُّ(ﷺ) فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ، قَالَ: ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ؟ قُلْنَا: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: ضَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ.

"নবী (ﷺ) এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবাগণ নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বললেন : পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। আমরা তাই করলাম। অতঃপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়াতে চাইলে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে আবারো তিনি

জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবাগণ নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। অতঃপর তিনি বসাবস্থায় গোসল সেরে দাঁড়াতে চাইলে আবারো অবচেতন হয়ে পড়েন। পুনরায় চেতনা ফিরে পেয়ে আবারো জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাহাবাগণ নামায পড়েছে কি? আমরা বললামঃ পড়েনি, তবে আপনার অপেক্ষায় রয়েছে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : পাত্রের মধ্যে আমার জন্য একটু পানি রেখে দাও। অতঃপর তিনি বসাবস্থায় গোসল সেরে নেন। (বুখারী ৬৮৭ মুসলিম ৪১৮)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন বার অবচেতন হয়ে তিন বার গোসল করেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অবচেতন হওয়ার পর চেতনা ফিরে পেলে গোসল করা মুস্তাহাব।

৯. কাফির ব্যক্তি মোসলমান হলেঃ

কাফির ব্যক্তি মোসলমান হলে কোন কোন আলেমের মতে গোসল করা মুস্তাহাব। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ; এমন ব্যক্তির জন্য গোসল করা ওয়াজিব। ক্বাইস্ বিন 'আসিম্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

"আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আসলে তিনি আমাকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করেন"। (আবূ দাউদ ৩৫৫ তিরমিযী ৬০৫ নাসায়ী ১৮৮)

তেমনিভাবে যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজ অন্তরকে নিষ্কলুষ করে নিল তখন তার শরীরকেও গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করে নিতে হবে।

১০. দু' ঈদের নামাযের জন্য গোসল করাঃ

দু' ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। যাযান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا ﷺ عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: اِغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لاَ، الْغُسْلَ الَّذِيْ هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: يَوْمَ الْـجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"জনৈক ব্যক্তি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তোমার ইচ্ছে হলে প্রতিদিনই গোসল করতে পার। সে বললঃ সাধারণ গোসল সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বরং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন গোসল সম্পর্কে যা অবশ্যই করতে হয়। তিনি বললেন : জুমুআ , 'আরাফাহ, ঈদুল্ আয্হা ও ঈদুল্ ফিত্র দিবসে গোসল করতে হয়"। (বায়হাকী ৫৯১৯)

নাফে'(রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فِي الْعِيْدَيْنِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَّغْدُوَ إِلَى الْـمُصَلَّى.

"আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ঈদুল্ ফিত্র ও ঈদুল্ আয্হা দিবসে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করে নিতেন"। (বায়হাকী ৫৯২০)

সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাহিমাহুল্লাহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلاَثٌ: الْـمَشْيُ إِلَى الْـمُصَلَّى، وَالأَكْلُ قَبْلَ الْـخُرُوْجِ، وَالاِغْتِسَالُ.

"ঈদুল্ ফিত্র দিবসের সুন্নাত তিনটিঃ ঈদগাহের দিকে হেঁটে যাওয়া, বের হওয়ার পূর্বে যৎসামান্য আহার গ্রহণ ও গোসল করা"। (ফির্য়াবী)

১১. আরাফার দিন গোসল করাঃ

হাজীদের জন্য আরাফার দিন গোসল করা মুস্তাহাব।

নাফি'(রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُّحْرِمَ، وَلِدُخُوْلِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوْفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

"আব্দুল্লাহ্ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে, মক্কায় প্রবেশ ও আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য গোসল করতেন"।

(মালিক ৩২৪)

তায়াম্মুম

আরবী ভাষায় তায়াম্মুম শব্দটি ইচ্ছা পোষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে পানি না পেলে অথবা তা ব্যবহারে অপারগ হলে সাওয়াবের নিয়্যাতে এবং নাপাকী দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখ মণ্ডল ও উভয় হাত কব্জিসহ ভালভাবে মর্দন করাকে বুঝানো হয়।

তায়াম্মুমের বিধানঃ

তায়াম্মুমের বিধানটি কুর'আন, হাদীস ও ইজমা' কর্তৃক প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ، مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾.

"তোমরা রোগাক্রান্ত বা মুসাফির হলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত (কব্জিসহ) মাস্হ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে চান না। বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর নিজ নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে যেন তোমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হতে পার"। (মায়িদাহ : ৬)

'ইমরান বিন 'হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ(ﷺ) فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ.

"আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি

সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি সবার সাথে নামায আদায় না করে সামান্য দূরে অবস্থান করছে । তখন তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে, সবার সঙ্গে নামায পড়োনি কেন? সে বললঃ আমি জুনুবী ; অথচ পানি নেই। তিনি বললেন : মাটি ব্যবহার (তায়াম্মুম) কর। তোমার জন্য মাটিই যথেষ্ট"।

(বুখারী ৩৪৪ মুসলিম ৬৮২)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন:

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ : جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"আমাকে পাঁচটি বস্তু দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। তম্মধ্য হতে একটি হচ্ছে ; মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতার্জনের মাধ্যম ও মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে"। (বুখারী ৩৩৫ মুসলিম ৫২১)

অনুরূপভাবে সকল আলেমের ঐকমত্যে ইসলামী শরীয়তে তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য পবিত্রতার্জনের মাধ্যম দু'টিঃ একটি পানি, অপরটি মাটি। আর তা পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে। অতএব যে ব্যক্তি পানি পেল এবং সে তা ব্যবহারে সক্ষমও বটে তখন তাকে অবশ্যই পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন করতে হবে। আর যে ব্যক্তি পানি পেল না অথবা সে তা ব্যবহারে একান্ত অপারগ তখন সে ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। বিশুদ্ধ মতে তার এ তায়াম্মুমটি পানি না পাওয়া পর্যন্ত নাপাকী দূরীকরণে সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। সুতরাং যে ইবাদাতের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন ওয়াজিব সে ইবাদাত সম্পাদনের জন্য পানির অবর্তমানে মাটি দিয়ে পবিত্রতার্জন আবশ্যক। তেমনিভাবে যে ইবাদাতের জন্য পানি দিয়ে পবিত্রতার্জন মুস্তাহাব সে ইবাদাত সম্পাদনের জন্য পানির অবর্তমানে মাটি দিয়ে পবিত্রতার্জনও মুস্তাহাব। বিশুদ্ধ মতে কোন ব্যক্তি পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে যখন ইচ্ছে তায়াম্মুম করতে পারে এবং তার এ তায়াম্মুমটি যে কোন ইবাদাত সংঘটনের জন্য যথেষ্ট যতক্ষণ না সে পানি পায় অথবা ওযু কিংবা গোসল ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া না যায়। তেমনিভাবে একটি তায়াম্মুম নিয়্যাতানুসারে যে কোন ছোটবড় নাপাকী

দূরীকরণে একান্ত যথেষ্ট।

যখন তায়াম্মুম জায়েযঃ

মুসাফির বা মুক্বীম থাকাবস্থায় যে কোন কারণে কারোর ওযু বা গোসল ভঙ্গ হলে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোতে তায়াম্মুম করা জায়েযঃ

১. পানি না পেলেঃ

পানি না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا﴾.

"অতঃপর তোমরা পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে"। (মায়িদাহ : ৬)

এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. ওযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট এতটুকু পানি না পেলেঃ

ওযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট এতটুকু পানি না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েয। অতএব যতটুকু পানি আছে তা দিয়ে ওযু বা গোসল করবে এবং বাকী অঙ্গগুলোর জন্য তায়াম্মুম করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"। (তাগাবুন : ১৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.

"যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করব তখন তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যখন তোমাদেরকে কোন কাজ করতে নিষেধ করব তখন তা হতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকবে"।

(বুখারী ৭২৮৮ মুসলিম ১৩৩৭)

২. পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হলেঃ

যখন পানি অতিশয় ঠাণ্ডা যা ব্যবহারে নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে

এবং গরম করারও কোন ব্যবস্থা নেই এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয।

'আমর বিন 'আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

اِحْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ! فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ الصُّبْحَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(ﷺ) فَقَالَ: يَا عَمْرُو! صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فَضَحِكَ رَسُوْلُ الله (ﷺ)، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

"যাতুস্ সালাসিল" নামক গায্ওয়ায় থাকাবস্থায় এক হিমশীতল রাত্রিতে অকস্মাৎ আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে মৃত্যুর আশঙ্কায় গোসল না করে আমি তায়াম্মুম করেছি। এমতাবস্থায় আমি সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছি। অতঃপর আমার সাথীরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে অবগত করালে তিনি আমাকে ডেকে বললেন : হে 'আম্র! তুমি কি জুনুবী থাকাবস্থায় নিজ সাথীদেরকে নিয়ে নামায পড়েছ? তখন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমার গোসল না করার কারণটি জানিয়েছি এবং কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছিঃ আমি কুর'আন মাজীদে পেয়েছি, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ তোমরা নিজে নিজকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাই আমি গোসল করিনি। কৈফিয়তটি শুনা মাত্রই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে দিলেন এবং আমাকে আর কিছুই বলেননি"। (আবূ দাউদ ৩৩৪ দারাক্বুত্বনী ৬৭০)

৩. রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে:

রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়া বা আরোগ্য হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন :

خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِّنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ

أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوْا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ(ﷺ) أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ! أَلاَ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

"আমরা সফরে বের হলে আমাদের একজনের মাথায় পাথর পড়ে তার মাথা ফেটে যায়। ইতোমধ্যে তার স্বপ্নদোষ হয়। তখন সে তার সাথীদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা শরীয়তে আমার জন্য তায়াম্মুম করার কোন সুযোগ খুঁজে পাচ্ছো কি? তারা বললঃ না, তোমার জন্য তায়াম্মুমের কোন সুযোগ নেই। কারণ, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। অতঃপর সে গোসল করার সাথে সাথেই মারা যায়। এরপর আমরা নবী (ﷺ) এর নিকট পৌঁছুলে তাঁকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তিনি (তিরস্কার স্বরূপ) বললেন:ওরা বেচারাকে মেরে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা যখন ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত নয় তখন তারা কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি কেন? কারণ, জিজ্ঞাসাই হচ্ছে অজ্ঞানতার উপশম। তায়াম্মুমই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। ক্ষতের উপর ব্যাণ্ডেজবেঁধে তাতে মাস্হ এবং বাকী শরীর ধৌত করে নিলেই চলতো"।

(আবূ দাউদ ৩৩৬, ৩৩৭ ইব্নু মাজাহ ৫৭৮)

৪. পানি সংগ্রহে অপারগতা প্রমাণিত হলে:

পানি সংগ্রহে অপারগতা প্রমাণিত হলে তায়াম্মুম করা জায়েয। যেমনঃ শত্রু, চোর-ডাকাত বা অগ্নিকাণ্ডের হাতে নিজ মান-সম্মান, ধন-সম্পদ বা জীবন হারানোর ভয়। তেমনিভাবে সে খুবই অসুস্থ নড়চড়ে অক্ষম এবং পানি এনে দেয়ার মতো আশেপাশে কেউ নেই।

৫. মজুদ পানি ব্যবহার করলে কঠিন পিপাসায় মৃত্যুর ভয় হলে:

পানি সামান্য যা ব্যবহার করলে কঠিন পিপাসায় মৃত্যুর ভয় হয়

এমতাবস্থায় পানি ব্যবহার না করে প্রয়োজনের জন্য মজুদ রেখে তায়াম্মুম করা জায়েয। এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। মোট কথা, যে কোন কারণে পানি সংগ্রহে অক্ষম বা পানি না পেলে কিংবা পানি ব্যবহারে নিশ্চিত অসুবিধে দেখা দিলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের শর্তসমূহ:

তায়াম্মুমের শর্ত আটটি তা নিম্নরূপঃ

১. নিয়্যাত করতে হবে। অতএব নিয়্যাত ব্যতীত তায়াম্মুম শুদ্ধ হবেনা।

২. তায়াম্মুমকারী মুসলমান হতে হবে। অতএব কাফিরের তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে মুসলমান হয়।

৩. তায়াম্মুমকারী জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। অতএব পাগল ও মাতালের তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না তার চেতনা ফিরে আসে।

৪. তায়াম্মুমকারী ভালমন্দ ভেদাভেদ জ্ঞান রাখে এমন হতে হবে। অতএব বাচ্চাদের তায়াম্মুম শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য নয়। তাদের তায়াম্মুম করা বা না করা সমান।

৫. তায়াম্মুম শেষ হওয়া পর্যন্ত পবিত্রতার্জনের নিয়্যাত স্থির থাকতে হবে। অতএব তায়াম্মুম চলাকালীন নিয়্যাত ভেঙ্গে দিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না।

৬. তায়াম্মুম চলাকালীন ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয় এমন কোন কারণ অবর্তমান থাকতে হবে। তা না হলে তায়াম্মুম তৎক্ষণাৎই নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. তায়াম্মুমের মাটি পবিত্র ও জায়েয পন্থায় সংগৃহীত হতে হবে।

৮. তায়াম্মুমের পূর্বে মল-মূত্র ত্যাগ করে থাকলে ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে তায়াম্মুম করতেনঃ

১. প্রথমে নিয়্যাত করতেন।

এ সম্পর্কীয় হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে তায়াম্মুম শুরু করতেন।

৩. উভয় হাত মাটিতে প্রক্ষেপণ করে ধুলো ঝেড়ে প্রথমে সমস্ত মুখমণ্ডল অতঃপর উভয় হাত কব্জি সহ মাস্‌হ্ করতেন।

'আম্মার বিন ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) فِيْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কোন এক প্রয়োজনে সফরে পাঠালে অকস্মাৎ আমার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। পানি না পেয়ে আমি পশুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন : মাটিতে দু'হাত মেরে তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত একবার মাটিতে প্রক্ষেপণ করে তাতে ফুঁ মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও হস্তযুগল কব্জি পর্যন্ত মাস্‌হ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি উভয় হাত মাটিতে প্রক্ষেপণ করে ঝেড়েমেড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত মাস্‌হ করেন"।

(বুখারী ৩৩৮ মুসলিম ৩৬৮)

তায়াম্মুমের রুকনসমূহঃ

তায়াম্মুমের রুকন তিনটিঃ

১. যে জন্য তায়াম্মুম করা হচ্ছে উহার সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নিয়্যাত করা।

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি দৃশ্যমান নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করতে চায় তাহলে তায়াম্মুমের সময় তাকে তাই নিয়্যাত করতে হবে। তেমনিভাবে সে যদি ওযু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে চায় তাহলে তায়াম্মুমের সময় তাকে তাই নিয়্যাত করতে হবে।

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"প্রতিটি কর্ম নিয়্যাত নির্ভরশীল। যেমন নিয়্যাত তেমনই ফল। যেমনঃ কেউ যদি দুনিয়ার্জন বা কোন রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত (নিজ আবাসভূমি ত্যাগ) করে সে তাই পাবে যে জন্য সে হিজরত করেছে"। (বুখারী ১ মুসলিম ১৯০৭)

২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাস্হ করা।

৩. উভয় হাত কব্জি সহ একবার মাস্হ করা।

এ সম্পর্কীয় হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

তায়াম্মুম ভঙ্গকারী কারণসমূহ :

এমন দু'টি কারণ রয়েছে যা তায়াম্মুমকে বিনষ্ট করে দেয়। কারণ দু'টি নিম্নরূপ:

১. যে কারণগুলো ওযু বিনষ্ট করে তা তায়াম্মুমকেও বিনষ্ট করে। কারণ, তায়াম্মুম ওযু বা গোসলের স্থলাভিষিক্ত। তাই ওযু বা গোসল যে যে কারণে বিনষ্ট হয় সে সে কারণে তায়াম্মুমও বিনষ্ট হয়।

২. পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি পানি না পাওয়ার দরুন তায়াম্মুম করেছে সে পানি পেলেই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে।

আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الـمُسْلِمِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْـمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْـمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ.

"পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতার জন্য নিশ্চিত মাধ্যম যদিও সে দশ বছর যাবত পানি না পায়। যখনই সে পানি পাবে তখনই ওযু বা গোসল করে নিবে। তবে কোন কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়ার দরুন তায়াম্মুম করে থাকলে পানি থাকা সত্ত্বেও তার তায়াম্মুম বহাল থাকবে।

তবে যখনই সে পানি ব্যবহারে সক্ষম হবে তখনই তার তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে"। (আবূ দাউদ ৩৩২, ৩৩৩ তিরমিযী ১২৪ নাসায়ী ৩২৩)

পানিও নেই মাটিও নেই এমতাবস্থায় কি করতে হবে:

পানিও নেই মাটিও নেই এবং এর কোন একটি সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয়নি অথবা পেয়েছে তবে ওযু বা তায়াম্মুম করা তার পক্ষে অসম্ভব এমতাবস্থায় সে ওযু বা তায়াম্মুম না করেই নামায আদায় করবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তির হাত-পা সম্পূর্ণরূপে বাঁধা। ওযু বা তায়াম্মুম করা কোনমতেই তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় সে ওযু বা তায়াম্মুম ছাড়াই নামায আদায় করবে।

'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

اسْتَعَرْتُ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ(ﷺ) نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيْ طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ (ﷺ) شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً.

"আমি আমার বোন আস্মা থেকে একটি হার ধার নিয়ে সফরে রওয়ানা করলে অকস্মাৎ তা হারিয়ে যায়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে হারের খোঁজে কিছু সংখ্যক সাহাবাকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলে পানি না পাওয়ার দরুন তাঁরা ওযু না করেই নামায আদায় করেন। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ব্যাপারটি জানানোর পরপরই তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ্ বিন হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'আয়েশা কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কল্যাণ করুক! আল্লাহ্'র কসম! আপনার কোন সমস্যা হলেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সে সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন এবং তাতে নিহিত রাখেন মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি"। (বুখারী ৩৩৬ মুসলিম ৩৬৭)

উক্ত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করতে আদেশ করেননি। এ থেকে বুঝা যায় পানি বা মাটি না পেলে নাপাক অবস্থায় নামায পড়া জায়েয।

অতএব পানি পেলে ওযু করবে। পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে। পানি বা মাটি কিছুই না পেলে নাপাক অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"। (তাগাবুন : ১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

"আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি"। (হাজ্জ : ৭৮)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ.

"যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ করব তখন তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজ করতে নিষেধ করব তখন তা হতে তোমরা বিরত থাকবে"।

(বুখারী ৭২৮৮ মুসলিম ১৩৩৭)

তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর সময় থাকতে পানি পেলেঃ

যে কোন কারণে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর সময় থাকতে পানি পেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় ওযু করে নামায আদায় করতে হবে না। যদিও উক্ত নামায দ্বিতীয়বার পড়ার সময় থাকে। তেমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি পানি বা মাটি পায়নি অথবা তা ব্যবহারে অক্ষম তখন সে পবিত্রতা ছাড়াই নামায পড়েছে। পুনরায় নামাযের সময় থাকতেই সে পানি বা মাটি পেয়েছে অথবা তা ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে এমতাবস্থায় আদায়কৃত নামায তাকে দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে না।

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

خَرَجَ رَجُلاَنِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ الله (ﷺ) فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

"দু' ব্যক্তি সফরে বের হয়েছে। অতঃপর নামাযের সময় হলে পানি না পাওয়ার দরুন তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পরপরই ওয়াক্ত থাকতে পানি পেয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের একজন ওযু করে উক্ত নামায দ্বিতীয়বার আদায় করে এবং অন্যজন তা করেনি। এরপর উভয় ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) এর নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি যে ব্যক্তি ওযু করে নামায পুনর্বার আদায় করেনি তাকে বললেন : তুমি সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ করেছ এবং তোমার পূর্বের নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়জনকে বললেন : তোমার দু'বার নামায পড়ার সাওয়াব হয়েছে"। (আবূ দাউদ ৩৩৮ নাসায়ী ৪৩৩)

নামায পুনর্বার আদায় না করা যখন সুন্নাহ তখন দ্বিতীয়বার নামায আদায় করা অবশ্যই সুন্নাহ বিরোধী।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (ﷺ) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।